চার অঙ্কের নাটক

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ রায়

মূল্য পাঁচ সিকা

প্রকাশক

শ্রীসুরথকুমার সরকার

১৫০।৩ বেলেঘাটা মেন রোড

কলিকাতা

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

আমাদের বড় আদরের কবি

রবীন্দ্রনাথের

করকমলে—

নিবেদন

কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করিয়া এই পুস্তক রচনা করা হয় নি, বা কাহাকেও বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে লোকচক্ষুতে হেয় করিবার অভিপ্রায়ও আমার নাই।

বাঙ্‌লাদেশের হাসপাতালগুলির উদাসীনতা সম্বন্ধে বহুবার কাউন্সিলে ও সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ে নূতন করিয়া আমার কিছু বলিবার নাই। জনমত রিফর্ম্মের পক্ষপাতী।

"শ্লেষকাব্য অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট হয়।" সুতরাং অসম্ভব বা অবাস্তব কিছু পাওয়া গেলে, আশা করি তাহা মার্জ্জনীয় হইবে। ইতি

১লা কার্ত্তিক—১৩৪৪

পোঃ মাধনগর

রাজসাহী

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ রায়

বিজ্ঞপ্তি

পরিচয়

ক্যাপ্টেন ব্যানার্জ্জী	...	নরনারায়ণ সেবাসদনের বড় ডাক্তার ও ঐ কলেজের অধ্যক্ষ
হেড ক্লার্ক	...	ঐ হাসপাতালের
কম্পাউণ্ডার	...	ঐ হাসপাতালের
মিস্ জুলিয়া	...	ঐ হাসপাতালের নার্স্
স্তর শঙ্করীপ্রসাদ	...	জনৈক বিত্তবান স্তর
মল্লিকা	...	তাঁহার শ্যালিকা

সেবাব্রত, গণদাস, আশাময়, নবকুমার......কলেজের নূতন ছাত্র এই কলেজের পুরাতন ছাত্রগণ, নানা প্রকারের রোগী, হাসপাতালের পাচক, ভৃত্যগণ, দ্বারবান, জনৈক পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুতকারক, ও জিম্ নামক কুকুর।

স্থান—বর্ত্তমান কলিকাতা

কাল—বর্ত্তমান বর্ষের ১লা জুলাই হইতে কয়েকটি মাস

মায়াপুরী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিংশ শতাব্দীর কলিকাতার একটি অংশের উপর হইতে যবনিকা উঠিতেছে। ষ্টেজে গাঢ় অন্ধকার। এক স্থানের উপর ফোকাস পড়িতেই দেখা গেল এক সাইন-বোর্ড, উহাতে প্রথমে ইংরেজী ও পরে বাঙ্‌লায় লেখা :—
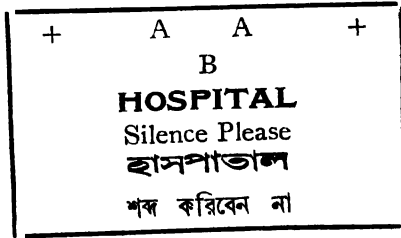
ষ্টেজ অল্পে অল্পে আলোকিত হইয়া উঠিল। এখন প্রাতঃকাল। প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে একটী হাসপাতাল। হাসপাতালের ত্রিতল অট্টালিকা অদূরে দেখা যাইতেছে। রাজপথের পার্শ্বে এই হাসপাতালের গেট। গেটের বামদিকে দুই বর্গহাত পরিমিত গোলাকৃতি এক কক্ষ। ইহাতে গেটের দ্বারবান আছে। গেটটী collapsible গেট। ইহার ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে একটি রক্তবর্ণের ছোট পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া অদূরের ঐ অট্টালিকায় মিশিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে সযত্নে রক্ষিত বাগান। অসংখ্য ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

বাগান ও পথের মধ্যে রেলিং, ঐ পথের উপর কিছু দূরে নীল কুর্ত্তা-পরিহিত এক ধাঙড় ঝাঁট দিতে দিতে গেটের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

নব-বঙ্গের রাজধানীতে প্রাতঃকাল, সুতরাং নানা স্বরে ফ্যাক্টরীর বাঁশী বাজিতেছে। একটি বাঁশী বাজিয়া উঠিবামাত্র, গেট-সংলগ্ন সেই গোল কক্ষ হইতে গেটের রক্ষক একটু ব্যস্তভাবেই বাহির হইয়া আসিল। প্রথমে সে সশব্দে collapsible গেট উন্মুক্ত করিল। পরে অদূরে সংলগ্ন পেটা ঘড়ীতে সে ছয়টা বাজাইতে লাগিল। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। ইহাদের করুণ ও কর্কশ শব্দে প্রভাতের জড়তা যেন কথঞ্চিৎ কাটিয়া গেল। ঘড়ী বাজাইয়া সে তাহার কক্ষে অদৃশ্য হইয়া গেল। ধাঙড়টী ঝাঁট দিতে দিতে ক্ষিপ্রপদে গেটের বাহিরে আর এক দিকে অদৃশ্য হইল। উন্মুক্ত গেট, জনহীন পথ, কেবল হাসপাতালের সেই অট্টালিকা হইতে অস্পষ্ট কোলাহল শোনা যাইতেছে।

গেটের উপরে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি বিশাল একটি বোর্ডে হাসপাতালের নাম লেখা, প্রথমে ইংরেজীতে, পরে বাঙ্লায়—

"Poor men's Hospital and College"

"নরনারায়ণ সেবাসদন ও শিক্ষাপীঠ"

আজ বর্ত্তমান বর্ষের ১লা জুলাই। কলেজে নূতন শিক্ষার্থীদের প্রথম দিবস।

মেডিকেল লাইন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক ছাত্র প্রবেশ করিতেছে। ইহার নাম সেবাব্রত। সাধারণ বাঙালী ছাত্রের মতো বেশ; তবে চেহারায় বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার হাতে একখানা এক্সারসাইজ খাতা। গোল করিয়া হাতের মুঠির ভিতরে লওয়া। অপরিচিত স্থান, অতি অপরিচিত আব্‌হাওয়া এবং ততোধিক অপরিচিত বিদ্যা—এই তিনে মিলিয়া ছাত্রটিকে অত্যন্ত নার্ভাস করিয়াছে। প্রবেশ করিয়াই প্রথমে সে পথ বাহিয়া সোজা চলিতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই, যেন সে এখানে অপরিচিত নহে! কিছুদূর যাইতেই সহসা সে লজ্জা, অকথিত ভীতি ও সঙ্কোচে আচ্ছন্ন হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া অতি কুণ্ঠিত দৃষ্টি লইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। যখন দেখিল কেহই তাহাকে লক্ষ্য করে নাই, তখন সে ক্ষিপ্রপদে গেটের দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিল, এবার রেলিং-এর গা ঘেঁসিয়া। গেটের নিকটে আসিবামাত্র তাহার খাতাখানা পড়িয়া গেল। ইহা তাহার

স্বেচ্ছাকৃত। অমনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সে উহা কুড়াইয়া লইয়া রেলিং-এ ভর করিয়া নিরর্থক তাহার খাতা ঝাড়িতে লাগিল। এমনি সময় প্রবেশ করিল আর এক নূতন ছাত্র। ইহার নাম গণদাস। সে সেবাব্রতের মতো যদিও করিল না, কিন্তু তাহাকে ছাড়াইয়া কিছু আগে যাইয়া বিপরীত রেলিং-এ ভর দিয়া বাগান দেখিতে লাগিল। আর একজন প্রবেশ করিল। ইহার নাম আশাময়। সে গণদাসের নিকটে, নিকটে নয়, একটু তফাতে যাইয়া তাহারই মতো ফুল দেখিতে লাগিল। ইহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে এড়াইতে চায়। আর একজন প্রবেশ করিল। ইহার নাম নবকুমার। সে সেবাব্রতের নিকটে যাইবে, না উহাদের মতো ফুল দেখিবে, না অন্য কোথাও যাইবে—ইহা লইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া সেবাব্রত তাহার নিকটে আগাইয়া আসিল।

সরলতা ও কুণ্ঠাভরা স্বরে সেবা প্রশ্ন করিল—

মাফ কোরবেন, আপনার কি ফার্স্ট ইয়ার ?

শুনিবামাত্র গণদাস ও আশাময় তাহাদের ফুল দেখা ভুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বক্তার দিকে চাহিল।

সেই স্বরে ঘামিয়া ও লজ্জায় লাল হইয়া নবকুমার উত্তর দিল—

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার ?

দৃষ্টি নত করিয়া সেবা বলিল—

আমারও !

মুখ তুলিয়া, চক্ষুর ইসারায় গণদাস ও আশাময়কে দেখাইয়া—

ওঁরাও কি—?

নবকুমার। তা তো জানি না !

সেবা। আচ্ছা, আমি দেখছি। আপনি···দেখুন, আপনি এখানে একটু দাঁড়ান।

সে গণদাস ও আশাময়ের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া
ইহারা অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইল। সেবাব্রত ইহাতে একটু
যেন ভড়কাইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই সে
প্রকৃতিস্থ হইয়া ইহাদের
নিকটে আসিল।

সেবা। কি সুন্দর প্রভাত!

ইহারা কেহই বাক্যদ্বারা সমর্থন করিল না। গণদাসের গলার ভিতর
ঘড়-ঘড় করিয়া এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ হইল।
সে যেন কি বলিল, অথবা বলিবার
চেষ্টা করিল।

সেবা। অন্ধকার, কতক্ষণের অন্ধকার, তারপরে আলো!

ইহারা সমর্থনসূচক বা বিরক্তিবোধক ঘাড় নাড়িল।

সেবা। সূর্য্য উঠেছে, তবু দেখুন হাসপাতালে আলো জ্বলছে!

গণদাস। (কাসিয়া স্বর পরিষ্কার করিয়া)—ওখানে অন্ধকার!

আশাময়। (সঙ্কুচিত স্বরে)—ওখানে আলো যায় না!

সেবা। (একটু উত্তেজিত ভাবে)—কিন্তু যেতে হবে যে, এমন আলো, এমন প্রভাত!—(সহসা স্বর বদলাইয়া)—মাফ কোরবেন!

সকলে নীরব।

আশাময়। আজই তো নূতন সেসন আরম্ভ হবে, না?

সেবা। আপনারা কি—?

আশা ও গণদাস। (সমস্বরে)—আজ্ঞে হ্যাঁ! ফার্ষ্ট ইয়ার।

সেবা। আসুন না তবে, ওখানে যাই। (নবকুমারকে দেখাইয়া) উনিও—

আশা। উনিও কি—?

সেবা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সকলে নবকুমারের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার নিকটে আসিতেই
আশাময় ও গণদাস হাত তুলিয়া সমস্বরে বলিল—

নমস্কার !

এই ভদ্রতায় অভিভূত হইয়া নবকুমার
কেবলমাত্র বলিতে পারিল—

নমস্কার, নমস্কার !

সেবা। এই আমাদের কলেজ !

গণদাস। এখানে আমাদের চার বছর পড়তে হবে !

নবকুমার। এর খুব নাম ডাক !

আশাময়। তা তো হবেই, বাঙ্‌লার একটা প্রসিদ্ধ কলেজ ! বছর বছর কত হাজার হাজার ছেলে এখান থেকে পাশ কোরে—

সেবাব্রত। পাশ কোরে ? (তাহার স্বর যেন আত্মবিস্মৃত)।

এই বাধায় একটু ভড়কাইয়া, আশাময় তাহার কথা শেষ করিল— ডাক্তার হয় !

সেবাব্রত। (উত্তেজিত, একটু আত্মবিস্মৃত স্বরে)—আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগে চিকিৎসক হতে ! কত রোগ, কত চিকিৎসা ! এ যেন যুদ্ধ, ভয়ানক যুদ্ধ, যমে-মানুষে যুদ্ধ ! মানুষ চায় তার মতো আর একটা মানুষকে বাঁচাতে—এই তো চিকিৎসা ও চিকিৎসকের উদ্দেশ্য, না ! (সহসা সে যেন প্রকৃতিস্থ হইল। কুণ্ঠিতস্বরে বলিল) মাফ কোরবেন !

নবকুমার। আমার বাবা সরকারী ডাক্তার !

আশাময়। ও, তাহলে তো আপনার নির্ভাবনা! পাশ কোরেই আড়াই শো টাকার চাকরী,—বাঁধা! আর যত আমরা অভাগার দল—

নবকুমার। এখানকার প্রিন্সিপাল Captain ব্যানার্জ্জী কিন্তু খুব দয়ালু শুনেছি।

গণদাস। শুধু দয়ালু! তাঁর মতো চিকিৎসক—

এমন সময় এই কলেজের দুইজন পুরাতন ছাত্র পুস্তক হস্তে
গল্প করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

প্রথম। সব জিনিসেরই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকা দরকার। তাকেই বলে বিজ্ঞান। আর তাই হচ্ছে সত্যিকারের বিজ্ঞান, যা নাকি observation ও experimentএর ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই যে ৩৭ নম্বর বেডের কলেরা, এ যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের একেবারে বাইরে।

দ্বিতীয়। আমার মনে হয় ডক্টর রবার্ট ককের কমা ব্যাসিলাসই এর একমাত্র কারণ!

প্রথম। কিন্তু আমি যদি বলি, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে কোনো রকমে বীজাণু অন্ননালীতে প্রবেশ কোরেছে—তারই ফলে এর কলেরা হয়েছে, তাহলেই বা আমাকে উড়িয়ে দাও কি কোরে?

দ্বিতীয়। (একটু হাসিয়া)—থিয়োরী!

প্রথম। থিয়োরী? তোমার ডাক্তারী বিদ্যার কোন্‌টা থিয়োরী নয় বল তো! হয় এটা, নয় ওটা! এটা হলে, ওটা হতে পারে, আবার না-ও পারে—এই তো!

দ্বিতীয়। কিন্তু যাই হোক্‌, Captain ব্যানার্জ্জী বাঁচিয়েছেন তো!

প্রথম। তা আর বাঁচাবেন না! সমস্ত সভ্য জগৎ জুড়ে যাঁর নাম, তাঁর কাছে একটা কলেরা রুগী!

দ্বিতীয়। সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে বস্‌লো, কিন্তু Captain ব্যানার্জ্জী এসেই সেই যে বহুদিনের পুরোনো এডিনবরা থেকে পাঠানো sample, সেই একটা anti-cholera vaccine বিঁধিয়ে দেবামাত্র কলেরা বাপ্ বাপ্ বলে—(স্বর নামাইয়া) এরা কে ?

প্রথম। (সেবাব্রত প্রভৃতিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া)—কলেজ-মাতার নূতন সন্তান !

দ্বিতীয় ছাত্র হাস্য করিয়া উঠিল। তাহারা হাসপাতালের দিকে চলিয়া গেল।

আশাময়। (একটু উত্তেজিত হইয়া) শুনলেন, শুনলেন Captain ব্যানার্জ্জীর কথা ! উঃ, কি আশ্চর্য্য ! এ রকম শিক্ষক পাওয়া ভাগ্যের কথা !

গণদাস। কি অভিজ্ঞতা ! কোন্ ওষুধে কি কাজ দেবে সব ওঁর নিশ্চয়ই কণ্ঠস্থ। নৈলে কোথাকার এডিন্‌বরার সেই sample, কী যেন নামটা বল্‌লে—

সেবাব্রত। (অন্যমনস্কভাবে) এডিন্‌বরার ওষুদ ! তাতে ভাল হল ! তাতে হল ওঁর যশ ! কেন, ওঁর নিজের আবিষ্কৃত কোনো ওষুদ নেই ?

সকলে যেন একটু বিরক্ত হইল। এমন অবিসংবাদিত সত্য অস্বীকৃত হইতে দেখিলে কে না হয় ?

গণদাস। তা মশাই, কে দেখতে গেছে ? কথা তো তা নয়, ব্যাপার এই, যে একমাত্র তিনিই আরোগ্য কোরতে পারলেন !

সেবাব্রত। (অন্যমনস্কভাবে) তিনি, না এডিনবরার—

আর দুইটি পুরাতন ছাত্র গল্প করিতে করিতে প্রবেশ করিল। এক অন্ধ
বাম হস্তে ঔষধের শিশি, দক্ষিণ হস্তে লাঠি লইয়া অতি দুর্ব্বল পদক্ষেপে
হাসপাতালের দিকে অগ্রসর হইল। অন্ধটি তাহাদিগকে
ছাড়াইয়া আগে গেল।

প্রথম। আমার মাইরি কিন্তু নার্স জুলিয়াকে ভাল লাগে। বেশ টানা টানা ভুরু, ভাসা ভাসা চোখ। একটু গোঁফ উঠেছে, তা উঠুক! হাতের কাছে যা পাওয়া যায়—

দ্বিতীয়। হাতের কাছে বোল না, বল বিনা পয়সায়!

প্রথম। না, দাদা না! রীতিমত পঞ্চাশটি মুদ্রা ব্যয় কোরতে হয়েছে ওর পেছনে!

দ্বিতীয়। বদলে?

প্রথম ছাত্র একটু হাসিল।

দ্বিতীয়। রঙীন ঠোঁটের একটি চুম্বন, আর I love you darling আধ আধ বুলি। হাঃ হাঃ হাঃ, মাইরি, যাই বল্, তোরা আছিস্ কিন্তু বেশ!

(ফোকাস্—Silence pleaseএ)

অন্ধটি তাহাদিগকে ছাড়াইয়া আগে আগে গেল।

প্রথম। (সেবাব্রতদের দেখাইয়া) এরা সব বুঝি ফার্ষ্ট ইয়ার?

দ্বিতীয়। তা নৈলে এমন কার্ত্তিকের মতো দাঁড়িয়ে থাকে!

কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধের যষ্টিটিতে স্বেচ্ছায় বা
অনিচ্ছায় তাহার পা লাগিয়া গেল।
পড়িয়া যাইতেই অন্ধ আর্ত্তস্বরে
চীৎকার করিয়া উঠিল।

অন্ধ। অন্ধের লাঠি বাবা! দাও বাবা কুড়িয়ে!

সেবাব্রত ছুটিয়া তাহার লাঠি কুড়াইয়া দিতে গেল। সে কুড়াইতে যাইবে, কিন্তু দ্বিতীয় ছাত্রের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্ত্তী পদাঘাত, সট্ বা কিকে লাঠিটি কয়েক হস্ত দূরে চলিয়া গেল। সেবাব্রত উদ্ধত দৃষ্টি লইয়া তাহার দিকে চাহিল। ছাত্রেরা তাহার দিকে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে রুগ্ন অন্ধ টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। হাতের শিশি ভাঙিয়া গেল। ভাঙা কাঁচেহাত কাটিয়া গেল। যন্ত্রণায় অন্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল।

অন্ধ। বাবা, আমার শিশি বাবা! ওষুদের শিশি বাবা, ওষুদ নিতে এসেছি বাবা! বাবাগো, এ শিশি যে ভেঙে গেল, তোর ওষুদ এখন কিসে নিয়ে যাব রে বাপ? আমার নয়নের মণি, আমার অন্ধের যষ্টি, ওরে আমার সুরেন্দির রে! ওরে বাপ, তোর অসুখ—আর আমি ওষুদ নিয়ে যেতে পারলেম না রে! ওরে এ দুঃখ যে মরলেও আমার যাবে না রে—

সশব্দে দ্বারবানের সেই গোল কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। উদ্ধতভাবে
ক্ষিপ্রপদে দ্বারবান আসিয়া সজোরে অন্ধের ঘাড় ধরিয়া
গেটের বাহির করিয়া দিয়া বলিল—

এই হিঁয়া পরে চিল্লাচিল্লি মত্ করো! ই অস্পাত্তাল হ্যায়!

পুনর্ব্বার ফোকাস Silence Please এর উপরে

অন্ধ একদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাজপথ হইতে পুনর্ব্বার তাহার এক আর্ত্তধ্বনি শোনা গেল,—'ওরে সুরেন্দির বাপ রে'! সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠের ধ্বনি "গেল গেল", "এই, এই"! গণদাস গেটের দিকে অগ্রসর হইয়া কি দেখিয়া পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া বলিল—

গণদাস। Accident! মোটর চাপা পড়েছে!

সেবাব্রত সেইখানেই স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়াছিল। গণদাসের কথা শুনিবামাত্র ক্ষিপ্রপদে তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

সেবাব্রত। (বিকৃত কণ্ঠে) কি ব'ললেন ?

গণদাস। একটা Accident হ'ল! সেই লোকটা মোটর চাপা পড়েছে।

সেবাব্রত। (উত্তেজিত ভাবে) Accident! না না, এ আকস্মিক নয়, এ স্বেচ্ছাকৃত, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত···accident!···ঐ দেখুন, তার লাঠি, ঐ ভাঙা কাঁচ। দেখুন, দেখুন, এখনও ওখানে রক্ত, তাজা রক্ত, অন্ধের রক্ত! রক্তহীনকে যেখানে রক্ত দান করা হয়, সেখানে রক্তপাত! (গণদাসকে নাড়া দিয়া) আপনারা নীরব রয়ে গেলেন! কিছু বল্‌লেন না!

গণদাস। নিরুপায়!

নবকুমার। আমরা নূতন! এখানে যারা পুরোনো, তারাই যে এ কোরলে!

গণদাস। তাই নিরুপায়!

আশাময়। আমাদের চোখে যা নূতন ঠেকছে, তা হয়তো এখানে নূতন নয়, অতি পুরাতন, অতি সহজ!

গণদাস। তাই নীরব!

আশাময়। ব্যাপার এমন আর কি বিশেষ! অর্থনীতির দিক্ দিয়ে এ অন্ধ দেশের কোনোই উপকারে লাগছিল না! বরং অপকার, আর্থিক অপচয়! তাছাড়া surplus population, বর্দ্ধমান জনসংখ্যার কথাও ভাবতে হবে! সুতরাং, বিশেষ আর কি···মাত্র একটা অন্ধ।

ফোকাস—সেই পরিত্যক্ত লাঠি, কাঁচ ও রক্তে।

সেবাব্রত। অন্ধ, সমাজের অপব্যয়, বর্দ্ধমান জনসংখ্যা-সমস্যা! নূতন, তাই নিরুপায় ; চিরপুরাতন ঘটনা, তাই নীরবতা! না না, একি হতে পারে? এমন কোরে কি চিরদিন চলতে পারে? এই রক্তের ওপর সিংহাসন, এই নিরপরাধীর রক্তের ওপর সিংহাসন, এই অকারণ, নিষ্করুণ রক্তপাতের ওপর সিংহাসন! এই হাসপাতাল, এই সেবাসদন! এত নির্দয়তা এখানে—

এখন বেলা হইয়াছে। এক এক করিয়া অন্ধ, খঞ্জ, হস্তপদহীন শিশু, বৃদ্ধ, যুবক (নর ও নারী উভয় শ্রেণীর) রোগীব দল শিশি হাতে হাসপাতালের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মর্ম্মপীড়াকর দৃশ্য! পৃথিবীর যত ক্লেদ, যত ক্ষত, যত আবর্জ্জনা, সব যেন এক সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সুন্দর প্রভাতে মানুষ ইহাদের সহ্য করিতে পারে না। ইহাদিগকে চলিতে দেখিয়া সেই গোল কক্ষ হইতে দ্বারবান বাহিরে আসিয়া গেটের নিকট টুলে বসিয়া রুক্ষ স্বরে ইহাদিগকে বলিতে লাগিল—

দ্বারবান। এই, সব এক এক করকে যাও! এই বুড্ঢা বাত্ নেই শুন্তা, এই শালা বুড্ঢা! ফিন্ হল্লা করেগা তো দাঁত তোড়কে নিকাল দেগা!

বিভিন্ন রোগীর স্বর—"ওরে বাবা, অত জোরে টানিস নে রে বাবা, পায়ে লাগছে!...ওমা, তুমি কোথায়, অত দূরে যেও না মা!...বাবা, আর যে পারি নে, আরো কত দূর?...যন্ত্রণার এই শেষ নয় রে ভাই, আরো আছে!...খিদে পেয়েছে মা!...মনু মাগী!"...ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত বিচ্ছিন্ন কাতরাণীর স্বর।

সেবাব্রত। (উত্তেজিতভাবে) দেখুন, দেখুন, এই পৃথিবীর কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা! এরা বোবা, এদের মুখে ভাষা নেই, এরা কথা কইতে পারে না! এরা বেশী জোরে কথা কয় না, বেশী জোরে হাঁটে না, বেশী দূরে চায় না, বেশী দাবী করে না! শূন্যমুষ্টি বা অর্দ্ধমুষ্টি অন্নের বদলে পূর্ণমুষ্টি অন্ন! অসহ্য রোগ-যন্ত্রণার বদলে সামান্য একটু সহানুভূতি, একটু মিষ্ট কথা, একটু হাসি! এখানে এরা এই চায়!

আশাময়। আমি ভাবছি আমাদের ক্লাস আরম্ভ হবে কখন?

গণদাস। আমি ভাবছি Captain ব্যানার্জ্জী কখন আসবেন?

নবকুমার। মন্দ কি এ দৃশ্য! একটু চোখের জলযোগ!

ফোকাস—এই সব অশক্ত রোগীদের উপরে।

সেবাব্রত। (ইহাদের দিকে সহসা ফিরিয়া) দেখুন, এ চলবে না! এ হতে পারে না!

গণদাস। আমরা কি কোরতে পারি?

আশাময়। বড় শক্ত, বড় কঠিন কাজ!

নবকুমার। তাছাড়া আমার বাবা সরকারী ডাক্তার!

আশাময়। এই তো চলে আসছে, এই চল্‌বেও!

গণদাস। আমরা যে বড়ই নূতন!

সেবাব্রত। নূতন, নূতন বলেই না এ দৃশ্য আজ বিসদৃশ ঠেকছে! তাই না এর বিরুদ্ধে যেতে মন চাইছে! নূতনেরই তো অভিযান কোরতে হবে! যারা গেছে, যারা আছে—তারা কি জানবে পৃথিবীর নব নব স্পন্দনের কথা? কি বুঝবে তারা? তারা বিবর্ণ, তারা রসহীন, তারা প্রাণহীন! দেখুন, এই দুটি গোলাপ, এটি নূতন, এটি পুরাতন।

(দুটি গোলাপ দেখাইয়া, কচি গোলাপটি অজ্ঞাতে ছিঁড়িয়া লইয়া)

দেখুন, এই কচি গোলাপ, এর কত দীপ্তি, কত গন্ধ—

আর দুইটি পুরাতন ছাত্র গল্প করিতে করিতে প্রবেশ করিল

প্রথম। জানুয়ারীতেই তো কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব হবে, না?

দ্বিতীয়। হ্যাঁ।

প্রথম। উঃ, কি wonderful! দেখতে দেখতে এ কলেজের বয়েস একশো বছর হতে চল্‌লো!

দ্বিতীয়। বাঙ্‌লার একটা অতি প্রাচীন কলেজ!

প্রথম। এবং শ্রেষ্ঠ!

দ্বিতীয়। এবং বিশ্ববিশ্রুত!

প্রথম। শ্রেষ্ঠ শিক্ষার একমাত্র স্থান!

দ্বিতীয়। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসার একমাত্র স্থান!

প্রথম। শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল!

দ্বিতীয়। শ্রেষ্ঠ কলেজ!

প্রথম। তুলনাহীন!

দ্বিতীয়। সুতরাং তুলনাহীন শতবার্ষিকী উৎসব কোরতেই হবে!

প্রথম। তাতে অনেক টাকার দরকার!

দ্বিতীয়। চাঁদা আস্‌বে! নাম রাখবার জন্যে বড়লোকেরা চাঁদা দেবে, নাম করবার জন্যে আরো অনেক হবু বড়লোক দেবে, আমরা দেব, প্রফেসাররা দেবে। তাছাড়া মাথাপিছু প্রত্যেক রোগীর কাছ থেকে এক টাকা—দৈনিক যত রোগী আসবে, যাবে!

তাহারা কথা কহিতে কহিতে সেবাব্রতদের অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। ইহারা এই দুই পুরাতন ছাত্রের কথা শুনিতেছিল। সেবাব্রত অজ্ঞাতে তাহার হাতের ফুল তাহার নাকের কাছে ধরিয়াছিল। চলিতে চলিতে সহসা দ্বিতীয় ছাত্রটির দৃষ্টি এই দিকে গেল। অম্‌নি সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতীয়। হাঁ—হাঁ, ওকি! ওকি কোরছেন?

সেবাব্রত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

দ্বিতীয়। ফেলে দিন, ফেলে দিন, কি সর্ব্বনাশ!

সেবাব্রত। আমাকে বলছেন?

দ্বিতীয়। কাকে বল্‌ছি তবে? ও কি কোরছিলেন আপনি?

সেবাব্রত। ফুল—

দ্বিতীয়। ফুল শুঁকছিলেন!

প্রথম। (সুর করিয়া)

"নাকের গোড়ায় ফুল
ধরা অতিশয় ভুল
যেতে পারে নাসিকায় পোকা!
তায় রোগ হতে পারে
তাই বলি বারে বারে
ধরো না ধরো না তুমি খোকা!"

দ্বিতীয়। জানেন, ফুলের গন্ধ নিলে কি হয়? ফুলের ভেতর জীবাণু থাকে, অসংখ্য, লক্ষ লক্ষ জীবাণু! জীবাণু আপনার নিশ্বাসের সঙ্গে আপনার দেহে প্রবেশ করবামাত্রই তার বংশবৃদ্ধি কোরতে আরম্ভ করে। আর সেই সঙ্গে তাদের নিজেদের দেহের আবর্জ্জনা, অর্থাৎ মল-মূত্র এই সব বিষাক্ত পদার্থ পরিত্যাগ কোরতে থাকে। এই বিষাক্ত পদার্থকে বলে Toxin। এই Toxinএর রক্ত ধ্বংস করবার ক্ষমতা অতি প্রবল। শুধু ধ্বংস করে না, রক্ত দূষিতও করে! এর একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে Anti-Toxin Serum Injection। ডক্টর পাস্তর, ডক্টর কক্, ও ডক্টর বেহরিন—এঁরাই হচ্ছেন এ

মতবাদের প্রবর্ত্তক। এ সম্বন্ধে যদি বেশী জানতে চান, তবে Ruddock-এর "Vade mecum", edition 1923, chapter "Vaccine and Sera" পড়বেন।

প্রথম। 'Lancet' আর 'Clinique' কাগজেও এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাও পড়ে দেখবেন। আপনারা কি—

গণদাস। আমরা নূতন!

দ্বিতীয়। ও, তাই! খবর্দ্দার আর কখনো কোরবেন না!

সেবাব্রত হাত নামাইয়া বিস্মিত হইয়া সব শুনিতেছিল। ইহারা একটু অগ্রসর হইলে সে হাত তুলিয়া হাতের ফুল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের সহিত দেখিতে লাগিল। চলিতে চলিতে দ্বিতীয় ছাত্রটি মুখ ফিরাইয়া বলিল—

দ্বিতীয়। 'Lancet' আর 'Clinique' হচ্ছে চিকিৎসাবিষয়ক কাগজ।

প্রথম। আমাদের কাগজ!

তাহারা চলিয়া গেল। ছাত্র দুইটির দিকে সেবাব্রত কিছুকাল বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, পরে হাতের ফুলটির দিকে চাহিল, পরে সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া ঢোক গিলিয়া বলিল—

সেবাব্রত। ফুল! ফুলে জীবাণু! এমন সুন্দর ফুল…

গণদাস মুখস্থ করা গৎ আওড়াইল—"যাহারা চন্দ্রে কেবল কলঙ্ক দেখে, গোলাপে কেবল কণ্টক দেখে—"

আশাময়। Captain ব্যানার্জ্জীর আসবার সময় হয়েছে!

গণদাস। বেশ বললে কিন্তু! ফুলে কীটাণু; লক্ষ লক্ষ কীটাণু;… তাদের দেহের বিষ,…রক্তহানি,… তারপর ইনজেকশন, কি যেন ওষুধের নামটা বললে—

আশাময়। Captain ব্যানার্জ্জী—

নবকুমার। সাতটা বাজতে দশ। দশ মিনিট বাকী!

সেবাব্রত। জীবাণুর ভয়ে ফুলের অনাদর! এমন অসম্ভব কথা কেউ কখনো শুনেছে কি! তাই যদি হয়, কেন তবে এখানে ফুল রেখেছে?

নবকুমার। আঁখির নেশা! দেখ্‌তে ভাল!

আশাময়। না। বোধ হয় experiment করবার জন্যে!

সেবাব্রত। এরা এই দৃষ্টি নিয়ে ফুল দেখে!

গণদাস। দেখে না!

এখন আরো বেলা হইয়াছে। দলে দলে ছাত্র, রোগী, নার্স, অ্যাম্বুলেন্স-কর্ম্মচারী, কুলী রোগীর আত্মীয় ও বন্ধু যাইতেছে। দুইটি ছাত্র প্রায় গণদাসের গা ঘেঁষিয়া গেল। ছাত্রেরা ছাত্র ও নার্সকে দক্ষিণহস্ত ঈষৎ উর্দ্ধে তুলিয়া অভিবাদন করিতেছে। অস্ফুট গুঞ্জন, চাপা হাসি ও ব্যস্ততা।

সেবাব্রত। জীবনে এই প্রথম আমি ফুল অনাদৃত হতে দেখলুম।

হাতের ফুলটি প্রায় চোখের নিকট লইয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময় অদূরে মোটরের ইলেক্‌ট্রিক হর্ণ দুইবার তীব্রস্বরে বাজিয়া উঠিল। অমনি পথচারীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই তাড়াতাড়ি যাইতেছে, সকলেরই মুখে অস্ফুট ধ্বনি—"Captain ব্যানার্জ্জী"। সেবাব্রতরা ফিরিয়া গেটের দিকে চাহিল। গেটের দ্বারবান দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাহাকে সেলাম করিল। প্রবেশ করিল Captain ব্যানার্জ্জী। ইউরোপীয় পোষাকে ভূষিত। দীর্ঘাকৃতি। জোরে হাঁটেন, জোরে কথা বলেন. সাহেবী মেজাজ, সাহেবী কায়দার লোক। ব্যানার্জ্জী যাইতে যাইতে সেবাব্রতের হাতে ফুল দেখিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। পরে রুক্ষস্বরে বলিলেন—

ব্যানার্জ্জী। Have you seen that? তুমি ওটা দেখেছ?

অনতিদূরে বাগানের মধ্যে কালো একটি ক্ষুদ্র বোর্ডের উপর ফোকাস পড়িল। বোর্ডটি ভূমি হইতে প্রায় এক ফুট উচ্চ। উহাতে প্রথমে ইংরেজীতে লেখা, পরে বাঙ্‌লায়—

Plucking flowers is strictly prohibited

ফুল ছিঁড়িবার অনুমতি নাই।

একটা ঢোক গিলিয়া সেবাব্রত একবার ফুলটির দিকে, আর একবার
সেই বোর্ডের দিকে চাহিল। গণদাস প্রভৃতি
রীতিমত নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছে।

ব্যানার্জ্জী। কথা কইছ না কেন ? তুমি কি বোবা ?

বলিয়া গণদাস প্রভৃতির দিকে চাহিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ হাত
তুলিয়া নমস্কার করিল।

গণদাস, আশাময়, নবকুমার সমস্বরে। নমস্কার স্যর !

প্রতিনমস্কার স্বরূপ ব্যানার্জ্জীর মাথা নত হইল কি না বুঝা গেল না।

ব্যানার্জ্জী। (সেবার প্রতি) কি হে, তুমি কি বোবা ?

সেবাব্রত। ফুল—

ব্যানার্জ্জী। হাঁা, তা ফুল ছিঁড়েছ কেন ?

সেবাব্রত। ভাল লেগেছে—

ব্যানার্জ্জী। ভাল লেগেছে ! ··Nonsense ! ফুলের মতো ফুল আছে, লোকের মতো লোক আছে—এতে আবার ভাল লাগালাগি কোত্থেকে আসে ? Nonsense !

সেবাব্রত। কটূক্তি কেন কোরছেন স্যর ?

ব্যানার্জ্জী। চুপ, nonsense ! কথা কৈতে জান না, অভদ্র ! I will prosecute you ! বিনানুমতিতে ফুল তোলবার জন্য আমি তোমায় অভিযুক্ত কোরবো ! কে তুমি ? তোমার নাম কি ?

আশাময়। স্যর, আমরা সব ফার্ষ্ট ইয়ার স্যর !

ব্যানার্জ্জী। তা এখানে সব কি কোরছ ? ক্লাশ নেই ? আড্ডা !

আমার কলেজে discipline ভাঙ্‌লে তাকে তক্ষুণি তাড়িয়ে দেওয়া হয়! Nonsense! ক্লাসে যাও সব!

আশাময়, নবকুমার, ও গণদাস সেই অট্টালিকার দিকে চলিয়া গেল, সেবাও যাইতেছিল, কিন্তু ব্যানার্জ্জীর হাতের ইশারায় সে নিরস্ত হইল।

। (রুক্ষস্বরে) প্রথম দিনই তুমি আমার কলেজের আইন অমান্য কোরেছ, এর জন্য তোমাকে শাস্তি গ্রহণ কোরতে হবে! এস আমার সঙ্গে!

তাহারাও সেই দিকে চলিয়া গেল। Captain ব্যানার্জ্জী জোরে জোরে পা ফেলিয়া আগে চলিতে লাগিলেন, তাহার পিছনে সেবাব্রত ফাঁসীর আসামীর মতো অনিচ্ছুক পদচালনা করিতে করিতে চলিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হাসপাতালের একটি কক্ষ। ক্ল্যাশও হয়, রোগী দেখাও হয়, ঔষধাদি দেওয়া হয়, Captain ব্যানার্জ্জীর খাসকামরারূপেও ব্যবহৃত হয়। খানকয়েক লম্বা ডেস্ক ও বেঞ্চ (স্কুলের মতো), তাহার সম্মুখে একটি চেয়ার ও ক্ষুদ্র টেবিল। কক্ষের দক্ষিণদিকে অপর কক্ষে একটা Operation টেবিলে শ্বেতবস্ত্রে আবৃত একটি মৃতদেহ। তাহার বিপরীত দিকে কাঁচের জানালা। জানালা বন্ধ, তবু আলোর অভাব নাই। এই কক্ষের বিপরীত দিকে একটি টেবিল ও চেয়ার। টেবিলে স্তূপীকৃত খাতা কাগজ। এখানে Head clerk বসিয়া কাজ করেন। তাহারই পরে মস্ত এক লম্বা টেবিলে বিবিধ রকম ঔষধের শিশি, ছোট, বড়, মাঝারি, মেজার গ্ল্যাশ, নিক্তি, কাঁচের ফানেল প্রভৃতি। এখানে রোগীদিগকে ঔষধ দেওয়া হয়। কম্পাউণ্ডার ও হেড ক্লার্ক এখন অনুপস্থিত। দেওয়ালে নানাপ্রকার নরদেহের বিভিন্ন অংশের ছবি। একটি সম্পূর্ণ skeletonএর ছবি শিক্ষকের আসনের অতি নিকটে ঝুলিতেছে। একদিকে একটা নরকঙ্কালের মস্তক সযত্নে রক্ষিত।

Operation টেবিলের নিকট আর একটা ক্ষুদ্র টেবিলে মড়া কাটিবার নানাপ্রকার অস্ত্র ঝকমক করিতেছে। একটি wash stand ও তোয়ালে তাহার নিকট আছে। শিক্ষকের টেবিলের উপর দোয়াত ও কলম, ও উন্মুক্ত রেজিষ্ট্রি খাতা। বেঞ্চগুলিতে সেবাব্রত, আশাময়, নবকুমার, ও গণদাস ব্যতীত আরো জনদশেক ছাত্র বসিয়া আছে। ডেস্কে তাহাদের খাতা বই। সেবাব্রত এক কোণে বসিয়া, আশা, নব ও গণ একত্রে। Captain ব্যানার্জ্জী Roll Call করিতেছেন। পর্দ্দা অতি ধীরে উঠিতেছে। পর্দ্দা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই Captain ব্যানার্জ্জীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ব্যানার্জ্জীর কণ্ঠস্বর—সুধাময় ঘোষ!

একটা স্বর—Present sir!

ব্যানার্জ্জীর কণ্ঠস্বর—সৌভাগ্য চক্রবর্ত্তী!

একটা স্বর—Present sir!

ব্যানার্জ্জীর কণ্ঠস্বর—নবকুমার সেন

পর্দ্দা সম্পূর্ণ উঠিল।

নবকুমার (দাঁড়াইয়া)—স্যর, Present স্যর!

ব্যানার্জ্জী চক্ষু তুলিয়া নবকুমারকে দেখিয়া লইল।

ব্যানার্জ্জী। আশাময়—

আশাময় দাঁড়াইয়া—Present স্যর, Present!

ব্যানার্জ্জী। Nonsense! নাম শেষ না হতেই উত্তর দাও কেন? সভ্যতা জান না?

নত শিরে আশাময় দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্যানার্জ্জী। Sit down! গণদাস দত্ত!

গণদাস দাঁড়াইয়া—yes স্যর!

ব্যানার্জ্জী। Yes স্যর? Nonsense. বল্‌বে 'Present' স্যর! এটা কলেজ, ইয়ার্কী দেবার জায়গা নয়!

গণদাস বসিল।

ব্যানার্জ্জী। সেবাব্রত দাস!

সেবাব্রত নীরবে দাঁড়াইল।

ব্যানার্জ্জী। সেবাব্রত দাস!

বলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন সেবাব্রত দাঁড়াইয়া।

ব্যানার্জ্জী। সেবাব্রত তোমার নাম?

সেবাব্রত। আজ্ঞে হ্যাঁ!

ব্যানার্জ্জী। তবে উত্তর দিচ্ছ না কেন? বোবা নাকি তুমি, nonsense! দাঁড়াও, দাঁড়াও...তুমিই না তখন ফুল ছিঁড়েছিলে?

নীরবে সেবাব্রত ঘাড় নাড়িল।

ব্যানার্জ্জী। খবর্দ্দার আর কখনও করো না, তাহলে খুব কঠিন শাস্তি পেতে হবে!

বলিতে বলিতে তিনি রেজেষ্ট্রি বন্ধ করিলেন। সেবা তখনও দাঁড়াইয়া। রেজেষ্ট্রি বন্ধ করিয়া ব্যানার্জ্জী মুখ তুলিতেই দণ্ডায়মান সেবাকে দেখিতে পাইলেন।

ব্যানার্জ্জী। হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে রইলে যে! যখন আমার সঙ্গে কথা কইবে, তখন উঠে দাঁড়াবে! কথা শেষ হলেই বসবে, বুঝলে? (বলিয়া অপর ছাত্রদের দিকে চাহিলেন। তাহারা ঘাড় নাড়িল। সেবার দিকে চাহিয়া, ব্যঙ্গের স্বরে) যেখানে এতদিন পড়াশুনা কোরে এলে, সেখানে কি এ সামান্য ভদ্রতাও শেখায় নি? কিন্তু আমার এখানে এ সব চলবে না! Discipline! যা বল্‌বো, মেনে চল্‌তে হবে! না মান্‌লে, বেরিয়ে

যেতে হবে! সোজা কথা! আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজ কোরতে হবে, বুঝলে? (নবকুমারের দিকে চাহিল। নবকুমারের গলা হইতে 'আজ্ঞে' বাহির হইতে হইতে হইল না।)

ব্যানার্জ্জী। শুধু 'আজ্ঞে' নয়, এখনি কোরতে হবে! আমি 'stand up' ও 'sit down' বলবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তাই কর! (উচ্চে) Stand up; Sit down! Stand up; Sit down! Stand up; Sit down!

তাঁহার কথামতো ছাত্রেরা বারবার তিনবার উঠিল ও বসিল।

ব্যানার্জ্জী। এখন আমার লেক্‌চার আরম্ভ হবে!

পকেট হইতে শুভ্র রুমাল বাহির করিয়া ঘাড়, গলা, কপাল, গাল, অহেতুক সজোরে মুছিতে মুছিতে তিনি চেয়ার ছাড়িয়া ছাত্রদের ডেস্ক্‌ ও তাঁহার টেবিলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পদচালনা করিতে করিতে লেক্‌চার আরম্ভ করিলেন। ছাত্রেরা খাতা খুলিয়া পেন্‌সিল হস্তে তাঁহার মুখনিঃসৃত অমূল্য ও অশ্রুত বাণীর অপেক্ষায়।

ব্যানার্জ্জী। 'ডাক্তারী' মানেই হচ্ছে ব্যাধির চিকিৎসা করা। মানুষের জীবনটা নানাদিক দিয়ে নানা ভাবে রহস্যাবৃত, কিন্তু একদিক দিয়ে দেখতে গেলে কোনো রহস্যই পাওয়া যায় না, কোনো হেঁয়ালীই খুঁজে পাওয়া যায় না। সে হচ্ছে এই চিকিৎসাশাস্ত্র! মানুষ ধার্ম্মিক, মানুষ পিশাচ, সে খুনী, সে জ্ঞানী,—তার মধ্যে মায়া-দয়া, স্নেহ-প্রীতি, কাম-ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য—কতই না বৃত্তি আছে! মানুষের কাছে মানুষ দুর্ব্বোধ্য, যেহেতু প্রতি মুহূর্ত্তেই তার মানসিক বৃত্তি, চিন্তাশক্তি, বাক্য ও ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সে দেখতে পাচ্ছে। এই জন্যই লোকে বলে মানুষ দুর্ব্বোধ্য, মানুষকে জানতে পারা যায় না! কিন্তু আমাদের এই চিকিৎসা-শাস্ত্রের কাছে মানুষ আদৌ দুর্ব্বোধ্য নয়, সে অতি সরল। কারণ

আমরা দেখেছি, প্রত্যেক মানুষকে কাটলে রক্ত, মাংস, চর্ম্ম, হাড়, মেদ ও মজ্জা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। কারণ আমরা বিচার কোরে পেয়েছি, সকল মানব-দেহে একই পদার্থ বিদ্যমান! Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, Sulphur, Phosphorus, Fluorine, Chlorine, Iodine, Silicon, Sodium, Potassium, Calcium, Magnesium, Lithium, Iron, Manganese, Copper, ও Lead ছাড়া মানুষের দেহে আর কোনো পদার্থই নেই! (ছাত্রেরা এই সব নাম টুকিতে লাগিল। কেবল সেবা বিস্মিত দৃষ্টিতে ব্যানার্জ্জীর দিকে চাহিয়া) সুতরাং মানুষকে আমরা কেন দুর্ব্বোধ্য ভাববো, কেনই বা তার জীবনকে রহস্যাবৃত মনে কোরবো! আমাদের কাছে ধার্ম্মিকও যেমন, চোরও তেম্‌নি, কশাইও যেমন, মহাকবি বাল্মিকীও তেম্‌নি! আমাদের কাছে সব মানুষই দুই টাকা, সাত আনা, চার পাই!

ছাত্রদের মধ্যে বিস্ময়সূচক ধ্বনি।

ব্যানার্জ্জী। দুই টাকা, সাত আনা, চার পাই! যে অনুপাতে Carbon, Hydrogen প্রভৃতি মানুষের দেহে আছে, তার দাম বাজার-দরে দুই টাকা, সাত আনা, চার পাই!

সেবাব্রত। স্যর—

সে প্রতিবাদসূচক কিছু বলিতে যাইতেছিল। ব্যানার্জ্জী হাতের ইশারায় তাহাকে নিরস্ত করিয়া দিল!

ব্যানার্জ্জী। দুই টাকা, সাত আনা, চার পাই! আমাদের কাছে মানুষের দাম এই!

রুমাল দিয়া প্রবলবেগে অ-দৃষ্ট ঘর্ম্ম মুছিতে লাগিল।

ব্যানার্জ্জী। ব্যাধি, ব্যাধি, ব্যাধি! যে দিকে চাইবে, দেখবে কেবল ব্যাধি! যে মানুষকে দেখবে, দেখবে তাতে ব্যাধি!

সেবাব্রত। স্যর—

সে পুনর্ব্বার কি বলিতে যাইতেছিল। পূর্ব্ববৎ হাতের ইশারায় তাহাকে নিরস্ত করিয়া ব্যানার্জ্জী বলিতে লাগিল।

ব্যানার্জ্জী। সুস্থ, নীরোগ মানুষ একটিও নেই! সবাই পীড়িত, সবারই মধ্যে ব্যাধি! যার ব্যাধি গা নাড়া দিয়ে ওঠে, সে ই আমাদের কাছে ছুটে আসে। লোকে তাকেই বলে রোগী! কিন্তু আমরা সব মানুষকেই বলি রোগী! কারণ দেহের এই যে বিচিত্র কলকব্জা, এ কখনই বরাবর ঠিকভাবে চল্‌তে পারে না, যেহেতু কোনো কলকব্জাই বরাবর ঠিক ভাবে চলে না! সুতরাং প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো দিক্ দিয়ে পীড়িত! তোমরা যাকে বল দার্শনিক, যাকে বল ঔপন্যাসিক, যাকে বল, কবি, আমরা তাদের বলি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের রোগী!

ছাত্রদের মধ্যে পুনর্ব্বার বিস্ময়সূচক ধ্বনি।

ব্যানার্জ্জী স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের রোগী! যেমন রবি ঠাকুর!

ছাত্রদের মধ্যে অধিকতর বিস্ময়সূচক ধ্বনি।

ব্যানার্জ্জী। যেমন রবি ঠাকুর! ধরো তাঁর একটা কবিতা! আমার সবটা মনে নেই অবশ্য :—

"আজি হতে শতবর্ষ পরে

কে তুমি পড়িছ বসে আমার কবিতাখানি কৌতুহলভরে" Etc.

একশো বছর পরে কি হবে, না হবে—তা আজ কেমন কোরে একটা লোক বলতে পারে? মানুষ যদি সর্ব্বজ্ঞ হত, তাহলে আর চিকিৎসা-

শাস্ত্রের দরকার ছিল না! মানুষ মানুষই, দানব বা দেবতা নয়! "আজি হতে শতবর্ষ পরে"ই বটে! All nonsense! রোগীর প্রলাপ! এ রোগীর স্নায়ু সুস্থ নয়, সুস্থ থাকলে ব্যবহারিক জগৎ ভুলে কখনও কাল্পনিক জগতে যেতে পারত না!

সেবাব্রত। স্যর, তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ কবি নন?

ব্যানার্জ্জী। তা জানিনে, তবে তিনি দীর্ঘকাল যে স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে ভুগছেন—এ হলপ কোরে বলতে পারি!

সেবাব্রত। স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য! তবে নোবেল প্রাইজ···বিশ্বকবি...

ব্যানার্জ্জী। Don't talk! আমার লেকচারে বাধা দিও না, শুধু শুনে যাও!

লোকে যাদের কবি বলে, আমরা তাদের বলি রোগী। সুতরাং লোকে যাদের বলে বিশ্বকবি, আমরা তাদের বলি বিশ্বরোগী!

সেবাব্রত ব্যতীত অপর ছাত্রেরা ইহা খাতায় টুকিয়া লইতে লইতে শেষ কথাটি অজ্ঞাতে নিম্নস্বরে উচ্চারণ করিল—'বিশ্বরোগী'।

সেই পূর্ব Skeletonএর চিত্রের নিকট অগ্রসর হইয়া Captain ব্যানার্জ্জী আবার বলিতে লাগিল।

ব্যানার্জ্জী। এই হচ্ছে মানুষ! দেখ্ছ কত হাড়, মাথার খুলি দেখছ কি মোটা! এইখানে থাকে Brain, মস্তিষ্ক! আমরা পরীক্ষা কোরে দেখেছি, সব মানুষের মস্তিষ্কে একই প্রকারের জিনিষ আছে! সুতরাং এই একটা প্রমাণ যে, মানুষে মানুষে পার্থক্য নেই! আমরা একটা প্রসিদ্ধ জুয়াচোরের মস্তিষ্ক পরীক্ষা কোরবো বলে রক্ষা কোরেছি। এ রকম পরীক্ষা আমাদের প্রায়ই হয়। এই দেখ হাত, এই আঙুল, এই গলা, এইখানে থাকে Lungs বা ফুসফুস, আর এই Heart, হৃদয়! আমাদের দেহে সর্ব্বদা রক্ত চলাচল কোরছে। চলাচল কোরতে কোরতে

যখন রক্ত এসে এই হৃদয়ের কাছে জমা হয়, তখন এক ধাক্কা দিয়ে হৃদয় এই রক্তটাকে সরিয়ে দিয়ে নিজের স্থান পরিষ্কাব করে। ঐ ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয় নড়ে ওঠে, তাতে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের হৃদয় চলছে। (সেবাব্রত ব্যতীত অপর ছাত্রেরা বুকে হাত দিয়া এ কথার সত্যতা অনুভব করিবার চেষ্টা করিল।) এই রক্ত তাড়ানোই হচ্ছে হৃদয়ের কাজ!

সেবাব্রত। রক্ত তাড়ান…হৃদয়ের কাজ?

ব্যানার্জ্জী। শুধু রক্ত তাড়ান, আর কিছু নয়!

সেবাব্রত। আর কিছু নয়…! স্নেহ-প্রীতি…

ব্যানার্জ্জী। ওসব স্নায়ুর ব্যাপার! Sensory nerves বলে এক রকম nerve অর্থাৎ স্নায়ু আছে, ওসব তাদের কাজ, হৃদয়ের নয়!

ছাত্রেরা পুনর্ব্বার টুকিয়া লইতে লইতে উচ্চারণ করিল "Sensory nerve"…"হৃদয়ের নয়"।

ব্যানার্জ্জী। এই হৃদয়ের ক্রিয়া যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তবে একটা ওষুদ দিয়ে তাকে আবার সচল করা যায়। ডক্টর Locke এই ওষুদ আবিষ্কার কোরেছেন বলে এই ওষুদের নাম দেওয়া হয়েছে Locke's solution। এই ওষুদ এই ভাবে তৈরী করা হয়:—

Pure distilled water……………………100c.c.
Sodium Chloride……………………………0·9 grammes
Potassium ,, …………………………… 0·042 ,,
Calcium ,, ………………………………0·048 ,,
Sodium Bicarbonate……………………0·02 ,,
Glucose……………………………………0-2 ,,

ছাত্রেরা পুনর্ব্বার টুকিতে টুকিতে উচ্চারণ করিল—"Glucose Zero point two grammes"।

সেবাব্রত। এতে বিকল হৃদয় সচল হবে স্যর!

ব্যানার্জ্জী। Doctor Locke বলেছেন, হয়!

সেবাব্রত। (উচ্ছ্বসিত স্বরে) স্যর, মৃত্যু তাহলে ফিরে যায় এ শাস্ত্রের কাছে! এ শাস্ত্র তবে কত মহৎ স্যর!

ব্যানার্জ্জী। মৃত্যু! মৃত্যু ফিরবে কেন? মৃত্যু যে স্বাভাবিক!

সেবাব্রত। অস্বাভাবিক নয় স্যর?

ব্যানার্জ্জী। নিশ্চয়ই নয়!

সেবাব্রত। একজন যুবক, নবীন যুবক, অকালে—

ব্যানার্জ্জী। অকালে নয়, যথাকালে! কেউই অকালে মরে না। Phosphorous ফুরিয়ে গেলেই, দেহযন্ত্র অচল হয়। জন্মের দোষে কারো phosphorous কম থাকে, কারো বা বেশী! যার কম থাকে, তাকেই লোকে বলে অকালে—

সেবাব্রত। তাহলে স্যর ঐ ওষুধে বিকল হৃদয়—

ব্যানার্জ্জী। ডক্টর Locke বলেছেন সচল হয়!

সেবাব্রত। ডক্টর Locke! আপনি দেখেন নি…

ব্যানার্জ্জী। Don't argue! তর্ক করো না! যা বলে যাই শোন, নয় বেরিয়ে যাও!

তার পরে এই যা দেখছ, একে বলে Stomach, পাকস্থলী! পাকস্থলী এক সঙ্গে আড়াই সের খাদ্য গ্রহণ কোরতে পারে।

আশাময়। আবে, আড়াই সের! স্যর, আমার কাকা স্যর, এক সঙ্গে স্যর একমণ রসগোল্লা খেতে পারেন স্যর। স্যর কি কোরে, স্যর?

ব্যানার্জ্জী। Nonsense! তা হতে পারে না! ডক্টর Gray তাঁর Anatomyতে একথা বলেন নি!

ছাত্রেরা টুকিয়া লইতে লইতে বলিল—"ডক্টর Gray বলেন নি"।

ব্যানার্জ্জী। এই abdomen, এইখানে থাকে liver, এই জানু, এই পা, এই পায়ের পাতা! ব্যস্ finished! এইবার তোমাদের দেখাব, এই হাড়ের ওপর কি কি পদার্থ থাকে। এ দেখতে হলে, তোমাদের উঠে আমার সঙ্গে আসতে হবে।

ব্যানার্জ্জী সেই Operation টেবিলের নিকট আসিলেন। ছাত্রেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া যেই Operation টেবিলের উপরিস্থিত বস্তু দেখিল, অমনি থমকিয়া যে যেখান ছিল, দাঁড়াইয়া গেল। তাহাদের দৃষ্টি আতঙ্কপূর্ণ। ব্যানার্জ্জী পিছন ফিরিয়া ছিলেন বলিয়া ইহা লক্ষ্য করেন নাই, ফিরিতেই এই দৃশ্য তিনি সর্ব্বপ্রথম দেখিলেন।

ব্যানার্জ্জী। এগিয়ে এস।

কেহই অগ্রসর হইল না।

ব্যানার্জ্জী। Nonsense! দাঁড়ালে কেন?

নবকুমার। ওটা কি স্যর?

ব্যানার্জ্জী। Dead body! মড়া!

ছাত্রগণ। (ভীতিজনক কণ্ঠে সমস্বরে) মড়া!!

ব্যানার্জ্জী। মড়া, তাতে কি? ভূত, না প্রেত! মাত্র একটা মানুষের মড়া! একে কাটতে হবে, কেটে দেখতে হবে, এতে কি আছে, কি নেই! এস এগিয়ে সব!

কেহই অগ্রসর হইল না।

ব্যানার্জ্জী। না দেখলে বুঝবে কি কোরে? এ লাইনে পড়তে গেলে, এ কোরতেই হবে! এস এগিয়ে সব!

কেহই অগ্রসর হইল না।

ব্যানার্জ্জী। Nonsenseদের কিছু বলেছি!

বলিয়া সম্মুখে সেবাকে পাইয়া তাহাকে সজোরে টানিয়া লইয়া টেবিলের
সন্নিকটে দাঁড় করাইল। নবকুমার অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল।
ব্যানার্জ্জী ভ্রূক্ষেপও করিল না। সেবার হাতে একটা
ধারাল অস্ত্র দিয়া বলিলেন,—

ব্যানার্জ্জী। ধর!

তাহার মুষ্টিতে গুঁজিয়া দিলেন। সেবা কাঁপিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি আতঙ্কগ্রস্ত।
ব্যানার্জ্জী মৃতের আবরণটি উন্মুক্ত করিয়া মৃতের বক্ষে সজোরে ছুরি চালাইলেন।
সেই মুহূর্ত্তে কক্ষের বিপরীত দিকের সেই কাঁচের জানালা বাতাসে খুলিয়া
গেল। বাহিরে এক বাড়ীতে রেডিওতে গান হইতেছিল। সেই
গানের কয়েকটি চরণ হাওয়ায় কক্ষে ভাসিয়া আসিল—

"দাও প্রেম, আরো প্রেম, আরো আরো আরো প্রেম
আরো প্রেমে মিলিবে দেখা"

ব্যানার্জ্জী বিরক্তি-বোধক দৃষ্টিতে প্রথমে জানালা পরে ছাত্রদের দিকে চাহিলেন।
ইচ্ছা, ছাত্রদের মধ্যে কেহ গিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিক্। কিন্তু
ছাত্রদের মধ্যে কাহারই এই লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সকলেই
(সেবাব্রতও) মুগ্ধ হইয়া গান শুনিতে লাগিল। গান
আবার চলিতে লাগিল—

"খোল দ্বার খোল, ওগো খোল
তার পানে আঁখি দুটি তোলো
তার প্রেমে আপনারে ভোলো,
তার প্রেমে রহ নিশি জাগি"।

এবার ব্যানার্জ্জী হাতের ছুরি সশব্দে রাখিয়া দ্রুত পা ফেলিয়া জানালার নিকট গিয়া সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ব্যঙ্গের স্বরে ছাত্রদের বলিলেন—

ব্যানার্জ্জী। মেয়েছেলের মতো সব হাঁ কোরে গান শুন্‌ছিলে, কেন গানে আছে কি? খালি ষাঁড়ের মতো চীৎকার! আমি বুঝতে পারি নে, গানের জন্যে লোকে কেন পাগল হয়? আরে, এ-ও যে একটা ব্যাধি! পেটে গ্যাস্ বেশী হলে কারো হয় flatulence আর কেউ বা গলা ছেড়ে দিয়ে চেঁচাতে বসে যায়, যাকে লোকে বলে গান! All nonsense!

প্রবেশ করিল হেড ক্লার্ক, পরে কম্পাউণ্ডার। দুইজনেই ব্যানার্জ্জীকে নমস্কার করিল। ব্যানার্জ্জী প্রতিনমস্কার করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে দেখিল কি না সন্দেহ। হেড ক্লার্ক নিজস্থানে বসিয়া অবিলম্বে খাতার স্তূপে ডুবিয়া গেল। কম্পাউণ্ডার টেবিল, শিশি প্রভৃতি মুছিতে লাগিল। ষ্টেজ অন্ধকার হইয়া গেল। ফোকাস পড়িল ডাক্তার ও ছাত্রদের উপর।

ব্যানার্জ্জীর কণ্ঠস্বর—এই হচ্ছে হৃদয়, heart। হৃদয়ের আকারটা কিছু conical। এ জিনিসটা হচ্ছে muscle-এর থলে। এর নাম হচ্ছে mediastinum, আর এর নাম হচ্ছে pericardium। হৃদয়টা ফুসফুসের পাশে এই মাঝের mediastinum-এ থাকে, আর pericardium দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

ফোকাস—ছাত্রদের বিস্মিত দৃষ্টিতে

বয়স্ক লোকের হৃদয়ের আকার, base থেকে apex পর্য্যন্ত প্রায় ১২ c. m.। পুরুষ লোকের হৃদয়ের ওজন হচ্ছে ২৮০ থেকে ৩৪০ গ্রাম, আর মেয়েদের হচ্ছে ২৩০ থেকে ২৮০ গ্রাম। এর বৃদ্ধি আছে, অনেক বয়েস পর্য্যন্ত বাড়তে থাকে।

ব্যানার্জ্জীর কণ্ঠস্বর নীরব। ফোকাস কম্পাউণ্ডার ও হেড ক্লার্কের উপর
কম্পাউণ্ডার তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মুদ্রা বাজাইবার সঙ্কেত
করিয়া মিনতি করিয়া অনুচ্চস্বরে—

দাদা!

হেড ক্লার্কও অনুচ্চস্বরে—কিছু নেই!

কম্পাউণ্ডার। বেশী নয দাদা, মাত্র (হাতের পাঁচটি আঙুল দেখাইল)

হেড ক্লার্ক। উঁ হুঁ।

ফোকাস ব্যানার্জ্জী'র উপর

ব্যানার্জ্জীর কণ্ঠস্বর—বাঁ দিক্কার atrium-এর ভিতরকার এই চারটি অংশ এখন পরীক্ষা কোরতে হবে। এদের নাম হচ্ছে—চারটে pulmonary veins-এর orifice, left atrioventicular orifice, Foramina venarum minimarum, Musculi pectinati ·

ব্যানার্জ্জীর কণ্ঠস্বর নীরব। ফোকাস কম্পাউণ্ডার ও হেড ক্লার্কের উপর।
কম্পাউণ্ডার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটা ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিল।
শিশিতে এক প্রকার তরল পদার্থ। শিশিটি
হেড ক্লার্ককে দেখাইয়া, চক্ষু টিপিয়া
প্রশ্ন করিল—

দাদা, হবে?

হেড ক্লার্ক। (প্রদীপ্তনেত্রে) কোথায় পেলে হে?

কম্পাউণ্ডার। ৪৭ নম্বর বেডে যে নিউমোনিয়া রোগী আছে, তার জন্যে কাল বরাদ্দ হয়েছিল।

হেড ক্লার্ক। নিয়ে এস, নিয়ে এস

কম্পাউণ্ডার শিশিটি লইয়া হেড ক্লার্কের নিকট আসিয়া তাহার হস্তে দিয়া
তাহার পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য হেড ক্লার্কের কার্য্য
ব্যানার্জ্জী দেখিতে না পায়। হেড ক্লার্ক এক চুমুকে শিশিটি
নিঃশেষ করিয়া কম্পাউণ্ডারের হাতে ফিরাইয়া দিয়া
চুমকুড়ি খাইয়া বলিল—

তোফা মাল!

কম্পাউণ্ডার। হবে না, নম্বর ওয়ান ভি, জি!

হেড ক্লাক ডেস্ক হইতে পাঁচ টাকার একটা নোট তাহার হাতে দিল

কম্পাউণ্ডার। মিস্ জুলিয়া⋯খুড়ি, ডাক্তার সাযেবের মেমসাহেব কেমন আছে দাদা?

হেড ক্লার্ক। সসস্, চুপ! শুন্‌তে পাবে!

কম্পাণ্ডার। যাই বল দাদা, বেড়ে লাট কিন্তু!

কম্পাউণ্ডার স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। ফোকাস ব্যানার্জ্জীর উপরে। ব্যানার্জ্জী
wash stand-এ হাত ধুইতেছে। ছাত্রেরা তাহাদের
নিজ নিজ স্থানের নিকট দাঁড়াইয়া অনুচ্চ-স্বরে
বাক্যালাপ করিতেছে। তোয়ালে দিয়া হাত
মুছিতে মুছিতে ব্যানার্জ্জী বলিল—

Silence! কথা বলো না!

ছাত্রেরা নীরব হইল। ষ্টেজ আলোকিত হইল। হেড ক্লার্ক আপন কাজে
অধিক মনোযোগী হইল। কম্পাউণ্ডার অধিক উৎসাহের সহিত
শিশি-বোতল ঝাড়িতে লাগিল। ব্যানার্জ্জী স্বস্থানে
ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন।

ব্যানার্জ্জী। এইবার তোমরা দেখবে সমাগত রোগীদের আমি কি ভাবে দেখি! এ-ও তোমাদের দেখতে হবে, কারণ এখানে সব জিনিসই

হাতে-কলমে শেখান হয়। আজ এখানে (টেবিলের উপরে একখণ্ড কাগজ দেখিয়া) দেড়শ রোগী উপস্থিত। আমার এক ঘণ্টার বেশী সময় নেই। সুতরাং রোগী পিছু আধ মিনিট কোরে দেখলে আমার লাগবে ৭৫ মিনিট, অর্থাৎ এক ঘণ্টা থেকে পনের মিনিট বেশী। সুতরাং আমাকে এ পনের মিনিট সেরে নিতে হবে। কেমন কোরে সারি, তাই দেখ!

সেবাব্রত। স্যর, আধ মিনিটে একটা রোগী দেখা হয়।

ব্যানার্জ্জী। না হলে উপায় কি? সারাদিন বসে তো আর আমি রোগী দেখতে পারি নে, আমার আরো অনেক কাজ আছে।

সেবাব্রত। এতে কি রোগীর ওপর সুবিচার হয় স্যর!

ব্যানার্জ্জী। হাঃ, সুবিচার আর অবিচার! যত সব ছোট লোক রোগী, তার আবার—

কিন্তু তুমি...don't talk! আমার সময় নষ্ট কোর না, আমার সময়ের অনেক দাম!—এই বেয়ারার!

(জনৈক তকমা আঁটা বেহারা প্রবেশ করিয়া)—হজৌর!

ব্যানার্জ্জী। বোলাও পেসেণ্ট্ লোঁগ্ কো!

বেহারা। বহুত আচ্ছা হজৌর!

সে প্রস্থান করিলে একদল রোগী (স্ত্রী-শিশু-বৃদ্ধ-যুবা) ঠেলাঠেলি করিয়া ব্যানার্জ্জীর নিকট সর্ব্বপ্রথম আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে বেহারা রুক্ষস্বরে বলিল—

বেহারা। এই, সব এক এক কর্‌কে যাও!

ব্যানার্জ্জী। (ছাত্রদের প্রতি) তোমরা সব এগিয়ে এস!

ছাত্রেরা টেবিলের সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্যানার্জ্জী। (এক কলম কালি তুলিয়া, একটা রোগীর দিকে চাহিয়া)—কি হয়েছে ?

১ম রোগী। পেটের এখানটা বাবু জ্বলে যায়—

ব্যানার্জ্জী। যাবে না, তাড়ি খাও গে যাও !

১ম রোগী। (কুণ্ঠিতভাবে) বাবু, তাড়ি তো আমি খাইনে !

ব্যানার্জ্জী। Nonsense ! কথা বলে সময় নষ্ট কোর না। পয়সা এনেছ ?

১ম রোগী। আজ্ঞে।

ব্যানার্জ্জী। দাও !

সে পয়সা দিলে, ব্যানার্জ্জী তাহাকে একখানা লিখিত কাগজ দিয়া বলিল—

ব্যানার্জ্জী। যাও, ওষুদ নাও গে !

সে রোগী সরিয়া গেল। আর একজন আসিল।

ব্যানার্জ্জী। কি হয়েছে ?

২য় রোগী। বাবু, চোখে কেমন কম কম দেখছি !

ব্যানার্জ্জী। চোখে কম দেখছ, তা এখানে কি ? চশমা নাও গে যাও !

২য় রোগী। অত পয়সা নেই বাবু !

ব্যানার্জ্জী। তবে বাড়ী যেয়ে চুপচাপ থাক গে !

সে রোগী সরিয়া গেল

ব্যানার্জ্জী। (ছাত্রদের প্রতি) যত nonsense সব আমাদের দেশে ! পয়সা নেই, তবে আবার চিকিৎসা কোরতে সাধ যায় কেন ?

ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িল

সেবাব্রত। স্তব, দরিদ্রদেব জন্যই তো দাতব্য চিকিৎসালয়!

ব্যানার্জ্জী। তাই বলে ওষুদের দাম, ডাক্তারের ভিজিট দিতে হবে না?

সেবাব্রত। তবে দাতব্য—

ব্যানার্জ্জী। হ্যাঃ দাতব্য! 'দাতব্য' কথাটা সাপের খোলস। যাও, বোক না! Don't talk,..যখন আমি কাজ কোরবো! Next...। কি হযেছে হে।

৩য় রোগী। বহুত বোথাব বাবু, শিরমে দরদ—

ব্যানার্জ্জী। পযসা লাযা?

৩য় রোগী। জী হাঁ। (পযসা দিল)

ব্যানার্জ্জী। এই লেও! (তাহার হাতে লিখিত কাগজ দিল)

৩য় রোগী। বাবু, হাঁত জেরা দেখিযে!

ব্যানার্জ্জী। চিল্লাও মৎ! Nonsense, Get out!

সে বিষণ্ণ হইয়া সরিয়া গেল

ব্যানার্জ্জী। Next। কি হয়েছে হে?

৪র্থ রোগীর মুখ দিয়া গড় গড় করিয়া একপ্রকার ধ্বনি উত্থিত হইল। ব্যানার্জ্জী মুখ তুলিয়া চাহিল। ব্যানার্জ্জী টেবিলের ড্রয়ার হইতে Stethoscope বাহির করিয়া রোগীর বুকে, পিঠে লাগাইয়া, মুখ গম্ভীর করিয়া Stethoscope রাখিয়া লিখিতে বসিল।

আশাময়। স্যর, এর কি রোগ স্যর?

ব্যানার্জ্জী। এ একটা N. Y. D. case হে!

আশাময়। N. Y. D. case কি রোগ স্যর?

ব্যানার্জ্জী। Not yet diagnosed—যে রোগ এখন পর্য্যন্ত ধরা যায় নি! (অনুচ্চস্বরে) এমন সব রোগীকে কি কোরতে হবে? ফিরিয়ে দিলে তো চলবে না! তাতে নাম থাকবে না। সুতরাং তাকে এই একটু সিরাপ, একটু মিষ্টি ওষুদ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে হবে! (প্রকাশ্যে) ওহে বাপু, তোমাকে হাসপাতালে থাকতে হবে! Head clerk!

হেড ক্লার্ক। স্যর (দাঁড়াইল)।

ব্যানার্জ্জী। একে ভর্ত্তি কোরে নাও!

হেড ক্লার্ক। যে আজ্ঞে স্যর! এই, এদিকে এস!

রোগীটি তাহার নিকটে গেল

ব্যানার্জ্জী। (ছাত্রদের প্রতি অনুচ্চস্বরে) এটা তোমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, হাসপাতাল দাতব্যখানা নয়! হাসপাতাল হচ্ছে experiment করবার, গবেষণা করবার জায়গা! আরো স্মরণ রাখবে যে, দু' একটা দরিদ্র রোগী বাঁচলে মরলে নাম-যশের কোনো হানি হয় না, সুতরাং তাদের ওপরই experiment কোরবে! এই যে রোগীটাকে ভর্ত্তি কোরে নিলুম, তোমরা কি মনে কোরেছ একে বাঁচাবার জন্যেই ভর্ত্তি করা হল?

সেবাব্রত। (আহতস্বরে) স্যর—

হাতের ইশারায় তাহাকে নিরস্ত করিয়া ব্যানার্জ্জী বলিল—

ব্যানার্জ্জী। তা যদি মনে কোরে থাক তো ভুল কোরেছ, মহা ভুল! একে টুকরো টুকরো, খণ্ড-বিখণ্ড কোরে কাটা হবে, কেটে

দেখা হবে, কেন, কি জন্তে ওর অমন হয়েছিল? তাই নিয়ে আলোচনা হবে, গবেষণা হবে, রিসার্চ্চ হবে, আমাদের কলেজের যশ হবে, দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য ছাত্র জ্ঞান আহরণ কোরতে এখানে ছুটে আসবে!

সেবাব্রত। (কম্পরুদ্ধ কণ্ঠে) না-না স্যর, বলুন স্যর, যা বল্‌লেন সব মিথ্যে, সত্য নয়, এক বর্ণও নয়!

হাতের ইশারায় তাহাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া
ব্যানার্জ্জী বলিল

ব্যানার্জ্জী। Sentimental nonsense! তোমাদের মতো কোমল হৃদয়ের যুবক করুণার পাত্র! Next! কি হয়েছে হে তোমার?

ষ্টেজে ব্যানার্জ্জীর দিক্‌কার এই অংশ অন্ধকার হইয়া গেল। ব্যানার্জ্জীর কণ্ঠস্বর
নীরব হইল। কম্পাউণ্ডার যেখানে ঔষধ দিতেছে, সেই স্থান
অধিকতর আলোকিত হইল। প্রকাণ্ড এক বোতল হইতে
একপ্রকার তরল পদার্থ একটা শিশিতে ঢালিয়া
কম্পাউণ্ডার হাঁকিল—

—অনাথ!

নিকটস্থ একটা রোগী উত্তর দিল—আজ্ঞে, এই যে!

কম্পাউণ্ডার। এই নাও, দিনে তিনবার!

রোগী। আজ্ঞে বাবু, এ যে জল!

কম্পাউণ্ডার রুদ্রস্বরে। ঐ জন্সই গেল গে যাও! পয়সা আছে? থাকে তো দাও, খাঁটি ওষুধ পাবে!

কপালে করাঘাত করিয়া রোগীটি সরিয়া গেল। সেই স্থান একটু অন্ধকার হইয়া আসিল। হেড ক্লার্কের স্থানটি অধিকতর আলোকিত হইল। হেড ক্লার্ক পূর্ব্বের সেই ৪র্থ রোগীটির পকেট হাতড়াইয়া কয়েকটা টাকা ও রেজকী বাহির করিল। রোগীটি আকুল নেত্রে দুর্ব্বোধ্য স্বরে কি যেন বলিল।

হেড ক্লার্ক। যা বেটা যা, বক্‌বক্ করিস নে! হাসপাতালে থাকতে পাচ্ছিস, এই তোর ভাগ্যি! (আপন মনে) এই তিন টাকা সাত আনার মধ্যে, সাত আনা হাসপাতাল পাবে, আর বাকী—

বক্রী তিন টাকা সে পকেটস্থ করিল।
এই স্থান একটু অন্ধকার হইয়া আসিল। ব্যানার্জ্জী ও রোগীদের স্থান
পূর্ব্বের মতো আলোকিত হইয়া উঠিল

ব্যানার্জ্জী। Next, next, জল্‌দি!

একটা বেহারা আসিয়া দ্বারদেশ হইতে হাঁকিল—স্যার শঙ্করীপ্রসাদ সিংহ আপ্‌কো সেলাম দিয়া।

শুনিবামাত্র ব্যানার্জ্জী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

ব্যানার্জ্জী। কে, স্যর শঙ্করীপ্রসাদ? নিয়ে এস, নিয়ে এস, জল্‌দি!

বেহারার প্রস্থান

(রোগীদের প্রতি) এই, তোমরা আজ যাও! আজ আর হবে না! (রোগীদের মধ্যে হতাশার অস্ফুট কাতর আর্ত্তনাদ উঠিল) ওহে দেখ, (ছাত্রদের প্রতি) তোমরা এখন বাইরে গিয়ে দেখ শোন-গে যাও! খবর দিলে পরে এস! স্যর শঙ্করীপ্রসাদ হচ্ছেন আমাদের হাসপাতালের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক, এককালীন দশহাজার টাকা দান কোরেছেন হাসপাতালের উন্নতির জন্যে! ইনি বড় একটা এখানে আসেন না।

আজ হঠাৎ কি মনে কোরে—! হ্যাঁ, যাও, তোমরা যাও! (ছাত্রদের প্রস্থান)। ওহে দেখ (clerk ও compounderএর প্রতি) তোমাদের এখন থাকাটা ঠিক হবে না, তোমরাও এখন যাও!

তাহাদের প্রস্থান

ব্যানার্জ্জী নিজের পোষাক, টাই প্রভৃতি সুবিন্যস্ত করিতে লাগিল।

সেই বেহারার প্রবেশ

বেহারা। আইয়ে—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্যর শঙ্করীপ্রসাদের প্রবেশ। স্যর শঙ্করীপ্রসাদ অধিকাংশ স্যর-এর মতোই স্থূলকায়, কোট-পেণ্টালুনে আবৃত। স্যর ঘরের ভিতরে এক পা দিয়াই অনুগ্রহের স্বরে বলিয়া উঠিলেন

স্যর শঙ্করী। Hallo Doctor!

ব্যানার্জ্জী। (ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে অগ্রসর হইয়া) আসুন স্যর, আসুন! আজ আমাদের কি সৌভাগ্য (কর যোড় করিয়া) ভোর বেলাতেই আপনার মতো একজন পুণ্যাত্মার দর্শন পাওয়া গেল। আপনার পদধূলি পেয়ে আমাদের এ নরনারায়ণ সেবাসদন আজ—! কিন্তু কি সৌভাগ্য, সেইটেই আমি ভুলতে পারছিনে! আসুন স্যর, বসুন!

বসিবার জন্য নিজের চেয়ার আগাইয়া দিল

স্যর শঙ্করী। তুমিও বোস ডাক্তার!

ব্যানার্জ্জী। (জিভ কাটিয়া, পূর্ব্ববৎ করযোড়ে) অপরাধী কোরবেন না স্যর! আপনাদের সঙ্গে কি আমরা—

স্যর শঙ্করী। রেখে দাও তোমার ওসব এটিকেট্! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কথা কইবে? নাও, নাও, বোস!

ব্যানার্জ্জী। (হেড ক্লার্কের পরিত্যক্ত চেয়ার টানিয়া আনিতে আনিতে) এই জন্যেই স্যর বিশ্বজোড়া আপনার এত নাম-যশ! এত উদারতা, এত বদান্যতা যাঁর—

চেয়ারে বসিল

স্যর শঙ্করী। হাসপাতাল কেমন চলছে?

ব্যানার্জ্জী। আজ্ঞে আপনাদের দশজনের অনুগ্রহে কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। এত অভাব, এত অভিযোগ, তবু দেখুন স্যর আমরা এই মন্দার বাজারে আরো দুটো বেড্ বাড়িয়েছি, তিনজন নার্স বাড়িয়েছি—

স্যর শঙ্করী। বল কি, তুমি তো খুব উদ্যোগী পুরুষ দেখছি! কেমন কোরে কি কোরলে হে?

ব্যানার্জ্জী। আজ্ঞে স্যর, নানান্ দিকে ব্যয়-সংক্ষেপ কোরতে হয়েছে! রোগীদের ঘরে রাত আটটার পরে আর আলো রাখবার কি দরকার? ওদিক দিয়ে কিছু ক'ম্‌ল! তারপর কুষ্ঠ-রোগীদের যে দুধ দিয়ে ধোয়ান হয়, সে দুধটা অনর্থক ফেলে না দিয়ে বরফওলাদের বেচে কিছু এল! অবশ্য Disinfect ক'রে দেওয়া হয়। এমনি কোরে সাত-পাঁচ জড়িয়ে স্যর—

স্যর শঙ্করী। তবে তো বড়ই টানাটানিতে তোমাদের চলছে হে! আচ্ছা, দাতার লিষ্টে তুমি আমার নামে আরো পাঁচ হাজার লিখতে পার! আমি বাড়ী গিয়েই চেক্ পাঠিয়ে দেব!

ব্যানার্জ্জী (উচ্ছ্বসিত হইয়া)—ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন স্যর! এই সব দরিদ্র রোগীদের আপনারা না দেখলে, আর কে দেখবে? এদের ভাল-মন্দ, ইষ্ট-অনিষ্ট সব আপনাদেরই ওপর নির্ভর করে স্যর! আপনারাই এদের মা-বাপ! কি ব'লে আপনাকে এদের তরফ

থেকে ধন্যবাদ দেব স্যর, ভেবে উঠ্‌তে পারছি নে! ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন স্যর আর কি বলবো!

স্যর শঙ্করী। ওহে ডাক্তার, আমার শ্যালী মল্লিকাও এসেছেন!

ব্যানার্জ্জী (তড়িৎগতিতে লাফাইয়া উঠিয়া)—বলেন কি! কি সৌভাগ্য! কোথায় তিনি?

স্যর শঙ্করী। ব্যস্ত হয়ো না! বোস!

ডাক্তার বসিল

স্যর শঙ্করী। দেখ ডাক্তার, আমার শ্যালীকে নিয়ে বাড়ীতে আর কিছুতেই এঁটে উঠছি নে! এবার ভাবছি ওকে হাসপাতালে রাখবো!

ব্যানার্জ্জী। কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! আপনাদের মতো বড় ঘরের রোগী যদি আমাদের এখানে দয়া কোরে থাকেন,—কি আনন্দের কথা, কি সুনামের কথাই না হয়! স্যর, এটা আপনাকে জোর কোরে বল্‌তে পারি, আমাদের এখানে যত ডাক্তার আছে, যত নার্স্‌ আছে—তাদের প্রাণপণ সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসায় আপনার শ্যালী দুদিনে সুস্থ হয়ে উঠ্‌বেন! (ডাক্তারী স্বরে) কি অসুখ স্যর, তাঁর?

স্যর শঙ্করী। অসুখ তো কিছু নেই, অসুখ সৃষ্টি কোরতে হবে!

কথা কহিবার সময় কড়িকাঠের দিকে চাহিলেন, কথা বলিয়া আড়চোখে ডাক্তারের দিকে চাহিলেন

ব্যানার্জ্জী। (বুঝিতে না পারিয়া বলিল) আজ্ঞে!

স্যর শঙ্করী। তাকে অসুস্থ কোরতে হবে!

ব্যানার্জ্জী। আজ্ঞে, হাসপাতালে!

স্যর শঙ্করী। শোন ডাক্তার, আমার কোটিপতি শ্বশুর মৃত্যুশয্যায়। তিনি মারা গেলে, তাঁর প্রভূত অর্থ ও সম্পত্তি তাঁর দুই মেয়ের মধ্যে, অর্থাৎ আমার স্ত্রী ও আমার শ্যালীর মধ্যে বাঁটোয়ারা হয়ে যায়, এ আমি চাইনে! কারণ সম্পত্তি বিভক্ত হলেই আয় কমে গেল! এ আমি চাই নে! সুতবাং—

ডাক্তার বিস্মিত নয়নে চাহিযা রহিল

স্যর শঙ্করী। অবশ্য, এ কাজের পুরস্কার স্বরূপ তোমায় দশ হাজার টাকা দিচ্ছি! এই নাও চেক্! (চেক দিল)

ব্যানার্জ্জী। স্যর, আপনার মতো দয়াবান—

স্যর শঙ্করী। শোন ডাক্তার, তাকে আমি দিয়ে যাচ্ছি! তাকে নিয়ে তোমরা যা ইচ্ছে তাই করো। ইচ্ছে হলে মেরেও ফেলতে পার! কিন্তু খবর্দ্দার যেন এখান থেকে না বেরোতে পারে, আর—(ওষ্ঠে তর্জ্জনী স্থাপন করিল)

ব্যানার্জ্জী। আজ্ঞে স্যর, তা আর বল্‌তে হবে না! আমি সে রকম নেমকহারাম নই!

স্যর শঙ্করী। তাহলে এবার তাকে আনাই? এই বেয়ারা!

বেহারা প্রবেশ করিয়া—হুজোর!

স্যর শঙ্করী। আমার সঙ্গে যে মাইজী এসেছেন, তিনি মোটরে আছেন, আমার কথা বলে তাঁকে এখানে আসতে বলো!

বেহারা সেলাম করিয়া। বহুত আচ্ছা হুজুর!

প্রস্থান

স্যর শঙ্করী। ডাক্তার, তোমার মাইনে বড়ই কম! পরের মিটিং-এ আমি তোমার মাইনে বাড়াবার জন্যে একটা প্রস্তাব তুলবো!

ব্যানার্জ্জী। স্যর, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি নে! আপনার মতো এমন উদার, দয়ালু, মায়াশীল—

মল্লিকার প্রবেশ

তাহার পশ্চাতে বেহারা ছিল, সে অদৃশ্য হইয়া গেল

স্যর শঙ্করী। (কোমল স্বরে) এই যে মলি, তোমার কথাই হচ্ছিল। কেমন, হাসপাতাল কেমন লাগে দেখতে? জান মলি, এই হাসপাতালের উন্নতির জন্যে আমি দশ হাজার দিয়েছি, সুযোগ ও সুবিধা পেলেই আরো দেব ইচ্ছে আছে! এখানে একটা কলেজ আছে, সেটা বাঙ্‌লার একটা বড় কলেজ, অনেক ছাত্র এখানে পড়তে আসে। জান মলি, এই হাসপাতালে অনেক অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ রোগী আছে, যন্ত্রণায় রাতদিন চীৎকার কোরছে, কেউ নেই তাদের দেখ্‌বার! আহা, বড়ই কষ্ট ওদের! ওহো মলি, এঁর সঙ্গে পরিচয় কোরে দিলুম না! ইনি হচ্ছেন Captain S. Banerjee, M. D. M. R. C. P. (London) F. R. C. S' (England)—এই হাসপাতালের সব চেয়ে বড় ডাক্তার, আর এখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল!

মল্লিকা। নমস্কার! আপনাদের এখানে অনেক রোগী থাকে বুঝি! আমার বড়ই ইচ্ছে করে এদের সেবা কোরতে—

ব্যানার্জ্জী। আহা-হা, কি মধুময় বাণী! মা, তোমার হৃদয় এতই কোমল, অবশ্যই ঈশ্বর এ বাঞ্ছা পরিপূর্ণ কোরবেন!

স্যর শঙ্করী। মলি, তোমার একবার স্ত্রীলোকদের ওয়ার্ড্‌টা ভিজিট কোরে আসা কর্ত্তব্য! আমি যাচ্ছি পুরুষদের ওয়ার্ড্‌টা দেখ্‌তে!

মল্লিকা। (ব্যানার্জ্জীর প্রতি)—আমাকে একবার দেখতে যেতে দেবেন না কি?

ব্যানার্জ্জী। ওকি কথা মা! এ যে তোমাদেরই জিনিস! এখনই, এখনই! এ—ই বেয়ারা! (বেয়ারার প্রবেশ) মিস্ জুলিয়াকো হামরা সেলাম দেও!

বেহারা। বহুত আচ্ছা হুজুর!

প্রস্থান

স্যর শঙ্করী। জান মলি, এখানে অনেক ফুল আছে, বড় বড়, সাদা, লাল, গোলাপী, কি গন্ধ তাদের! এই সব ফুলের গন্ধে এখানকার প্রত্যেক ঘর ভরপূর! কোনো দূষিত হাওয়া, কোনো পাপ কি এমন জায়গায় বাস কোরতে পারে! আর এখানকার যে সব নার্স আছে, কি সুন্দর, কি দয়ালু তারা! লোকের মা-বোনও অত স্নেহশীল হয় না! তারা এই সেবার কাজেই জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে, আর কোনো বন্ধন তাদের নেই, আর কোনো বাসনাও তাদের নেই—

নার্স জুলিয়ার প্রবেশ।

এংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণী সুন্দরী। জুলিয়া মনে করিয়াছিল কক্ষে ব্যানার্জ্জী একাই আছেন, তাই সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—

জুলিয়া। Hallo dear!—

আরো কিছু সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঘরে লোক দেখিয়া চুপ করিয়া গেল। ব্যানার্জ্জীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। স্যর শঙ্করীপ্রসাদ অল্প কাসিয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিলেন।

মল্লিকা (জুলিয়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া) তুমি ভাই বুঝি এখানকার নার্স?

জুলিয়া। হাঁ, আমি নার্স আছে!

মল্লিকা। তোমাদের কথা আমি এইমাত্র শুনলুম। শুনে ভারী ভাল লাগলো তোমাদের! আমি ভাই তোমরা কেমন কোরে কাজ কর দেখবো!

জুলিয়া। সে টো ভাল কঠা আছে!

ব্যানার্জ্জী। (স্বর পরিস্কার করিয়া)—মিস্ জুলিয়া, ইনি স্যর শঙ্করী প্রসাদ সিংহের আত্মীয়া, এঁকে মেয়েদের ওয়ার্ড্ দেখিয়ে নিয়ে এস!

জুলিয়া। Good Sir!

ব্যানার্জ্জী। আর শোন! (জুলিয়াকে নিকটে ডাকিয়া নিম্নস্বরে) ওকে ছেড়ে দিও না, ভুলিযে রেখো আমি না আসা পর্য্যন্ত! ও পাগল!

জুলিয়া ঘাড় নাড়িল

মল্লিকা। দাদাবাবু, তুমি মোটরে আমার জন্যে অপেক্ষা করো, আমি আসছি!

জুলিয়া ও মল্লিকার প্রস্থান

স্যর শঙ্করী। যাক্, বাঁচা গেল! এত সহজে যে হবে, এ আমি ভাবি নি! পাপ বিদেয় হল! এখন ডাক্তার, তোমার ওপর সব নির্ভর কোরছে!

ব্যানার্জ্জী। আজ্ঞে স্যর, সে আর আমাকে বল্‌তে হবে না! আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কোরতে পারেন!

স্যর শঙ্করী। আমি তাহলে আসি!

নমস্কার করিয়া ব্যানার্জ্জী তাঁহাকে দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিল। নিজের চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া কিছুকাল সে স্থাণুর মতো বসিয়া রহিল।

তারপর ডাকিল—

ব্যানার্জ্জী। হেড্ ক্লার্ক!

হেড ক্লার্ক প্রবেশ করিয়া বলিল—স্যর?

ব্যানার্জ্জী। লেখ Visitors Book-এ, পরিদর্শকের খাতায়—

হেড ক্লার্ক খাতা খুলিয়া কলম লইয়া প্রস্তুত

ব্যানার্জ্জী। লেখ—

"আজ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন বেলা নয় ঘটিকার সময় কলিকাতার

সুপ্রসিদ্ধ ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী, বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত সিংহকুলের একমাত্র বংশধর, দেশবিখ্যাত দাতা এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যর শঙ্করীপ্রসাদ সিংহ মহাশয় দয়া করিয়া "নরনারায়ণ সেবাসদন ও শিক্ষাপীঠ" পরিদর্শন করিয়াছেন। হাসপাতালে সমাগত দুঃস্থ ও আতুর রোগিগণের দুঃখে বিচলিত হইয়া ইনি তৎক্ষণাৎ পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।"

"সর্ব্বোপরি সুখের বিষয় এই যে, ইঁহার শ্যালিকা শ্রীমতী মল্লিকা দেবী বহুদিন যাবৎ বিশিষ্ট এক প্রকার উন্মত্ততা ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। ইঁহার চিকিৎসা ও আরোগ্যের ভার আমাদিগের হস্তে দিয়া স্যর শঙ্করী-প্রসাদ আমাদিগকে ধন্য করিলেন।"

হেডক্লার্ক লিখিতে লিখিতে উচ্চারণ করিল :—"ইঁহার চিকিৎসা ও আরোগ্যের ভার দিয়া স্যর শঙ্করীপ্রসাদ আমাদিগকে ধন্য করিলেন।"

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হাসপাতালে ফিমেল ওয়ার্ডের একটি কক্ষ। কক্ষের একদিকে একটা বেড্‌। বেডে নতবদনে মল্লিকা বসিয়া। কক্ষের আর এক দিকে ছোট একটি টেবিল ও চেয়ার। চেয়ারে ব্যানার্জ্জী বসিয়া। টেবিলে খান পাঁচ ছয় মোটা মোটা ডাক্তারী বই। একখানা মোটা খাতা বিস্তৃত রহিয়াছে। টেবিলে দোয়াত। ব্যানার্জ্জীর হাতে কলম। ব্যানার্জ্জীর দক্ষিণে ও বামে ছাত্রেরা ও নার্স। সেবাব্রত, আশাময়, গণদাস ও নবকুমার ব্যতীত আরো কয়েকজন নূতন ও পুরাতন ছাত্র। একদিকে নার্স জুলিয়া। সকলেই মল্লিকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন সে পশুশালার অ-দৃষ্ট জন্তু। এখন অপরাহ্ন।

ব্যানার্জ্জী। দেখেছ কেমন লক্ষণগুলো সব মিলে যাচ্ছে! দেখ, কেমন চুপ কোরে বসে আছে! এই কতক্ষণ আগে কি কথাই না কইছিল! এ নিশ্চয়ই উন্মাদ! কি রকমের উন্মাদ এখন সেইটে বিচার কোরতে হবে! আমার যতদূর মনে হয়, এ রকম উন্মাদ এদেশে এই প্রথম! ডক্টর Pinel বলেছেন—

মল্লিকা মাথা তুলিয়া স্থিরদৃষ্টিতে ব্যানার্জ্জীর দিকে চাহিল। ব্যানার্জ্জী কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্যানার্জ্জী। (ছাত্রদের প্রতি মৃদুস্বরে)—দেখ, দেখ, ভাল কোরে দেখ! দেখ কেমন অদ্ভুত চাউনি, কেমন ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে আছে।

(তাহার স্বর ক্রমে চড়িয়া গেল)

একে বলে Dementia বা বুদ্ধিবৈকল্য। উন্মাদ রোগ চার রকমের,

যথা :—Mania অর্থাৎ ক্ষিপ্ততা, বিষাদ-বায়ু অর্থাৎ Melancholia, বুদ্ধিবৈকল্য অর্থাৎ Dementia, Paresis অর্থাৎ—

মল্লিকা। আপনারা কি সবাই পাগল? একজনও কি আপনাদের মধ্যে ভাল নেই!

ব্যানার্জ্জী। (উত্তেজিতস্বরে)—দেখেছ, দেখেছ, আমাদের মতো সুস্থ লোককে পাগল বল্‌ছে। এ পাগল নিশ্চয়ই, শুধু পাগল নয়, ভয়ানক পাগল, বহুদিনের পুরানো পাগল!

সেবাব্রত (প্রতিবাদসূচক কিছু বলিতে যাইতেছিল)—স্যর—

হাতের ইশারায় তাহাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া. নিকটস্থ আশাময়ের হাতে নিজের কলম দিয়া ব্যানার্জ্জী বলিল—

ব্যানার্জ্জী। লেখ তো, আমি যে যে লক্ষণের কথা বলি! লেখ, 'কথা বল্‌তে বল্‌তে চুপ কোরে যায়' (আশাময় সেই মোটা খাতায় লিখিতে লাগিল) 'যাবতীয় লোককে উন্মাদ ভাবে,' 'ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে থাকে!'

আশাময় লিখিতে লিখিতে উচ্চারণ করিল—'চেয়ে থাকে'

ব্যানার্জ্জী। এইবার আমি এই বইখানা একবার দেখে নি। এ বইখানার নাম হচ্ছে 'The Psychology of Insanity'। কি কি কারণে পাগল হয়, তা এ বইতে মোটামুটি বেশ দেওয়া আছে। এর সম্বন্ধে এ বই কি বলে একবার দেখে নি!

একখানা মোটা বই খুলিয়া পড়িতে লাগিল—

নেপথ্যে একজনের আতঙ্কপূর্ণ স্বর—আগুন! আগুন!

সকলেই চমকিয়া উঠিল। ব্যানার্জ্জীর হাত হইতে বই পড়িয়া গেল

ব্যানার্জ্জী। কে ও?

জনৈক পুরাতন ছাত্র—সাত নম্বর ঘরের পাগল!

ব্যানার্জ্জী। Nonsense! ও-রকম চেঁচালে ওকে চাবুক লাগিয়ো।

মল্লিকা শিহরিয়া উঠিল

ব্যানার্জ্জী। দেখ, এ-ও আর একটা লক্ষণ।—থেকে থেকে চম্‌কে ওঠা! ভয়ে এ রকম করে কি না জানা দরকার। যদি তাই হয়, তবে এ mania! ডক্টর পিনেল বলেছেন, উন্মাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার কোরতে হয়। (কোমলকণ্ঠে) মা, তুমি কি ভূত দেখছ?

মল্লিকা। হাঁ।

ব্যানার্জ্জী পূর্ব্ববৎ কোমলকণ্ঠে—কৈ মা, কোথায়?

মল্লিকা। ঐ যে!

বলিয়া ডাক্তার ও ছাত্রদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। অমনি ডাক্তার ও ছাত্রদের মধ্যে নার্ভাস্‌নেস্ প্রকাশ পাইল। সকলেই ভীতনেত্রে আপন পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিল।

কেবল সেবা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্যানার্জ্জী। না মা, এখানে ভূত কৈ?

মল্লিকা। ভূত নেই! (ডাক্তার, ছাত্র ও নার্সকে গণিতে লাগিল) এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়; ঐ একটা দশ! দশ দশটা ভূত এখানে, ভূত নেই!!

ব্যানার্জ্জী। (ছাত্রদের প্রতি)—না, আবার নতুন নতুন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে দেখছি। এতক্ষণ দেখে দেখে একটা সিদ্ধান্তে আস্‌ছিলাম। এখন দেখ্‌ছি তাও ঘুরে গেল। এখন যা দেখ্‌লে, তাকে বলে Illusion অর্থাৎ "a mistaken perception of external objects", অর্থাৎ প্রকৃত বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা! যদি ব্যাপার এই হয়, তবে চিকিৎসার ধারা তো বদ্‌লাতে হবে! এতে তো হবে না!

সেবাব্রত। (কুণ্ঠিতস্বরে)—স্যর, আমার মনে হয়, আমাদের সকলেরই একটা মস্ত ভুল হয়েছে! ইনি হয়তো সত্যি সত্যি পাগল নন!

ব্যানার্জ্জী—কে ? কে বল্লে এ কথা ?

একজন সেবাব্রতকে দেখাইয়া দিল।

ব্যানার্জ্জী। Nonsense! তুমি আমার চাইতে বেশী জান ? তবে এখানে এসে বোস, আমি গিয়ে ওখানে দাঁড়াচ্ছি! Nonsense! আমার এতদিনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাতেও যদি বুঝতে না পারলুম কে পাগল, কে পাগল নয়, তবে আর—আহে ছোকরা, তুমি কি দেখছ না, বই-এর সঙ্গে হুবহু সব লক্ষণগুলো মিলে যাচ্ছে ? এই তো আর একটা মিল্‌লো! (অনুচ্চস্বরে আশাময়কে) লেখ! Illusion, প্রকৃত বস্তুকে অন্য কিছু কল্পনা করা!

আশাময় লিখিতে লিখিতে উচ্চারণ করিল,—অন্য কিছু কল্পনা করা' Illusion'

সেবাব্রত। স্যর, কিছু মনে না করেন, তবে আর একটা কথা বলি! কি একখানা বইতে পড়েছিলুম যে, "পথ একই, তার উঁচু দিকে কবিতা, আর নীচু দিকে উন্মত্ততা"। এঁর ক্ষেত্রে উঁচু দিক্‌টাও তো হতে পারে!

ব্যানার্জ্জী। সেটাও তো ব্যাধি! সে তো আগেই বলেছি! যেমন রবি ঠাকুর!

নেপথ্যে। (সেই উন্মাদের কণ্ঠস্বর)—

"শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণ-মণ্ডল।"

ব্যানার্জ্জী। (বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সেবার দিকে চাহিয়া)—পথ একই! তবে উঁচু নীচু নেই, একেবারে সমতল। যেদিকে চাইবে, সেদিকেই কবিতা আর উন্মত্ততা!

অপর ছাত্রেরা ব্যানার্জ্জীর এই রসিকতায় মুখ টিপিয়া হাসিল। তাহারা ব্যানার্জ্জীর রসিকতার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। মল্লিকা উঠিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ব্যানার্জ্জীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেবা ব্যতীত সকলেই সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। একটু যেন ভীতও।

মল্লিকা। আপনি বড় ডাক্তার?

জনৈক পুরাতন ছাত্র। নিশ্চয়, নিশ্চয়! এঁর মতো ডাক্তার বাঙ্‌লাদেশে—

মল্লিকা। (ব্যানার্জ্জীকে)—আপনি কটা রোগী মেরেছেন?

শুনিয়া সকলে কিছুকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল

ব্যানার্জ্জী। (ঢোক গিলিয়া) মা, তুমি এ কি বোলছ? ডাক্তার কখনো রোগী মারে?

মল্লিকা। যে পঞ্চাশটা রোগী মারে নি, সে ডাক্তারই নয়!

ব্যানার্জ্জী। (ছাত্রদের প্রতি) দেখ, এই একটা লক্ষণ। 'ভুল ধারণা করা'। অবিসংবাদিত সত্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা করা! যে ডাক্তার সম্বন্ধে পৃথিবীর আর সবাই অন্য ধারণা পোষণ করে, তার বিপরীত ধারণা পোষণ করা! এর ব্যারাম বড় জটিল! আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছিনে, এর ব্যারামটা কি ধরণের হতে পারে! আমি এর লক্ষণগুলো study কোরবো, কোরে তারপর চিকিৎসার ব্যবস্থা কোরতে হবে! যেমন জটিল রোগ, সাধারণ চিকিৎসা দিয়ে এ আরোগ্য হবে না। এর চিকিৎসা অসাধারণ উপায়ে অসাধারণ ভাবে কোরতে হবে!

নেপথ্যের সেই উন্মাদ সুর করিয়া করুণ কণ্ঠে গাহিল—
"আমাদের মের নাকো ফুলবাণ!"

ব্যানার্জ্জী। (মল্লিকার প্রতি) মা, তুমি আমাদের অর্থাৎ ডাক্তার-দের সম্বন্ধে এমন ভুল ধারণা পোষণ কোর না। এতে তোমার রোগ সারতে দেরী হয়ে যাবে! মনটা সাদা ধপধপে রাখবে, কোনো চিন্তা কোর না। সর্ব্বদা উৎফুল্ল থেক। যা দরকার হয় জানিও, তাই পাবে! তুমি তো বুঝতে পারছ, তোমার রোগ সহজ নয়! তোমার চিকিৎসা ভাল কোরে কোরতে হবে! নইলে আমার কিংবা কলেজের নাম থাকবে না! রোগ সারবে কিনা জিজ্ঞেস কোরছ? সারতে পারে, আবার না-ও পারে! তবে তুমি মন খারাপ কোর না। মন খারাপ কোরলে আর আরোগ্য কোরতে পারবো না!

নেপথ্যের সেই উন্মাদ—

কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান॥

ব্যানার্জ্জী। Nonsense! জায়গাটিই nonsense! মিস্ জুলিয়া তুমি আর সেবাব্রত তুমি—তোমরা দুজনে এখন এর (মল্লিকাকে দেখাইয়া) তত্ত্বাবধান কর। নতুন লক্ষণ দেখলে, তক্ষুণি তা খাতায় টুকে রেখ। তা (মল্লিকার প্রতি) মা, আমরা এখন—

প্রস্থান করিবার ইসারা করিল

সকলে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। ছাত্রেরা দ্বারের বাহিরে যাইয়া অনুচ্চকণ্ঠে উত্তেজিত স্বরে জটলা করিতে লাগিল। ব্যানার্জ্জী উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। মল্লিকা পিছন হইতে ছুটিয়া গিয়া তাহার কোট চাপিয়া ধরিল

মল্লিকা। (দৃপ্ত কণ্ঠে) আমি পাগল ? ? ?

ব্যানার্জ্জী। (ভীত ও অসহায় কণ্ঠে সেবা ও জুলিয়ার প্রতি) ছাড়িয়ে নাও, ছাড়িয়ে নাও, ও পাগল! (সেবা ও জুলিয়ার ত্রস্ততা ও বিমূঢ়তা) কৈ ছাড়িয়ে নিলে না, আমায় মেরে ফেলবে যে! শিগ্‌গীর! (স্বর উচ্চে উঠিল) ছেড়ে দে রাক্ষুসী!

বাহিরে ছাত্রেরা এই উচ্চ স্বর শুনিয়া সবেগে ঘরে ঢুকিতেই এই দৃশ্য দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। মল্লিকা ব্যানার্জ্জীকে ছাড়িয়া দিয়া ঘুরিয়া তাহার শয্যার দিকে গেল। ব্যানার্জ্জী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—

ব্যানার্জ্জী। কি dangerous পাগল এ! কি সাংঘাতিক! মানুষ মারতে পারে! পাহারা দরকার! (সেবা ও জুলিয়ার প্রতি) তোমরা সাবধানে থেক, আমি যেয়েই পাহারা পাঠিয়ে দেব।

সদলবলে ব্যানার্জ্জীর প্রস্থান

মল্লিকা আপন শয্যায় বসিয়া দুই করতলে মুখ আবৃত করিয়া বসিয়া রহিল। জুলিয়া ভীত হইয়া দ্বারের অতি নিকটেই রহিল। কেবল সেবা অস্থিরভাবে কক্ষের ভিতর ঘুরিতে লাগিল। দুই চারিবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে কিছু বলিবার জন্য ওষ্ঠ উন্মুক্ত করিয়া আবার চুপ করিয়া গেল। সহসা মল্লিকা মুখ তুলিয়া প্রবলবেগে হাসিতে লাগিল

মল্লিকা। হা হা হা হা হা…

জুলিয়া এই হাসি দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত, পরে নার্ভাস, পরে ভয়ে ব্যাকুল হইল। শেষে এই অবিরাম হাসির বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া "Jesus and the Saints" বলিয়া প্রায় দৌড়াইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। বাহির হইতে সে সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল। মল্লিকার হাসি থামিয়া গেল। সেবার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—

মল্লিকা। পাগলের হাসি!

সেবা। (দৃঢ়কণ্ঠে) আপনি পাগল নন!

মল্লিকা। (বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুকাল সেবার দিকে চাহিয়া) নতুন কথা! উঁহুঁ, ডাক্তার বলেছে, আমি পাগল, আমি পাগল, আমি পাগল!

সেবা। আমি বলছি, আপনি পাগল নন!

মল্লিকা। আপনি কি ডাক্তার?

সেবা। না।

মল্লিকা। তবে? উঁহুঁ, সে কথাই নয়, আমি পাগলই ঠিক!

অতঃপর সেবার কি বলা উচিত ভাবিয়া না পাইয়া সে নীরব হইয়া গেল।
মল্লিকা আবার মুখ ঢাকিয়া বসিল।

নেপথ্যের সেই উন্মাদ সুর করিয়া—"রাধিকার অন্তরে উল্লাস"—

মল্লিকা। কাল রাতে কি ভয়ানক এক স্বপ্ন দেখেছি আমি। দেখলুম এক নির্জ্জন নদীতীর, দুপাশে তার কি উঁচু পাহাড়; সেই পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য্য দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সে সূর্য্যের আলো নেই! আলো হয় কেউ ঢেকে রেখেছে, নয় সে-আলোর তেজ এমনি আপনা হতেই মরে গেছে! কি ভয়ানক নির্জ্জনতা সেখানে, নদীর জলের সামান্য শব্দও নেই—সব নিঝুম, নিথর। সেইখানে দেখলুম তীরের বালির ওপর একখানা সাদা কাপড়। দেখেই কি জানি কেন মনে হল ওর নীচে রয়েছে মানুষ। ভয় হল, আনন্দ হল। দু পা এগিয়ে, এক পা পেছিয়ে অনেক দ্বিধার পর সেই কাপড়ের নিকটে গিয়ে, কাপড় একটু তুললুম। তুলে দেখলুম, কি দেখলুম জানেন! দেখলুম, সেখানে আমি শুয়ে রয়েছি, আমি—

সেবা চমকিয়া উঠিল। কিন্তু মল্লিকা উন্মাদের মতো শয্যা হইতে উঠিয়া টলিতে টলিতে অগ্রসর হইয়া, দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অ-মানুষিক কণ্ঠে বলিতে লাগিল—

মল্লিকা। সে আমি, আমি, আমি মল্লিকা সেখানে শুয়ে রয়েছি! জেগে নয়, ঘুমিয়ে! ঘুমিয়ে নয়, মরে! আমি সেখানে মরে রয়েছি!

ভাবতে পারলুম না—যে মরে রয়েছে সে আমি মল্লিকা, না মল্লিকার আর কেউ! ভাবতে পারলুম না! ভয় হল, বিষম ভয়! ছুটে দৌড় দিলুম একদিকে! সাম্‌নে বাধল পাহাড়। পাগলের মতো হয়ে সে-পাহাড় বেয়ে যতবারই উঠতে চেষ্টা কোরলুম, ততবারই গড়িয়ে পড়ে গেলুম। কিছুতেই উঠতে পারলুম না। যেখানে পা দিই, সেখানকারই মাটি ধ্বসে পড়ে। যে-গাছের শেকড় সবলে ধরি, সে-ই অম্‌নি উপড়ে উঠে আসে! পারলুম না, পারলুম না, আমি সেই পাহাড়ে উঠ্‌তে পারলুম না! দাঁড়িয়ে থর থর কোরে কাঁপতে লাগলুম—নিরুপায়, একান্ত নিরুপায় হয়ে!

সেবা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে মল্লিকাকে লক্ষ্য করিতেছিল। মল্লিকার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে এতক্ষণে সে অন্তরে অন্তরে সন্দেহাকুল হইয়া উঠিতেছিল। তথাপি কাসিয়া স্বর পরিষ্কার করিয়া বলিল—

সেবা। দেখুন, স্বপ্নে মানুষ কত কি দেখে—

মল্লিকা। কিন্তু আমি কেন, ওগো আমি কেন? আমি কেন মরলুম? আমি যে মরতে চাই নে, না না আমি মরবো না, আমি বাঁচবো, আমি···আমি···

মল্লিকা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল

নেপথ্যের উন্মাদ। Company! Left turn! Forward! Quick March! Left right, left right, left—

সেবা। দেখুন···বিচলিত হচ্ছেন কেন? স্বপ্ন—মাত্র একটা স্বপ্নের জন্য আপনি এমন কোরছেন কেন?

মল্লিকা। মাত্র একটা স্বপ্ন! স্বপ্ন তবে কি সত্যি হয় না!

সেবা। স্বপ্ন সত্য নয়!—

মল্লিকা। (স্বস্তির শ্বাস ছাড়িয়া) সত্যি নয়! মাগো মা, বাঁচলুম!

কি ভাবনাই না হয়েছিল। এবার সব মেঘ কেটে গেল! এবার রৌদ্র উঠেছে, এবার তবে হাসি! হা হা হা হা···দাদাবাবু···হা হা হা হা হা···

সেবা। দাদাবাবু কে?

মল্লিকা। স্বপ্ন সত্যি নয়!

হাতে তালি দিয়া সে পুনর্ব্বার হাসিয়া উঠিল। এইবার সেবা ইহার উন্মত্ততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল। দূরে সরিয়া যাইয়া নিরাশায় সে মাথা নাড়িল। একবার মল্লিকাকে ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া নিকটের একখানা চেয়ারে হতাশ হইয়া বসিল। মল্লিকা কক্ষের চারিদিকে একপ্রকার ছুটাছুটি করিতে করিতে "সত্যি নয়" সুর করিয়া বলিতে লাগিল

মল্লিকা। স-ত্যি ন-য়! স-ত্যি ন-য়! (সহসা সেবাকে) তুমি... আপনি কে?

সেবা। জানি নে।

মল্লিকা। তার মানে?

সেবা। মানে নেই!

মল্লিকা। আপনিও কি পাগল?

সেবা। বোধ হয়।

মল্লিকা। (চুপি চুপি) আপনাকেও কি এই ডাক্তার পাগল বলেছে?

সেবা। না।

মল্লিকা। কে বলেছে?

সেবা। আপনি বল্‌লেন!

মল্লিকা। ও, তবে আপনি পাগল নন, আমিই একা পাগল! আমি ভাবছিলুম দুই পাগলে এক জায়গায় থাকবো, কি মজাই না হবে! তা আপনি যখন পাগল নন, তখন এখানে কেন?

সেবা। আপনার জন্য! আপনি পাগল!

মল্লিকা। আবার, আবার বলে পাগল! মাগো মা, এরা সব কি? বেশ, আমি পাগল! কিন্তু আপনি পাগলের কাছে থাকতে পারবেন না, আপনি যান! যান বলছি, যান!

সেবা। আচ্ছা!

বলিয়া সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল

মল্লিকা। আমি যাব আপনার সঙ্গে!

সেবা। আসুন।

মল্লিকা দ্রুতপদে সেবার নিকটে আসিল। সেবা দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল। মল্লিকাও যাইবে, কিন্তু তাহার সম্মুখে উর্দ্দীপরা এক পাহারাওয়ালা আসিয়া দাঁড়াইয়া কর্কশস্বরে বলিল—

দ্বারবান। কোথায় যাচ্ছেন? এখান থেকে আপনার যাওয়া হবে না!

ভীত হইয়া মল্লিকা সরিয়া আসিয়া দুর্ব্বলকণ্ঠে বলিল—

মল্লিকা। দেখুন, শুন্‌ছেন—

সেবার কণ্ঠ। বলুন!

মল্লিকা। একটু শুনুন।

সেবা প্রবেশ করিল। কক্ষের দ্বার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইল।

মল্লিকা। (ভীত ও অসহায় কণ্ঠে) আমি যেতে পারবো না?

সেবা মাথা নাড়িল।

মল্লিকা। (সেই স্বরে) কেন, আমি পাগল বলে?

সেবা সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

মল্লিকা। কিন্তু আমি পাগল নই, সত্যি বলছি আমি পাগল নই!

সেবা। কে বিশ্বাস কোরবে?

মল্লিকা। আপনি, আপনিও কি—

সেবা। আমিও পাগল, আপনি তো বল্‌লেন !

মল্লিকা। না না, আপনি পাগল নন, আপনি নন ! আপনি বিশ্বাস করুন আমার কথা !

সেবা। বিশ্বাস কি কোরে করি ? আপনার পাগলামী যে কিছু কিছু আমি দেখলুম !

মল্লিকা। সে পাগলামী নয়, পাগলামী নয় ! সে মনের জ্বালাতে —মনের বিষম জ্বালাতে—আপনি জানেন না তো—আপনি যে কিচ্ছু জানেন না···আমিও জানিনে···কাল পর্য্যন্ত সবাই আমাকে ভাল বলে জেনেছে—আর আজ—আজ এখানে এসে আমি পাগল হয়ে গেলুম— এ কি সম্ভব ! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে—

নেপথ্যে উন্মাদ। (করুণকণ্ঠে)—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও বাবা ! আর বেঁধে রেখ না, হাত-পা যে সব অবশ হয়ে এল ! দাও বাবা বাঁধন খুলে !

পরমুহূর্ত্তেই সে ভীষণভাবে চীৎকার করিতে লাগিল।
প্রহৃত হওয়ার মতো চীৎকার।

মল্লিকা। ও কি ? ?

সেবা। ও-ঘরের পাগলটাকে মারছে !

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মল্লিকা ছুটিয়া আসিয়া সেবার পা জড়াইয়া
ধরিয়া নিতান্ত অসহায় কণ্ঠে বলিল—

মল্লিকা। বাঁচান আমাকে ! দোহাই আপনার !

সেবা। ও কি, পা ছেড়ে দিন, উঠুন, ভয় কি, আমি আছি ! কৈ পা ছাড়লেন না !

সেবা জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া মল্লিকার হাত ধরিয়া
টানিয়া তুলিল। মল্লিকা তখনও কাঁপিতেছে।

মল্লিকা। আপনি বাঁচাবেন আমাকে এদের হাত থেকে?

সেবা। আমি প্রতিজ্ঞা কোরছি, আমি থাকতে আপনাকে কেউ কিছু কোরতে পারবে না!

মল্লিকা। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে)—আমার আর কেউ নেই! আপনি··· আপনি···

সেবা। মল্লিকা!

আপনার নাম শুনিয়া মল্লিকা বিস্মিত দৃষ্টিতে সেবার দিকে চাহিল। মল্লিকার দুই আঁখির কোলে দুই বিন্দু অশ্রু। সেবা পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিল। মল্লিকা মাথা নত করিল। আবার মাথা তুলিয়া সেবার দিকে চাহিয়া অল্প হাসিল। আশার হাসি—ভরসার হাসি! সেবাও মল্লিকার দিকে চাহিয়া হাসিল। ইহাদের দুইজনের হাসি ইহারা দুইজনেই বুঝিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হাসপাতালে রোগীদের থাকিবার একটি কক্ষ। সুবৃহৎ কক্ষ। অনেকগুলি বেড। একখানা খালি বেড্ ছাড়া সকল বেডেই রোগীরা শুইয়া আছে। প্রত্যেক রোগীর বেডের নিকট ক্ষুদ্র টেবিল। টেবিলের নিকট দেওয়ালে সংলগ্ন এক একখানি ক্ষুদ্র বোর্ড ঝুলিতেছে। তাহাতে রোগ ও রোগীর বিবরণ, ঔষধ পথ্যাদির সময় নির্দ্দেশ প্রভৃতি করা আছে। দেওয়ালে নানা স্থানে বৃহৎ বোর্ডে লেখা :—"সেবা পরম ধর্ম্ম"; "Help the poor, the weak, the diseased"; "আর্ত্তকে সেবা কর" ইত্যাদি। ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে বড় একটি টেবিল। তাহার উপর বোরিক তুলা, কম্প্রেস নানাপ্রকার ঔষধ প্রভৃতি। সেই টেবিলের চারিধারে চেয়ারে বসিয়া আছে আশাময়, গণদাস, নবকুমার ও আরো জন পাঁচ ছয় পুরাতন ছাত্র। নার্স জুলিয়া ইহাদের

সম্মুখে নাচিয়া গাহিতেছে। পর্দ্দা ঈষৎ উঠিতেই ভীষণ হাসির শব্দ শোনা গেল। পর্দ্দা সম্পূর্ণ উঠিলে দেখা গেল ছাত্রেরা ভীষণ ভাবে হাসিতেছে। একজন দাঁড়াইয়া কোমরে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে প্রায় গড়াইয়া পড়িতেছে। জুলিয়া ইহাদের সম্মুখে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আর দেখা গেল সেবা এক বেড্ হইতে অপর বেডে যাইয়া একটা রোগীকে গ্লাসে করিয়া ঔষধ ঢালিয়া খাওয়াইতেছে। অদূরে একখানা খালি চেয়ার। তাহার উপর একখানা বই। এখন রাত্রি।

পুরাতন ছাত্রের দল। (সমবেত কণ্ঠে)—তারপর, তারপর মিস !

তারপর তো অনেক আছে বাবা, কট শুনবে !

১ম ছাত্র। হোক্ না, হোক্ না !

২য় ছাত্র। তোমার গান মাইরি সারা রাত্তির শুন্‌লে অরুচি ধরবে না।

জুলিয়া। আচ্ছা শোন :—

সে গাহিতে ও নাচিতে লাগিল। পুরাতন ছাত্রেরা তালি দিয়া গানের সমতা রক্ষা করিয়া চলিল। একজন হাত-হারমোনিয়াম বাজাইতে লাগিল

গীত

On a night like this, dear,
We counted each star,
But we did'nt count our kisses, dear

পুরাতন ছাত্রেরা "হায়, হায়" করিয়া উঠিল

Drifting down to Shalimar

জনৈক রোগী। বাবাগো !

১ম ছাত্র। এই খবর্দ্দার ! চেঁচাবে তো ঘাড় ধরে বের কোরে দেব !

সেবা বিস্মিত দৃষ্টি লইয়া বক্তার দিকে চাহিল।

ফোকাস—"সেবা পরম ধর্ম্ম"—এর উপরে।

গীত পুনরায় চলিল

জুলিয়া। Your lips to mine

২য় ছাত্র। আঃ মাইরি কি fine

জুলিয়া। A kiss like vine.

৩য় ছাত্র। Like Bergundy wine!

জুলিয়া। Your lips to mine,
A kiss like vine,
That turn my head

১ম ছাত্র। True! খুব সত্যি মিস্!

জুলিয়া। And I believed th' sweet and lovely things
You said,
Nights have lost their charms now,
And yet from afar makes believe you are
in my arms, dear,
Drifting down to Shalimar.

আর একটা রোগী আর্ত্তনাদ করিতেই সেবা ছুটিয়া তাহার নিকটে গেল।

ছাত্রের দল এই বাধায় সমবেত কণ্ঠে রোগীর প্রতি
হুঙ্কার করিয়া উঠিল।

সেবা। (রোগীকে দেখাইয়া ছাত্রদের প্রতি)—এ একটা মানুষ!

ছাত্রেরা। আমরা তবে কি?

ফোকাস—"Help the poor" ইত্যাদির উপর
জুলিয়া আবার গাহিতে লাগিল :—

Next I had a Spanish girl
And she nearly made me crazy.

বিভিন্ন ছাত্র। (উত্তেজিতভাবে):—ও হো, হায় রে!···মরি, মরি, মরি রে!···ও ডি ও ডি ডি-য়া-রী!

ছাত্রদের উচ্চহাস্য

১ম ছাত্র। মিস্, এ পর্য্যন্ত তোমাকে ক'জন ভালবেসেছে!

জুলিয়া। টোমাকে ডিয়ে নয় শত নিরনব্বুই জন হল ডিয়ার!

পুনর্ব্বার ছাত্রদের উচ্চহাস্য। সেবা সেই পরিত্যক্ত চেয়ারে যাইয়া বসিয়া বই পড়িতে লাগিল।

২য় ছাত্র। মিস্ তোমাকে এ-ঘরের সবাই ভালবাসে?

জুলিয়া অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

১ম ছাত্র। কে বাবা এমন সোণার চাঁদকে ভালবাসে না?

৩য় ছাত্র। কোন্ সে নিঠুর কালা বাবা?

জুলিয়া আঙুল দিয়া সেবাকে দেখাইল। সকলে সেই দিকে চাহিল।

৪র্থ ছাত্র। সক্রেতিস।

৩য় ছাত্র। সক্রেতিস সেলাম!

পুনর্ব্বার ছাত্রদের উচ্চহাস্য

যে ছাত্রের নিকট হাত হারমোনিয়াম ছিল সে উঠিয়া নাচিয়া গাহিল:—

"শ্যামল বংশীওয়ালা"

পুনর্ব্বার ছাত্রদের উচ্চহাস্য

আর একজন উঠিয়া অনুরূপ করিতে যাইয়া অদ্ভুত কণ্ঠে গাহিল:—

"নন্দ্লালা"

পুনর্ব্বার ছাত্রদের উচ্চহাস্য

জনৈক রোগী। উ হু হু কি অন্ধকার এখানে···কি অন্ধকার··· আলো কৈ ?

অপর রোগী। জল, জল, বড় পিপাসা !

১ম ছাত্র। (এই রোগীর নিকট যাইয়া)—শ্বশুর বাড়ী পেয়েছ ? যা চাইবে, তা পাবে ! ব্যাটা ছোটলোক কোথাকার !

সেবা এক গ্লাস জল লইয়া ততক্ষণে সেই রোগীর
নিকট এবং ১ম ছাত্রের ঠিক সম্মুখে

সেবা। রোগীর সঙ্গে অত রূঢ় ভাবে কথা কইছেন কেন ?

১ম ছাত্র। কি ? ? (অপর ছাত্রদের ডাকিয়া) ওহে শোন, শোন, সক্রেতিস কি বলে। (বিনয়ের সহিত) আজ্ঞে, কি বললেন স্যর ?

অপর ছাত্রদের হাস্য

সেবা। উপহাস কোরছেন কেন ?

২য় ছাত্র। আজ্ঞে না স্যর, উপহাস কোরবে কেন ? আপনি হলেন গিয়ে প্রভু সক্রেতিস, প্রভুর সঙ্গে কি যেম্‌নি-তেম্‌নি ভাবে কথা কওয়া যায়—তাই একটু হেঁ-হেঁ, বুঝলেন কি না !

৩য় ছাত্র। প্রভুকে ক্রুসবিদ্ধ করা যাক্ এস !

ছাত্রদের হাস্য

জুলিয়া। (প্রায় ছুটিয়া যাইয়া সেবার হাত ধরিয়া)—না ভাই, তুমি মরবে কেন ? তুমি আমার সঙ্গে নাচবে এস !

সেবা। (ভদ্রভাবে হাত ছাড়াইয়া লইয়া, অন্য ছাত্রদের প্রতি)— আপনাদের লজ্জা করে না ?

৩য় ছাত্র। আজ্ঞে না স্যর ! সেই জন্যেই তো আপনি এসেছেন।

আর একটা রোগী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেই, সেবা তাহার দিকে অগ্রসর হইল।
১ম ছাত্র তাহার সম্মুখে পা বাড়াইয়া দিল, পা বাধিয়া সেবা পড়িয়া গেল।
সমবেত ছাত্রের উচ্চ ও স্থায়ী হাস্য। সেবা ধীরে ধীরে উঠিয়া
ছাত্রদের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল।

২য় ছাত্র। (সুর করিয়া গাহিল)—'আমার নদের চাঁদ রে!'

ছাত্রদের হাস্য

সেবা। (অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে)—আমি আপনাদের কি করেছি?

২য় ছাত্র। (পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি বিউগল বাহির করিয়া বাজাইয়া বলিল)—Attention! প্রভু ব'লছেন!

১ম ছাত্র। (সেবার মুখের নিকট হাত ঘুরাইয়া)—কোরতে বাকী রেখেছ কি চাঁদ? আমরা চার বছর ধরে night duty কোরে যা কোরতে পারি নি, তুমি একদিনের ছেলে হয়ে বাবা সব শেষ কোরতে চাও?

২য় ছাত্র। কোরবে না, Captain ব্যানার্জ্জীর পেয়ারের ছাত্র!

৩য় ছাত্র। না হে না, Captain ওকে জামাই কোরবে!

সেবা। বিদ্রূপের একটা সীমা আছে!

ছাত্রেরা। (সমবেত কণ্ঠে)—Amen! অতি সত্য!

জুলিয়ার হাসি

সেবা। এবং শুধু তাই নয়, তার স্থান, কাল, পাত্রও আছে!

ছাত্রেরা। (সমবেত কণ্ঠে)—ওঁ! মধু, মধু, মধু!

একজন হাত হারমোনিয়াম বাজাইল

২য় ছাত্র। (পকেট হইতে ক্ষুদ্র বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইয়া)—প্রভু, তারপর?

সেবা। প্রথম যখন এই কলেজে আসি, তখন কত বুকভরা আশা-উৎসাহ নিয়েই এসেছিলাম! ভেবেছিলাম চিকিৎসা-বিদ্যার মতো বিদ্যা নাই, চিকিৎসালয়েব মতো স্থান নাই! কিন্তু এখন যতই দিন যাচ্ছে, যতই দেখছি—

৩য় ছাত্র। 'তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!'

২য় ছাত্র। অতি সত্য গুরুদেব! তারপর?

সেবা। আপনারা ব্যঙ্গ কোরছেন, কিন্তু আপনারাও কি আমার মতো মনোভাব একদিন হৃদয়ে পোষণ করেন নি?

১ম ছাত্র। আজ্ঞে না পাদ্রীসাহেব, সেইজন্যেই তো এত দুর্দ্দশা!

৪র্থ ছাত্র। (ক্রন্দনের স্বরে)—পাদ্রীসাহেব, কি কোরে আমরা উদ্ধার হব?

৩য় ছাত্র। আমরা এত পাপী!

জুলিয়া। (গানের সুরে)—Tra la la, tra la la, la la la—

সেবা। আমি ভাবি, সামান্য একবিন্দু করুণা দিতে লোকে কেন কুণ্ঠিত! একবিন্দু করুণা···বেশী তো নয়···মনুষ্যত্বেরই দাবী যে! মানুষকে যারা মানুষ বলে' ভাবে, তারা কি কখনও এম্‌নি কোরতে পারে? হাসপাতাল পৃথিবীর বর্ব্বরতার বাইরে! অন্য জায়গার মানুষকে লোভী, হিংসুক, নিষ্ঠুর কোরে তোলা হয়, কিন্তু এখানে তার রোগের আবিলতার সঙ্গে তার মনের আবিলতাকে ধুয়ে দিয়ে তাকে দেওয়া হয় শান্তি, তাকে দেওয়া হয় স্বাস্থ্য, তাকে দেওয়া হয় স্নেহের করুণা-ধারা! যে আসে পঙ্কিলতা নিয়ে, সে ফিরে যায় নির্ম্মল হয়ে। এমন পুণ্য-তীর্থে, মনুষ্যত্বের এমন উচ্চ বেদীতে যে নিষ্ঠুরতা দেখ্‌ছি—তা কি কোরে সম্ভব?? এ যে বর্ব্বরতারই নামান্তর মাত্র!

ছাত্রেরা হাততালি দিয়া উঠিল

২য় ছাত্র। Capital! Encore, Encore!

৩য় ছাত্র। বেড়ে লেক্‌চার দিচ্ছ প্রভু!

৪র্থ ছাত্র। প্রভু, তুমি কংগ্রেসে যাও না কেন?

৩য় ছাত্র। অথবা কাউন্সিলে?

১ম ছাত্র। আমি বলি, প্রভু তুমি লোক্যাল ট্রেনে 'দক্রুবিনাশক চূর্ণ' ক্যান্‌ভাসিং কর! দু' পয়সা আসবে!

ছাত্রদের হাস্য

৪র্থ ছাত্র। দুত্তোর পাগলের পাল্লায় পড়ে সব আমোদ মাটি! (বলিয়া সেবাকে কোলপাঁজা করিয়া তুলিয়া লইয়া তাহার পরিত্যক্ত চেয়ারে ধুপ করিয়া বসাইয়া দিয়া সেবাকে বলিল)—এইখানে বসে মনে মনে লেক্‌চার দাও চাঁদ! মুখ খুল্‌লেই—(ঘুসি দেখাইল। ছাত্রেরা হাসিয়া উঠিল। অপর ছাত্রদের প্রতি) নাও হে, নাও, তাস বের কর, খেলা যাক্!

সে ফিরিয়া আসিলে ছাত্রেরা তাস বাহির করিয়া খেলিতে লাগিল

বিভিন্ন ছাত্রের স্বর।—টু ক্লাব্‌স্…থ্রি হার্ট্‌স্…নো ট্রাম্প্‌স্… বাপ্‌স্ কি হাত…মার দিয়া…কেল্লা ফতে ইত্যাদি।

সেবা কিছুকাল আচ্ছন্নের মতো তাহার চেয়ারে বসিয়া রহিল। ছাত্রদের তাস খেলিবার শব্দ শোনা যাইতেছে। দুই একটা রোগীর মৃদু গোঙানী শোনা যাইতেই সেবা তড়িৎগতিতে বাস্তবে ফিরিয়া আসিল। ক্ষিপ্রপদে উঠিয়া রোগীদের নিকটে যাইয়া কাহাকেও ঔষধ খাওয়াইল, কাহারো চার্ট্ দেখিল, কাহাকেও বা বাতাস করিল। এক রোগী অনর্গল কাসিতে লাগিল। সেবা কিছুতেই তাহাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছে না। রোগীর বুকে করতল ঘর্ষণ করিতে লাগিল। এই কাসির শব্দে ছাত্রদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল

বিভিন্ন ছাত্রের উত্তেজিত স্বর।—Nuisance!…শুধু nuisance, Nonsense!…আমার ইচ্ছে করে এক থাপ্পড়ে এক একটাকে সোজা যমের বাড়ী!…মাইরী, খেলার সময় এমন গোলমাল হলে, কোন্ শা—?…(জুলিয়ার স্বর ও টেবিল চাপড়ান) There ought to be a golmal tax!…ইত্যাদি।

সেবা। (রোগীর প্রতি)—ভয় নেই, সেরে যাবে! আচমকা ঘুম ভেঙে গেছে বুঝি! আচমকা ঘুম ভাঙলে এ রকম কাসি হয়! এতে ভয় কি? এখুনি সেরে যাবে! আপনি এই তালমিছরীটুকু মুখে দিয়ে অন্য কথা ভাবুন দেখি, দেখবেন এক্ষুণি সেরে যাবে! কেমন, ভাবছেন?

রোগী। এখন রাত ক'টা?

সেবা। একটা বাজবে এবার।

রোগী। এত রাত হয়ে গেছে, আপনি ঘুমুতে যান নি! আহাহা, কি কষ্টই দিচ্ছি!

সেবা। না না, আমার আর কষ্ট কৈ? কষ্ট তো আপনারই বেশী! আর তা' ছাড়া আমার তো এখন duty-ই আছে!

রোগী। Duty তো ওঁদেরও আছে (ক্রীড়ারত ছাত্রদের দেখাইল)।

সেবা নীরব রহিল

রোগী। আপনার প্রাণে বড়ই দরদ! আজ ৪৫ দিন এই হাসপাতালে আছি, কৈ এমন তো কাউকে দেখলুম না। সবাই আসে, গল্প করে, খেলে, মারামারি করে, ঘুমোয়, চলে যায়, রোগীর দিকে কেউ ফিরেও চায় না! না পাই—

রোগী হাঁপাইতে লাগিল

সেবা। চুপ করুন, চুপ করুন, নয়তো আবার কাসি বাড়বে!

রোগী। না পাই সময় মত ঔষধ, না পাই পথ্য, না পাই—কারো সেবা—

সেবা। কি অন্যায়!

রোগী। (উত্তেজিতভাবে)--অন্যায়! হাসপাতাল থেকে বেরোলে আর এমুখো হব, না কাউকে হতে দেব? এ নরকে কেউ যেন না আসে ভগবান, না আসে!

রোগীর পুনর্ব্বার অবিরাম দীর্ঘ কাসি

স্থান নীরব। কেবল ছাত্রদের তাস খেলিবার শব্দ ও মৃদু হাস্যধ্বনি

অপর এক রোগী। (করুণ কণ্ঠে) বাবা, তোমাদের পায়ে পড়ি বাবা, আমার বাড়ীতে একটা খবর দাও বাবা!

১ম ছাত্র। ঐ সেই পাগলা!

২য় ছাত্র। এই পাগলা চুপ্! তোর বাড়ীতে কেউ বেঁচে নেই, সব মারা গেছে!

৩য় ছাত্র। তুইও শিগ্‌গীর যাবি, ভয় কি!

ছাত্রদের মৃদু হাস্য। স্থান পূর্ব্বের মতো নীরব। কেবল ইহাদের খেলার শব্দ ও অস্ফুট গুঞ্জন। রোগীদের ক্ষীণ কাতরাণি। সেবার ব্যস্ততা—শয্যা হইতে শয্যায় যাইবার যেন অবসর নাই। এমন সময় বাহিরে তীব্রস্বরে মোটরের ইলেক্‌ট্রিক হর্ণ বাজিয়া উঠিল। অমনি ছাত্রেরা তাস পকেটে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া, এক একজন এক একটি রোগীর নিকট যাইয়া দাঁড়াইল।

৩য় ছাত্র। Ambulance!

৪র্থ ছাত্র। Accident Case আসছে!

ছাত্রদের এই অস্বাভাবিক ব্যস্ততা দেখিয়া সেবা বিস্মিত নয়নে ইহাদের দিকে চাহিয়া রহিল

১ম ছাত্র। ওহে প্রভু, অমন হাঁ কোরে চেয়ে থেক না, কাজ কর। Captain ব্যানার্জ্জী আসছেন!

সেবা। আমি তো বসে নেই!

১ম ছাত্র। বসে থাক বা না থাক, কিন্তু এই সময়টি থেক না! বসে আছ দেখলে Captain খেয়ে ফেলবে! কাজ কর, কাজ কর, don't kill time, সময় অতি মূল্যবান, বুঝলে প্রভু!

সেবা। বুঝলুম, কিন্তু একটা বিষয় বুঝতে পারছি নে! এই একটু আগে আপনারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সময়ের সদ্ব্যবহার কোরছিলেন, কিন্তু সহসা এমন অপব্যয় কোরতে আরম্ভ কোরলেন কেন?

৪র্থ ছাত্র। মানে?

সেবা। মানে, খেলা ছেড়ে উঠলেন কেন?

১ম ছাত্র। Accident case আসছে যে! Accident case-এর রোগী সব্বার আগে! (রোগীদের দেখাইয়া) এরা সব বাঁচুক মরুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু একটা accident case-এর unclaimed রোগী বাঁচলে লাভ, মরলেও লাভ! বাঁচলে কলেজের নাম, মরলে experiment, কাটবার সুযোগ!

সেবা শিহরিয়া উঠিল

২য় ছাত্র। বাঁচলে বুঝি আর experiment করবার সুযোগ পাওয়া যায় না?

১ম ছাত্র। তা কে অস্বীকার কোরছে? যত ওষুদ পড়ে আছে, যত injection পড়ে আছে, সবগুলো নির্ব্বিচারে চালাও, দেখ কোন্‌টাতে বাঁচে!

সেবা। কিংবা মরে!···মানুষের ওপর মানুষের এমন অবিচার বোধ করি আর কোথাও হয় না!

ছাত্রেরা এই নির্ম্মম সত্য অস্বীকার করিতে পারিল না। কেউ কাসিল, কেউ হাই তুলিল, কেউ অহেতুক চক্ষু মার্জ্জনা করিতে লাগিল

সেবা। সেবা, শুশ্রূষা, জীবন-দান, বিজ্ঞানের দান—এ সব তাহলে ভূয়ো, আলেয়া মাত্র !

৩য় ছাত্র। পরীক্ষা না হলে সিদ্ধান্ত হবে কি কোরে ?

সেবা। তাই বলে একজন মানুষকে মেরে আর একজন মানুষকে বাঁচাতে হবে এমন অসম্ভব যুক্তি কেউ কোনো দিন শুনেছে কি ?··· আপনারাও কি এ কথা কেউ কোনোদিন ভাবেন নি ?

দুই তিন জন। (সমস্বরে) আমরা ! ! !

৩য় ছাত্র। কি দরকার ?

৪র্থ ছাত্র। পাশ কোরতে এসেছি, পাশ কোরলে চলে যাব !

সেবা। এ পাশের মূল্য কি ?

৪র্থ ছাত্র। সরকারী চাকরী···বত্রিশ টাকা ভিজিট···ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক···বাড়ী-গাড়ী···বউ,···কি নয় ?

সেবা। কিন্তু মনুষ্যত্ব, বিবেক, সত্য ও ন্যায়, দেশও জনসেবা !

অধিকাংশ ছাত্র। (সমস্বরে) ওসব ভূয়ো, খোকার কপালে চাঁদের টিপ !

৪র্থ ছাত্র। ওসব মিথ্যা !

৩য় ছাত্র। সত্যি হচ্ছে রূপোর টাকা, নোটের টাকা আর চেকের টাকা ! তাতে মনুষ্যত্ব, বিবেক, দেশ প্রভৃতি যত কিছু প্রভৃতি আছে—সব সেখানে ইত্যাদি হয়ে থাকে !

সেবা। না না, কি বলছেন এ ! এ কি হতে পারে ? জগৎ কি কেবলই চুণ-কাঠ-পাথরের তৈরী ? রস-জল-বর্জ্জিত ? তা কি হতে পারে ? না না, তা নয় ! আপনার মন তা বলে না ! মনকে ফাঁকী দেবেন না, না না···

একটা ঠেলাগাড়ী আসিবার শব্দ শোনা গেল। শুনিয়া কার্য্যে ছাত্রদের অধিক মনোযোগ। উর্দ্দীপরা, বুকে রেড-ক্রশ চিহ্নিত দুইজন লোক একটা ঠেলাগাড়ী ঠেলিয়া আনিল। গাড়ীর উপরে বস্ত্রে আবৃত এক ব্যক্তি যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। উর্দ্দীপরা লোক দুইটি উহাকে সেই খালি বেডে শোয়াইতেছে, এমন সময় প্রবেশ করিল Captain Banerjee ও একজন ড্রেসার

ব্যানার্জ্জী। (ছাত্রদের প্রতি) কৈ, কোথায় সব? এস, এস, দেরী কোর না।

ব্যানার্জ্জী সেই বেডের নিকট অগ্রসর হইল। ছাত্ররা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইল। ড্রেসার কক্ষের মধ্যস্থলে রক্ষিত টেবিলে ড্রেসিং তুলা, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি ঠিক করিতে লাগিল

ব্যানার্জ্জী। (রোগীকে নির্দ্দেশ করিয়া) এই লোকটি এক মদের দোকানে দাঙ্গা কোরছিল। দাঙ্গার সময় কে এর তলপেটে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে, (ছাত্রদের প্রতি) অর্থাৎ যা হয়ে থাকে সব Nonsense ছোটলোকদের মধ্যে! এ লোকটাকে কেউ জানে না, চেনে না, এর সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারে নি, পুলিশও না! সুতরাং এ—

১ম ছাত্র। Unclaimed!

ব্যানার্জ্জী। Unclaimed! অর্থাৎ দাবীদার কেউ নেই। এ লোকটাকে দাবী করবার কেউ নেই। তা যখন নেই, তখন এ লোকটা শুধু শুধু মরে না যেয়ে আমাদের অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রের কাজে লাগুক না কেন?

রোগীর মর্ম্মান্তিক কাতরাণি

সেবা। স্যর, একে মরতে দেওয়া হবে না স্যর, একে বাঁচাতে হবে!

ব্যানার্জ্জী। বাঁচাতেই হবে এমন কোনো কথা নেই! আমরা

experiment কোরে যাব, বাঁচে ভাল, well & good, না বাঁচে আফশোষ নেই !

সেবা। না স্যর, বাঁচাতেই হবে! কেন বাঁচাবেন না স্যর! ও-ও তো মানুষ—আপনারই মতো, আমাদেরই মতো! আমাদের জীবন আমাদের কাছে যেমন মূল্যবান, ওরও জীবন ওর কাছে তেমনি! আজ ও অসহায়, শিশুর মতো অসহায়! আমাদের কর্ত্তব্য স্যর—

রোগীর কাতরাণি

সেবা। দেখুন স্যর, দেখুন যন্ত্রণায় কত অস্থির ও, কত অস্থির !

রোগী। প্রাণ যায়···উ···জল···জল...

ব্যানার্জ্জী। ক্ষতটা কত ইঞ্চি গভীর একবার পরীক্ষা করা দরকার। দেখি প্রোব্‌টা—

একজন প্রোব্‌ আগাইয়া দিল

রোগী। প্রাণ যে যায়···উঃ···কি যন্ত্রণা···(ব্যানার্জ্জী ক্ষতস্থানে প্রোব্‌ প্রবেশ করাইয়া দিল) উ হুহু···গেলাম, গেলাম (ব্যানার্জ্জী প্রোব্‌ বাহির করিল)·· বাবা, বাঁচাও বাবা, পায়ে পড়ি তোমার···

ব্যানার্জ্জী। (প্রোব্‌ পরীক্ষা করিতে করিতে) আড়াই ইঞ্চি গভীর ! একেবারে bladder ফুটো কোরেছে ! ডক্টর রোম্যানিস্‌ তাঁর Surgeryতে বলেছেন—bladder ফুটো হলে বাঁচবার আশা খুব কম থাকে ! এরকম আর একটি case আমি দেখেছিলুম, তারও ঠিক এমনি হয়েছিল। খুব চেষ্টা করা গেল তাকে বাঁচাবার, কিন্তু হবে কি কোরে ? ডক্টর রোম্যানিস্‌ যখন বলেছেন !

রোগীর কাতরাণি

সেবা। আর না স্যর, আর দেরী না—

ব্যানার্জ্জী। দেখ, এর ক্ষত দিয়ে এক এক ঝলক রক্ত বেরুচ্ছে, আর এর মুখের Muscle কেমন contract কোরছে। এই contractionকেই সাধারণ লোকে বলে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত কোরছে। কিন্তু ব্যাপার তা নয়, muscleএর contraction! এর রক্তটা বন্ধ করা দরকার। ড্রেসার!

ড্রেসার। স্যর!

ব্যানার্জ্জী। তোমার কাজ কর। (ড্রেসার ড্রেস করিতে লাগিল) একটা Adrenaline injection দিলে হয়!

২য় ছাত্র। কত c.c. স্যর?

ব্যানার্জ্জী। $\frac{1}{8}$ c.c. দাও! হঠাৎ হার্টফেল না করে এইজন্যে এইটে দেওয়া! এটাতে কিছুক্ষণ তাজা থাকবে!

রোগীর ক্ষীণ কাতরাণি

একজন ছাত্র injectionএর syringe ঠিক করিয়া দিল। Syringeএ ঔষধ দিয়া ডাক্তার injection দিল

রোগী। (কণ্ঠ এখন একটু সবল হইল) যন্ত্রণা···মা গো···প্রাণ যে যায়···

ব্যানার্জ্জী। (গর্ব্বিত স্বরে) দেখলে, যেই injectionটি দেওয়া, অমনি চাঙ্গা হয়ে উঠলো। আগে চিঁ চিঁ কোরছিল, এখন শোন ওর কথা! বিজ্ঞান! একে বলে বিজ্ঞান!

সেবা। (বিমুগ্ধ স্বরে) বিজ্ঞান মানুষকে একটা বিশেষ দান কোরেছে, নয় স্যর!

ব্যানার্জ্জী। করে নি? নিশ্চয় কোরেছে, দেখ্‌ছ তো চোখের ওপর?

ড্রেসার। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না স্যর!

ব্যানার্জ্জী। হচ্ছে না, তাই তো! ওহো দেখ, কাল জার্ম্মাণী থেকে যে sampleটা পাঠিয়েছে, আমার টেবিলে সেটা আছে।

একজন ছাত্র দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল

ব্যানার্জ্জী। শিগ্‌গীর এন!

৪র্থ ছাত্র। স্যর, নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না!

ব্যানার্জ্জী। যাচ্ছে না! তবে আর একটা adrenalin—! না না, adrenalin injection নয়, adrenalin tincture! তিন ফোঁটা দাও আস্তে কোরে জিভের নীচে ঢেলে! না না, মকরধ্বজ দাও দুই গ্রেণ! দাও শিগ্‌গীর! হাত-পায়ের তলায় সেঁক দাও, hot water bag…নার্স!

সকলের ব্যস্ততা। কেউ নাড়ী ধরিল, কেউ Stethoscope লাগাইল, কেউ ঘড়ি দেখিতে লাগিল, কেউ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ইত্যাদি। নার্স হাতে-পায়ে সেঁক দিতে লাগিল। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিল। সেবার হঠাৎ যেন কি মনে পড়িয়া গেল। সে ওখান হইতে চলিয়া আসিবার উপক্রম করিল

ব্যানার্জ্জী। (সেবার হাত ধরিয়া রূঢ়স্বরে) কোথায় যাচ্ছ?

সেবা। চার নম্বর বেডে যে টাইফয়েড রোগী আছে, তাকে এখন ওষুধ খাওয়ান উচিত, একবার দেখাও উচিত!

ব্যানার্জ্জী। Nonsense! একে দেখ!

সেবা। একে তো দেখবার অনেক আছে স্যর!

ব্যানার্জ্জী। তা থাক, তোমাকেও থাকতে হবে!

সেবা। ওরা?

ব্যানার্জ্জী। চুলোয় যাক ওরা!

সেবা। ওদেরও স্যর কারো কারো সঙ্কটাপন্ন অবস্থা!

ব্যানার্জ্জী। Nonsense! Don't argue, তর্ক কোর না! ওসব case-এর চেয়ে এ case-এর মূল্য অনেক বেশী! ওদের সব কয়টি মারা গেলেও হাসপাতালের বা কলেজের কিছু যাবে আসবে না, কিন্তু এই একটিকে বাঁচাতে পারলে আমাদের কি সুনাম হবে, তা তুমি জান?

সেবা। তা জানি নে স্যর! তবে অন্য রোগীদের অবজ্ঞা কোরে একজনের পেছনে সবাই থাকলে ঠিক সুবিচার হয় কি স্যর?

ব্যানার্জ্জী। Don't talk, Nonsense! তুমি—(যে ছাত্রটি ঔষধ আনিতে বাহিরে গিয়াছিল, সে ঝড়ের মতো প্রবেশ করিল)

ছাত্র। এই যে স্যর—(ব্যানার্জ্জীর হাতে একটা শিশি দিল)

ব্যানার্জ্জী। (শিশির গায়ে লেবেল পড়িতে পড়িতে)—To soak a sponge···একটা স্পঞ্জে এক চামচে এটা ঢেলে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দাও!

ছাত্রদের তথাকরণ

ড্রেসার। তাতেও হচ্ছে না স্যর!

৩য় ছাত্র। জ্ঞান নেই স্যর!

১ম ছাত্র। নাড়ী কখনো বা পাওয়া যাচ্ছে, কখনো—

২য় ছাত্র। দাঁতি লেগেছে স্যর!

৪র্থ ছাত্র। Heart beat Stethoscope-এ আর ধরা যাচ্ছে না স্যর!

৩য় ছাত্র। হাত পায়ের তেলো কিছুমাত্র গরম হয় নি স্যর!

ব্যানার্জ্জী। ডক্টর Locke-এর solution-টা এই সময়···জলদি!

চার নম্বর বেডের রোগী বিকৃতস্বরে গোঙাইয়া উঠিল। সেবা ব্যগ্রভাবে সেইদিকে পা বাড়াইল

ব্যানার্জ্জী সেবার জামা আকর্ষণ করিয়া—খবর্দ্দার!!

সেবা উত্তেজিত অস্ফুটস্বরে—সেই রোগী স্যর, সেই টাইফয়েডের—

ব্যানার্জ্জী। Nonsense!

সেবা। আমরা থাকতে, হাসপাতালে বিনা শুশ্রূষায় মারা যাবে স্যর? (সেই রোগী পুনরায় গোঙাইয়া উঠিল) ঐ দেখুন স্যর, দিন স্যর ছেড়ে, একবার শুধু দেখবো স্যর—

ব্যানার্জ্জী। Nonsense! এখানে থাক!! ওর চাইতে এ Case জরুরী, বুঝতে পারলে young man!

১ম ছাত্র। Locke solution খাওয়ান হয়েছে, কিন্তু কোনো পরিবর্ত্তন নেই স্যর!

২য় ছাত্র। নাড়ি তেম্‌নি!

৪র্থ ছাত্র। Heartও তেম্‌নি!

ড্রেসার। রক্তও তেম্‌নি পড়ছে!

৩য় ছাত্র উত্তেজিতস্বরে—চুপ চুপ, নিশ্বেস পড়ছে!

১ম ছাত্র। জ্ঞান হচ্ছে, জ্ঞান—

২য় ছাত্র। আস্তে, আস্তে, চুপ!

রোগী গোঙাইতে লাগিল, প্রথমে ক্ষীণ, পরে প্রবলবেগে। আক্ষেপ আরম্ভ হইল, হাত-পা প্রবলবেগে ছুঁড়িতে লাগিল। ডাক্তার একটা সিগারেট ধরাইয়া দেশলাই পকেটে ফেলিতে ফেলিতে বলিল—

ব্যানার্জ্জী। আর নয়, ওকে মর্গে পাঠিয়ে দাও!

বলিয়া একরূপ দ্রুতপদেই কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন। জুলিয়াও সকলের অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাতে বাহির হইয়া গেল। ছাত্রেরা সকলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রোগীটাকে দেখিতেছে। এক মিনিট, দুই মিনিট, সহসা রোগী বিকট এক চীৎকার করিয়া চুপ করিয়া গেল। সেবা ব্যতীত অম্‌নি সকলে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া সেই টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল। কেবল সেবা স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

১ম ছাত্র। যা বেটা নরকে কিংবা স্বর্গে!

২য় ছাত্র। সব পরিশ্রম বৃথা!

৩য় ছাত্র। মরবি তো মর, আগে মরলি না কেন! জ্বালাতন না কোরে এরা যেন মরতে জানে না!

৪র্থ ছাত্র। ভাই, ও লোকটার মাথাটা মোটা আছে, আমি ওর খুলিটা নেব।

১ম ছাত্র। না, আমি নেব ওটা!

৪র্থ ছাত্র। তোমাকে দিলেই হ'ল! আমি সেই প্রথম থেকে ওর মাথাটা নজর কোরছিলাম!

ড্রেসার। আপনারা ওর মাথা নিয়ে মারামারি কোরছেন, আমি দেখুন ওর কি নিয়েছি।

একটা সোণার আংটি দেখাইল। ছাত্রদের মধ্যে
অমনি সোরগোল পড়িল

ছাত্রেরা। দেখি, দেখি···কি চালাক ছোকরা, বাবাঃ···আমি কিন্তু মাইরি দেখ্‌তেই পাইনি...আমিও না···কি সাফাই হাত...

ড্রেসার যাইতে যাইতে—আজ্ঞে, তা আর হবে না! আজ পঁচিশ বছর ধরে—

প্রস্থান

ছাত্রদের মৃদু অর্থপূর্ণ হাসি

২য় ছাত্র। জুলিয়া! তাই তো মাইরি জুলিয়া কৈ?

১ম ছাত্র। কোথায় আবার? ব্যানার্জ্জী সাহেবের পাছু পাছু—

৩য় ছাত্র। Captain-এর মাইরি এ কিন্তু অন্যায়! আমরাও তো

৪র্থ ছাত্র সুর করিয়া—'ও ফুলে নেইকো মধু'—

সেবা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে ছাত্রদের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে দেখিয়া ছাত্রেরা নীরব হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। আসিতে আসিতে সেবার হঠাৎ কি মনে পড়িয়া গেল। অমনি দৌড়াইয়া সেই চার নম্বরের নিকট উপস্থিত হইল। বেডের নিকটে যাইয়াই সে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর পাগলের মতো রোগীর বুকে, পিঠে, হাতে, পায়ে হাত স্পর্শ করিতে লাগিল। নাড়ী দেখিল, মুখের ভিতরে আঙুল প্রবেশ করাইল, চোখের পাতা টানিয়া তুলিল, তারপরে সহসা এক অতি মর্ম্মান্তিক "আহা" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সহসা ছাত্রদের দিকে ঘুরিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিতে লাগিল—

সেবা। নেই !! এ নেই !!!

ছাত্রেরা সবেগে ক্ষিপ্রপদে বেডের নিকট উপস্থিত হইয়া রোগীকে সযত্নে পরীক্ষা করিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, পরে সেবার দিকে চাহিল।

সেবা। কি দেখলেন, বেঁচে আছে ?

ছাত্রেরা নতবদন হইল

সেবা। একান্ত অসহায় হয়ে এ লোকটা আপনাদের দ্বারে এসেছিল, বাঁচতে এসেছিল, সে কিনা, ..তাকে কিনা বিনা বাধায় মরতে দেওয়া হল···মেরে ফেলা হল।

উর্দ্দীপরা লোক দুইটি Accident Case-এর রোগীকে ঠেলাগাড়ীতে তুলিয়া সশব্দে কক্ষ ত্যাগ করিল। শব্দে প্রায় রোগীই জাগিয়া উঠিয়া ইহা দেখিল। দেখিয়া কেহ অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল, কেহ চক্ষু ঢাকিল, কেহ তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িল।

ছাত্রেরা কাসিয়া স্বর পরিস্কার করিবার চেষ্টা পাইল

সেবা। ও লোকটার জীবনের দাম এর চেয়ে বেশী তো ছিল না ! ওকে প্রচুর সেবা ও শুশ্রূষা করা হল, আপনারা সবাই রইলেন ওর কাছে, কিন্তু একে একটিবারও, এর কাছে একটিবারও কেউ—! (ছাত্রদের

সম্মুখীন হইয়া) বল্‌তে পারেন, জীবনের মূল্যের তারতম্য আছে কিছু? আমার ও আপনার জীবন, আপনার ও ওঁর জীবন—মূল্যের কিছু ভেদাভেদ আছে কি? আপনি যেমন আপনার কাছে, আমি তেম্‌নি আমার কাছে, নয় কি! কিন্তু···কিন্তু এর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

৪র্থ ছাত্র। কার মৃত্যুর জন্য কে দায়ী বলুন!

সেবা ক্ষিপ্তের মতো—দায়ী নয়! একশোবার দায়ী! হাজারবার দায়ী! আমি দায়ী, আপনি দায়ী, প্রিন্সিপাল দায়ী, দায়ী চিকিৎসা-বিভাগের যত শিক্ষক, যত ছাত্র—দায়ী তারা! বিনা চিকিৎসায়, বিনা শুশ্রূষায় চোখের ওপর মরতে দেওয়া হল, আপনাদের সম্মতিক্রমে মরতে দেওয়া হল—

১ম ছাত্র। আমাদের সম্মতিক্রমে?

সেবা। আপনাদের সম্মতিক্রমে! আপনারা দেখলেন সব, শুনলেন সব—তবু কিছু বললেন না! কেন? কি জন্য? কোন্ সাহসে, কোন্ অধিকারে আপনারা এমন করেন? বাঁচাতে পারেন না কাউকে, চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান নেই কারো আপনাদের, তবু মৃত্যুকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে সাধ যায়! কেন? আপনারা কি মৃত্যুজয়ী? মৃত্যুকে ফিরিয়েছেন কখনও? কেন, কোন্ অধিকারে আপনারা করেন এসব? সাধারণের যা অসাধ্য, তা তো পারেনই না, যা সাধ্য তাও করেন না আপনারা, অথবা পারেন না! আপনারা কতদূর নেমেছেন জানেন? যৌবনের সেই প্রথম প্রভাতের কথা কারো স্মরণ আছে আপনাদের? সেই যেদিন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রকৃত বাণী উপলব্ধি করেন—সেদিনের কথা মনে পড়ে কি? সেদিন আর আজ—কত তফাৎ! সেদিনকার আপনাদের সেই সুকোমল বৃত্তি, স্নেহ-প্রীতি,

মায়া-দয়া—কোথায় আজ সব! কি অধঃপতন, ছি ছি! কি আত্ম-বিস্মরণ, ছি ছি!

বিভিন্ন রোগীর কাতরাণির শব্দ

সেবা। ঐ শুনুন আর্ত্তের কান্না, অসহায় কান্না! এ কান্না শুনে কি কোরে স্থির থাকতে পারেন আপনারা, কি কোরে হাসেন! বাঁচতে এসেছে ওরা! ওদের স্বাস্থ্য নেই, সামর্থ্য নেই, শিশুর মতো অক্ষম ওরা! এ দেখে, এ জেনে কি কোরে, কি কোরে আপনারা হাসেন! না না, এ সম্ভব নয়। এমন সুন্দর পৃথিবীতে এমন কদর্য্যতা সম্ভব নয়! আসুন, আসুন সব, আর দেরী নয়, আর এ কদর্য্যতাকে বাড়তে দেওয়া নয়! আসুন, আজ থেকে আর একে প্রশ্রয় দেব না, আর অন্ধকার বাড়তে দেব না—আসুন, এই সঙ্কল্প করি আজ! আজ থেকে আলো জ্বালা হবে,—সুন্দর, উজ্জ্বল আলো—সে আলো জ্বালাব আমরা! আসুন, আসুন আর দেরী নয়, একটি মিনিটও দেরী নয়!

সাপুড়ের নিকট সর্প যেমন অভিভূত হয়, সেবার নিকট তেমনি করিয়া এই উদ্ধত, আত্মবিস্মৃত ছাত্রের দল আপনাদের আত্মসমর্পণ করিল। মুগ্ধের মতো ইহারা এক একজন এক একটি রোগীর পার্শ্বে যাইয়া বসিল, নিপুণ ও দরদী হস্তে তাহাদের সেবা করিতে লাগিল। কক্ষে যেন স্বর্গীয় আলো ফুটিয়া উঠিল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

একটি কক্ষ। হাসপাতালের অফিস ঘর এবং ল্যাবরেটরী। কক্ষে দুইটি টেবিল ও কতকগুলি চেয়ার। একটা টেবিলে হেড-ক্লার্ক বসে, অপরটি Captain ব্যানার্জ্জীর। হেড-ক্লার্কের টেবিলে স্তূপীকৃত খাতা। ব্যানার্জ্জীর টেবিলে সামান্য কিছু কাগজপত্র। টেবিলের পার্শ্বে টেলিফোন। কক্ষের আর একদিকে প্রকাণ্ড একটা উঁচু টেবিলে ল্যাবরেটরীর কাজ-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি। অজস্র ছোট বড় টিউব, কাঁচের ফানেল, নিক্তি প্রভৃতি। এখানে ল্যাবরেটরীর কাজ হয়। হেড ক্লার্ক তাহার টেবিলে বসিয়া খাতা-পত্রে ডুবিয়া আছে। ব্যানার্জ্জীর টেবিলের নিকটে বুক্-কেশ। অসংখ্য ডাক্তারী বই। এখন মধ্যাহ্ন।

টেলিফোঁন বাজিয়া উঠিল

হেড ক্লার্ক আসিয়া ফোন ধরিল—

হ্যালো! হ্যাঁ, এই!···কাকে চাই আপনার?···Captain Banerjee-কে! তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হবে না!···কেন?···তাঁর সময় নেই, না, মশাই না, তাঁর একটি মিনিট অবসর নেই, হাসপাতালের কাজ, কলেজের কাজ, কত দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে জানেন!···আজ্ঞে?···কি বল্‌লেন? তাঁর চায়ের নেমন্তন্ন!··কোথায়?·বাগান বাড়ীতে! স্যর শঙ্করীপ্রসাদের বাগান বাড়ীতে!···সন্ধ্যে ছটায়?···আজ্ঞে, নিশ্চয়ই বলবো! যাবেন না, বলেন কি! নিশ্চয় যাবেন! হাজার কাজ হলেও যাবেন! আজ্ঞে? আচ্ছা, আচ্ছা, আর বলতে হবে না! আজ্ঞে, না না। আজ্ঞে, না না না!

রিসিভার রাখিয়া দিয়া হেড্ ক্লার্ক স্বস্থানে বসিয়া গুন গুন করিতে করিতে আবার খাতাপত্রে মগ্ন হইল। সঙ্কুচিতভাবে হাসপাতালের পাচকের প্রবেশ

পাচক। সেলাম বড়া বাবু!

বড় বাবু নিরুত্তর

পাচক। বাবুজী!

ক্লার্ক। এই, চিল্লাও মৎ!

পাচক। হাম্‌কো কসুর হো গিয়া বাবুজী, ই দফে মাফ কিজিয়ে!

ক্লার্ক। নেই হোগা মাফ, হাম তোমাকে মাফ নেই করেগা! তুম হাম্‌রা বাৎ নাই শুন্‌তা, তোম্ হামকো জান্‌তা নেই?

পাচক। জান্‌তা হ্যয় বাবুজী!

ক্লার্ক। দেখ্‌তা হ্যয় ই সব খাতাপত্তর! ইস্‌মে হাম্ এক কলম লিখ্ দেনেসে তুম্ তো তুম্ ডাগ্‌দার সাহাবকো নোকরী চলা যাগা, জান্‌তা!

পাচক। জী বাবু, উ তো হাম্ জানতা, লেকিন—

ক্লার্ক। ও সব লেকিন টেকিন হবে না! তোমার চাকরী হাম খতম কর্ দিয়া, তুম্ যাও!

পাচক। বাবুজী, বহুৎ গরীব আদমী হ্যয়—

ক্লার্ক। আরে গরীব হ্যয় তো হাম্‌রা কথা কাহে নেই শুনতা! হাম্ যে তোম্‌কো বোল্ দিয়া যে রোজ বৈকাল-বেলামে সব দুধ্‌কা সর হাম্‌কো দেনে হোগা, উ তোম্ কাহে নেই দিয়া? তোম্‌রা বহুত ইয়ে হো গিয়া, নেই? নেই, হাম্ তোম্‌কো নেই মাংতা!

পাচক। এইসা আউর কভি নেই হোগা, মাফ কিজিয়ে বাবুজী!

ক্লার্ক। লেকিন তোম্ দুধকা সর দিতে ভুলেগা তো নেহি?

পাচক। জী নেহি, কভি নেহি!

ক্লার্ক। আচ্ছা যাও, তব্ হাম মাফ করতা! (প্রস্থানোদ্যত পাচককে ডাকিয়া) এই দেখো!

পাচক। জী!

ক্লার্ক। দেখো, আমার শরীর আজ আচ্ছা নেই হ্যায়! রোগী লোককা লিয়ে যে দুধ হয়, উস্‌সে এক সের দুধ দেকে হাম্‌কো পায়েস বানায় দেও তো সাম্‌কো বখ্‌ত, বুঝা!

পাচক। জী হাঁ!

ক্লার্ক। আচ্ছা যাও!

একদ্বার দিয়া পাচকের প্রস্থান, অপর দ্বার দিয়া ব্যানার্জ্জীর প্রবেশ। হেড ক্লার্ক উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্যানার্জ্জী নিজের আসনে বসিল। টেলিফোন বাজিয়া উঠিল

রিসিভার তুলিয়া ব্যানার্জ্জী—

হ্যাল্‌-লো! "নবযুগ" খবরের কাগজ থেকে বলছেন! কি বল্‌ছেন? আপনাদের একজন সহকারী সম্পাদকের অসুখ! কি অসুখ! Appendicitis? বড় কঠিন রোগ! হ্যাঁ, তা কি কোরতে হবে বলুন? হাসপাতালে রাখতে চান? আজ্ঞে না, বড়ই দুঃখিত, হবে না, হাসপাতালে জায়গা খালি নেই! কি কোরবো বলুন। বেড খালি নেই! আজ্ঞে? চিকিৎসা দরকার! তবে কেবিন ভাড়া করুন, দিন আট টাকা কোরে লাগবে! সামর্থ্য নেই? তবে আর— (রিসিভার রাখিয়া) এ হেড ক্লার্ক!

হেড ক্লার্ক। স্যর!

ব্যানার্জ্জী। নয় নম্বরের যে বেডটা খালি আছে, ওটাতে পরশু দিন আমার এক বন্ধুর নাতনী আসবে। বেচারী আমাশায়তে বড়ই ভুগছে, ভাল চিকিৎসার দরকার! বেডটা যেন খালি থাকে!

হেড ক্লার্ক। আজ্ঞে, আচ্ছা! স্যর, আপনার আজ সন্ধ্যায় চায়ের নেমন্তন্ন আছে।

ব্যানার্জ্জী। সন্ধ্যেয়! উঁ হুঁ, পারবো না, হাতে অনেক কাজ!

হেড ক্লার্ক। আমিও তাই বললুম স্যর, কিন্তু স্যর শঙ্করীপ্রসাদের লোক কিছুতেই ছাড়লেন না!

ব্যানার্জ্জী। কার লোক?

হেড ক্লার্ক। স্যর শঙ্করীপ্রসাদের—

ব্যানার্জ্জী। স্যর শঙ্করী—! নেমন্তন্ন কি তবে তাঁর ওখানে?

হেড ক্লার্ক। আজ্ঞে হ্যাঁ!

ব্যানার্জ্জী। এতক্ষণ বল নি কেন তবে? Nonsense! দেখি, দেখি টেলিফোন—

হেড ক্লার্ক। আজ্ঞে, আমি বলে দিয়েছি!

ব্যানার্জ্জী। কি বলেছ?

হেড ক্লার্ক। যে আপনি—

ব্যানার্জ্জী। আমি?

হেড ক্লার্ক। যে আপনি নিশ্চই যাবেন।

ব্যানার্জ্জী। আঃ বাঁচালে! 'যেতে পারবো না' বল্‌লে কি কেলেঙ্কারীই না হত! নেমন্তন্ন সন্ধ্যেয়, না! হাতের কাজগুলো তবে চট্‌পট সেরে নেওয়া যাক্‌! গত মাসের হিসেব পত্তরটা এই সময় সেরে ফেল দিকিন, ঝটপট!

হেডক্লার্ক প্রকাণ্ড এক খাতা তাড়াতাড়ি খুলিল

ব্যানার্জ্জী। বল, কি কি খরচ হয়েছে!

হেড ক্লার্ক। চাল—আড়াই মণ!

ব্যানার্জ্জী। লেখ, সাড়ে তিন মণ! আর দেখ, সামনের মাস থেকে আমার বাসায় যে চাল যাবে, তা যেন ঢেঁকীছাঁটা হয়!

হেড ক্লার্ক। আজ্ঞে আচ্ছা!

ব্যানার্জ্জী। তারপর বল।

হেড ক্লার্ক। কয়লা—পাঁচ মণ।

ব্যানার্জ্জী। লেখ, সাত মণ! তারপর?

হেড ক্লার্ক। দুধ—আড়াই মণ!

ব্যানার্জ্জী। লেখ, পাঁচ মণ! আমার বাসায় আজকাল মাত্র দেড় সের কোরে দুধ যাচ্ছে কেন হে?

হেড ক্লার্ক। আজ্ঞে, রুগী বেড়েছে।

ব্যানার্জ্জী। Nonsense! রুগী বাড়ুক, কমুক, আমার বাড়ীতে আড়াই সের কোরে দুধ যাওয়া চাই-ই, বুঝলে?

হেড ক্লার্ক। আজ্ঞে!

ব্যানার্জ্জী। তারপর?

হেড ক্লার্ক। মাছ—দেড় মণ!

ব্যানার্জ্জী। লেখ, তিন মণ! ওহে দেখ, কাল একটা বড় রুই আন্‌তে বলে দিও! আমার মেয়ে বহুদিন পর শ্বশুরবাড়ী থেকে আস্‌ছে।

হেড ক্লার্ক। আজ্ঞে আচ্ছা! ওষুধ—সাড়ে তিনশো টাকা!

ব্যানার্জ্জী। লেখ পাঁচশো!

হেড ক্লার্ক। অফিসার, নার্স, চাকরবাকরদের মাইনে—সাড়ে পাঁচশো!

ব্যানার্জ্জী। ও বরাবর যা হয়ে থাকে, তাই হবে! ঐ সাড়ে সাতশো!

হেড ক্লার্ক। স্যর, আমার মাইনে আর বাড়লো না স্যর!

ব্যানার্জ্জী। বাড়বে, বাড়বে! যদি তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর,—তবে বাড়বে, নিশ্চয়ই বাড়বে, কেন বাড়বে না! তাহলে, সব শুদ্ধ কত টাকা হল?

হেড ক্লার্ক। আমাদের খাতায় দু হাজার সাতশো নিরনব্বুই, আর হাসপাতালের খাতায় তিন হাজার সাতশো নিরনব্বুই।

ব্যানার্জ্জী। আচ্ছা বেশ, Thank you, এবার—

সেবাব্রতের প্রবেশ

সেবা। আমার একটা প্রার্থনা আছে স্যর!

ব্যানার্জ্জী। বল বাবা বল, কি চাই তোমার?

সেবা। স্যর, আজ তিনদিন ধরে একটা রোগী আমাদের হাসপাতালে এসে রোজ ফিরে যাচ্ছে!

ব্যানার্জ্জী। কেন? কি হয়েছে তার?

সেবা। স্যর, তার ডান হাতে বড় ভীষণ ঘা হয়েছে। বড় গরীব সে স্যর, সম্বল তার ঐ ডান হাত! ওটি গেলে ওর আর জীবিকার উপায় রইবে না স্যর! ওকে ভর্ত্তি কোরে নিতেই হবে স্যর, আমার অনুরোধ!

ব্যানার্জ্জী। সে কি তোমার কেউ হয়?

সেবা। না স্যর, আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত!

ব্যানার্জ্জী। তবে ওর জন্যে তোমার অত মাথাব্যথা কেন? ও-রকম কত আসছে, কত যাচ্ছে—ও দেখ্‌তে গেলে আর ডাক্তারী করা চলে না! ডাক্তার হতে হলে মনটা পাথরের মতো শক্ত করা দরকার, বুঝলে বাবা!

সেবা। সব ক্ষেত্রে তা বোধ হয় কোরতে পারা যায় না! এই একে

ধরুন স্যর, অতি দীন-দরিদ্র, অসংখ্য পোষ্য, সহায় কেবল নিজের ডান হাত! তাই আজ অক্ষম! এবং এই অক্ষম হাত যদি পূর্ব্বের স্বাভাবিক শক্তি ফিরে না পায়, তবে এ লোকটাকে তো অপরের অনুগ্রহের দিকে চেয়ে জীবন কাটাইতেই হবে! তার পরিবারবর্গ—যারা একমাত্র তারই অন্নে প্রতিপালিত—তাদের দশা কি হবে স্যর! এ লোকটির ডান হাতের ক্ষতস্থানের কথাই কি শুধু ভাবলে চলবে স্যর?

ব্যানার্জ্জী। তুমি ছোকরা বড়ই সমাজতন্ত্রবাদী। কাঁচা বয়েসে আমরাও ও রকম ছিলুম, এখন ঘা খেয়ে খেয়ে ঠিক হয়ে গেছি। দেখ, হাসপাতালে অত কথা বিচার কোরতে গেলে চলে না। এখানে প্রথমেই দেখবে রোগের গুরুত্ব, পরে দেখবে, রোগীর স্থান হতে পারে কি না! যদি দেখ, রোগ তেমন নয়, দেবে হাঁকিয়ে; যদি দেখ, বেড খালি নেই, তবে ভদ্রভাষায় দেবে পথ দেখিয়ে! এই হচ্ছে এখানকার নীতি! এই নীতি বহু প্রাতস্মরণীয় চিকিৎসক মেনে গেছেন, আমরা মানছি, এবং আমাদের পরে যারা আসবে—তারাও মানবে! যাক্ সে কথা, তুমি যখন বলছ, ওহে হেড ক্লার্ক, দেখ তো লোকটাকে কোথাও—

হেড ক্লার্ক। (প্রকাণ্ড এক মোটা খাতা গভীরভাবে দেখিয়া দেখিয়া) কোথাও তো খালি নেই! তবে স্যর, একটা টাইফয়েডের রোগী অনেকদিন পড়ে আছে!

ব্যানার্জ্জী। কত দিন?

হেড ক্লার্ক। তা স্যর অনেক হবে, প্রায পনের দিন!

ব্যানার্জ্জী। তবে দাও, ওর জায়গায় একে!

সেবা। আর সে?

ব্যানার্জ্জী।—তাকে হাসপাতাল ছাড়তে হবে!

সেবা। না স্যর, না! আমি দেখেছি সে রোগীকে, সে এখনও

উঠতে সম্পূর্ণ অশক্ত, ভয়ানক দুর্ব্বল···তার আরো চিকিৎসার দরকার, আরো অনেক দিন! না স্যর, কাজ নেই তবে ওকে সরিয়ে, ও থাক স্যর যেখানে আছে! আমি দেখি, অন্য দিক্ দিয়ে এ লোকটার কিছু কোরতে পারি কি না!

সবেগে প্রস্থান

প্রস্থানপর সেবার দিকে চাহিয়া ব্যানার্জ্জী। Sentimental nonsense!

হেড ক্লার্ক। হ্যাঁ স্যর, তাই!

ব্যানার্জ্জী। এরা কোরবে ডাক্তারী, ছো!···যাক্ গে! তারপর বল হে, বল! (অ্যাটাচী কেস হস্তে এক পেটেণ্ট ঔষধকারকের প্রবেশ) কি চাই আপনার?

প, ঔ, ক। আজ্ঞে নমস্কার! আমি আজ্ঞে বহুদূর থেকে আপনার কাছে আজ্ঞে—

ব্যানার্জ্জী। কি দরকার আপনার?

অ্যাটাচী ব্যাগ খুলিতে খুলিতে প, ঔ, ক। আজ্ঞে আমার এইটে—

ব্যানার্জ্জী। চাকরী খালি নেই!

প, ঔ, ক। আজ্ঞে চাকরী নয়, আমার এই ওষুধটার কথা আজ্ঞে আপনাকে—

ব্যানার্জ্জী। পেটেণ্ট?

প, ঔ, ক। আজ্ঞে আমার নিজের আবিষ্কৃত!

ব্যানার্জ্জী। ঐ তো পেটেণ্ট!

প, ঔ, ক। আজ্ঞে এতে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর,—

ব্যানার্জ্জী। গণোরিয়া, সিফিলিস, টি-বি, থাইসিস—·

প, ঔ, ক। আজ্ঞে ওসব নয়!

ব্যানার্জ্জী। তবে!

প, ঔ, ক। আজ্ঞে মাত্র ঐ তিনটি অসুখেরই ওষুধ এটি!

ব্যানার্জ্জী। মো—টে!

প, ঔ, ক। আজ্ঞে আপনি বিদ্রূপ কোরছেন!

ব্যানার্জ্জী। মোটে এই কটি অসুখের ওষুধ! তবে মশাই চলবে না! বলবেন, এক ওষুধে যত রকম অসুখ আছে, মায় বার্থ কণ্ট্রোল থেকে মেয়ের বিয়ে—সব কেটে যাবে! দেখবেন কেমন হু হু কোরে কাটে! যত সব ননসেন্স! পেটেণ্ট পেটেণ্ট কোরে দেশটা গেল! না মশাই ও পেটেণ্ট-ফেটেণ্ট আমাদের হাসপাতালে রাখা হয় না!

প, ঔ, ক। আজ্ঞে তার জন্যে নয়! আপনি দয়া কোরে দু'কলম যদি একটু হেঁ হেঁ কোরে দেন—

ব্যানার্জ্জী। কি, আপনার ওষুধের সার্টিফিকেট দেব! আমি! আমি ক্যাপ্টেন ব্যানার্জ্জী পরীক্ষা না কোরে সার্টিফিকেট! অ্যাঁঃ! কি বলেন আপনি!

প, ঔ, ক। (নিম্নস্বরে)—আজ্ঞে আপনার মর্য্যাদা বড়ই বেশী জানি! আমি দরিদ্র, আমার দ্বারা তা রক্ষা সম্পূর্ণ অসম্ভব! আমি সামান্য লোক, আপনাকে পান খাবার জন্যে সামান্য কিছু—

ব্যানার্জ্জী। (নিম্নস্বরে) কত?

প, ঔ, ক। (নিম্নস্বরে) আজ্ঞে তিনশো নিয়ে আমার—

ব্যানার্জ্জী। (নিম্নস্বরে) পাঁচশো চাই, ভাল কোরে লিখে দেব!

প, ঔ, ক। (নিম্নস্বরে) আজ্ঞে বড়ই গরীব আমি, তবে আপনি যখন বলছেন, তখন—! আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই দিচ্ছি!

ব্যানার্জ্জী। ওহে হেড ক্লার্ক!

হেড ক্লার্ক। স্যর !

ব্যানার্জ্জী। দেখ, আজ আর অফিসের কাজ বেশী এগুবে না আমার একটা experiment আছে, তুমি এখন তোমার কাজে যাও !

প, ঔ, ক'র দিকে আড়চোখে চাহিতে চাহিতে হেড ক্লার্কের প্রস্থান। একখানা কাগজ ব্যানার্জ্জী লিখিতে লাগিল

"দীর্ঘকাল ধরিয়া আমি আমার রোগীদিগকে"—কি আপনার ওষুধের নাম ?

প, ঔ, ক। 'ফিভারকিল !'

ব্যানার্জ্জী। "আমি আমার রোগীদিগকে 'ফিভারকিল' সেবন করাইয়া অতি আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছি। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের একমাত্র ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে এই ফিভারকিল।" এই নিন।

প, ঔ, ক। আজ্ঞে এতেই হবে ! এই আজ্ঞে আপনার চেক ! আমি তাহলে এখন আজ্ঞে—

ব্যানার্জ্জী। আচ্ছা।

প, ঔ, ক। আজ্ঞে তাহলে নমস্কার।

প্রস্থান

সে চলিয়া গেল। ব্যানার্জ্জী কিছুকাল আঙুল দিয়া টেবিল বাজাইল। পরে লম্বা এক শীষ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্যাণ্টের দুই পকেটে দুই হাত প্রবেশ করাইয়া নত মস্তকে পাদচারণা করিতে লাগিল।

ব্যানার্জ্জী। মল্লিকা ! ওর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা আজই—! কি করি ! (লম্বা শীষ)

পায়চারী করিতে করিতে ল্যাবরেটরীর টেবিলের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। বাম হাতে একটা টিউব লইয়া চোখের নিকট ধরিল। টিউবে হলদে রং এর এক প্রকার তরল পদার্থ

নাঃ, এ হবে না।

পুনরায় পাদচারণ। সহসা ইহার যেন কি মনে পড়িয়া গেল। বুক-কেস হইতে তাড়াতাড়ি একখানা বই টানিয়া লইয়া পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ এক স্থানে উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িতে লাগিল। পাঠ অন্তে প্রবল এক শীষ। পুনরায় পাঠ।

wonderful! আশ্চর্য্য! জার্ম্মেণীর ডাক্তার Goltz একটা কুকুরের মস্তিষ্ক তার মাথা থেকে বের কোরে নিয়ে দেখলেন, কুকুর না মরেও তার সকল চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে! (পুস্তক পাঠ) "In man the tendency to recover is least" মানুষের বেলায় যদি এমনি করা যায়, তবে তার পূর্ব্ব চৈতন্য ফেরবার সম্ভাবনা খুবই কম!...হুম্!...বটে! (পুনরায় পাদচারণ) একটা কুকুর চাই! আমিও দেখ্‌তে চাই!... বেয়ারার!

বেহারার প্রবেশ

বেহারা। হুজুর!

ব্যানার্জ্জী। জিম্‌কো লে আও!

বেহারা। বহুত আচ্ছা হুজুর!

প্রস্থান

অস্ত্রোপচারের জন্য ব্যানার্জ্জী প্রস্তুত হইতে লাগিল। ধারাল, সুতীক্ষ্ণ নানাবিধ অস্ত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল। দুই তিনটা টিউব পরীক্ষা করিল। কাঁচের spirit lampএ অস্ত্রগুলি sterilize করিল

জিম কুকুরকে লইয়া বেহারার প্রবেশ জিমকে রাখিয়া তাহার প্রস্থান।

অস্ত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার জিমের নিকট আগাইয়া আসিল।

ব্যানার্জ্জী। জিম্!

জিম। ও-ঔ-ঔ!

ব্যানার্জ্জী পকেট হইতে একখানা বিস্কুট বাহির করিয়া জিমকে খাইতে দিল। জিম নিবিষ্ট চিত্তে তাহা খাইতে লাগিল। ইত্যবসরে ব্যানার্জ্জী ক্ষিপ্র পদে দুই তিনটা ধারাল অস্ত্র আনিয়া কুকুরের পশ্চাতে দাঁড়াইল। এই স্থান এখন অন্ধকার, মাঝে মাঝে স্বল্প ফোকাস পড়িবে। স্থান অন্ধকার হইবামাত্র একটা কুকুরের মর্ম্মান্তিক চীৎকারে সমস্ত ষ্টেজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে ফোকাস পড়িতে দেখা যাইতেছে অস্ত্র হাতে ব্যানার্জ্জী কুকুরের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে ক্ষিপ্রগতিতে যাইতেছে। কুকুরের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ক্রমশঃ নীরব হইয়া আসিল। স্থান আলোকিত হইয়া উঠিল। দেখা গেল কুকুরটি স্থাণুর মতো চুপ করিয়া বসিয়া আছে, আর ডাক্তার ব্যানার্জ্জী Laboratory টেবিলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই তিনটি পাত্র লইয়া সন্তর্পণে নাড়াচাড়া করিতেছে। কিছু পরে spirit পূর্ণ একটা কাঁচের আধার ব্যানার্জ্জী উচ্চে তুলিল। তাহাতে একখণ্ড মাংসের মতো কিছু একটা নড়াচড়া করিতেছে। পাত্রটি টেবিলে রাখিয়া ব্যানার্জ্জী আরো কিছুকাল কি পরীক্ষা করিল। পরে টেবিল ছাড়িয়া ঠিক কুকুরের সম্মুখে আসিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চিন্তিত মুখে ক্রমে ক্রমে বিজয় ও সাফল্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল। মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কুকুরের দক্ষিণ দিকে সরিয়া আসিয়া ডাক্তার স্বাভাবিকস্বরে ডাকিল।

ব্যানার্জ্জী। জিম!

কুকুরের কোনো সাড়া নাই

কুকুরের ঠিক সম্মুখে আসিয়া একটু উত্তেজিত স্বরে ব্যানার্জ্জী পুনরায় ডাকিল—

—জিম্ !!

কুকুর পূর্ব্ববৎ

কুকুরের বাম পার্শ্বে যাইয়া পূর্ণ উত্তেজনার স্বরে ব্যানার্জ্জী ডাকিল—

—জিমি !!!

কুকুর পূর্ব্ববৎ

পরমুহূর্ত্তে ব্যানার্জ্জী হা-হা করিয়া অট্টহাসি হাসিতে লাগিল

ব্যানার্জ্জী। (হাসিতে লাগিল)—হা-হা-হা-হা, হা-হা-হা-হা, মল্লিকা হা-হা-হা-হা ··

বিকট হাসিতে ষ্টেজ কাঁপিয়া উঠিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

মল্লিকার কক্ষ। মল্লিকা উত্তেজিতভাবে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেবার হাতে ছোট কাঁচের গেলাসে ঔষধ। টেবিলে ঔষধের শিশি। এখন অপরাহ্ণ।

মল্লিকা। আমি খাব না, খাব না, খাব না!

সেবা। কিন্তু কেন খাবে না বল? সব বিষয়ে ছেলেমানুষের মতো কোরলে চলে না। অসুখ হলে ওষুধ খেতেই হয়!

মল্লিকা। আমার কি অসুখ?

সেবা নিরুত্তর

মল্লিকা। আমি যে তাই জানতে চাইছি! বলুন আমার কি অসুখ, আমি ওষুধ খাচ্ছি!

সেবা। মল্লিকা, Captain Banerjee কখনো তোমার অহিত কোরবেন না! তোমার ভালর জন্যেই তিনি এ ওষুধ দিয়েছেন?

মল্লিকা। আমার কি বিকল হয়েছে যার জন্যে এ ওষুধ।

সেবা। সে তিনি জানেন মল্লিকা, তিনি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক!

মল্লিকা। চিকিৎসকের মাথায় মারি ঝাড়ু!

সেবা। ছি ছি মল্লিকা, ও-কথা বল্‌তে নেই! সত্যিকারের চিকিৎসক বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতো! তাঁরা জগতের অনেক কল্যাণ করেন!

মল্লিকা। কি করেন তাঁরা ?

সেবা। দুস্থ, অক্ষম রোগীকে আরোগ্য করেন!

মল্লিকা। ডাক্তার যখন একটা রোগীকে আরোগ্য করে, তখন একশোজন লোক সেকথা জানতে পারে, আর যাদের আরোগ্য কোরতে পারে না, তাবা নিমতলাব ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যায়! কার কথা ভাবব? —একজন রোগী, না নিমতলার ধোঁয়ায় ঢাকা—

সেবা। চিকিৎসকদের সম্বন্ধে এ তোমার ভুল ধারণা মল্লিকা!

মল্লিকা। যেহেতু আপনি ডাক্তারী পড়ছেন!

সেবা। না, যেহেতু আমি চিকিৎসাবিদ্যাকে শ্রদ্ধা করি!

মল্লিকা। অপাত্রে শ্রদ্ধা কোবছেন!

সেবা। যথা সময়ে তার বিচার হবে! কিন্তু কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে মল্লিকা, ওষুধটা—

নেপথ্যের উন্মাদ। ক্ষীর সাগরের উদ্দেশ্যে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে রাজপুত্র ছুটলেন। মাঠের প'র মাঠ গেল, তেপান্তরের মাঠ! এক যোজন, একশো যোজন, এক হাজ একশো যোজন পেরিয়ে গেলেন তিনি, কিন্তু জল পেলেন না কোথাও!

মল্লিকা। ঐ! ঐ আবার সেই! ওই আমাকে পাগল কোরবে, ঐ পাগল! এখানে এত জায়গা থাকতে ওর পাশে এনে আমায় কেন রাখলেন আপনারা?

সেবা। তুমি · তোমাকে···

মল্লিকা। আমি কি?

সেবা। (দৃঢ়কণ্ঠে)—তোমাকে কেউ কেউ পাগল মনে কোরেছে, তাই!

মল্লিকা। আবার, আবার সেই কথা! আমাকে পাগল মনে

কোরেছে! আমি কি সত্যিই পাগল হয়েছি! আচ্ছা দেখুন, আমি কি সত্যিই পাগল হয়েছি?

সেবা। মল্লিকা, কেন তুমি নিজেকে ও সব মনে কোরছ? আমি তোমাকে আগে অনেকবার বলেছি, এখনো বলছি—তুমি পাগল নও!

মল্লিকা। তাহলে এ ওষুধ কেন?

সেবা। তোমার ভালর জন্যে!

মল্লিকা। না, তা নয়! আমি পাগল বলে! আচ্ছা, আমি যদি সত্যিই পাগল হই, আমায় কি চিরদিন এখানে থাকতে হবে?

সেবা। যতদিন না তুমি আরোগ্য হও!

মল্লিকা। আচ্ছা, একটা পাগল কতদিনে ভাল হয়? আচ্ছা, ও-ঘরের ঐ পাগলটাকে আপনারা শিগ্‌গীর কোরে ভাল কোরে দেন না কেন? ও বড় কষ্ট পাচ্ছে! কি সব সারাদিন বলে! আচ্ছা, আমি যদি পাগল হই, তবে আমিও কি অম্‌নি কোরে দিন রাত চেঁচাব? মাগো মা, কি ভয়ানক হবে তাহলে! আচ্ছা, আপনারা ও-লোকটাকে মারেন কেন? আপনাদের কি মায়া দয়া কিছুই নেই? মারতে এতটুকু আপনাদের দয়া হয় না! কি নির্ম্মম আপনারা! উঃ মাগো, ভাবতে গা শিউরে ওঠে! আমাকে যখন অম্‌নি কোরে মারবেন, তখনকার কথা মনে হলে···মাগো! না, আমায় ছেড়ে দিন, দুটি পায়ে পড়ি আপনার, ছেড়ে দিন—

সেবা। শোন মল্লিকা, তুমি যদি এম্‌নি জোরে যা তা বকে যাও, তবে আর পাগল হতে বেশী বাকী থাকবে না!

মল্লিকা। কিন্তু আমায় বাড়ী যেতে দিচ্ছেন না কেন?

সেবা নিরুত্তর

মল্লিকা। আমি জানি কেন যেতে দিচ্ছেন না। সেদিন আপনাদের বড় ডাক্তার এসেছিলেন—

সেবা। কে? Captain ব্যানার্জ্জী?

মল্লিকা। তিনিই বল্লেন, 'তুমি পাগল, তাই তোমাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে!' আচ্ছা, আমি কি সত্যিই পাগল? সত্যিই কি আমার মাথা খারাপ হয়েছে?

সেবা। মল্লিকা ওষুধটি খেয়ে ফেল লক্ষ্মীটি!

মল্লিকা। আমি যদি আজ এখানে মরে যাই, আমার জন্যে একটি প্রাণীও চোখের জল ফেলবে না!

সেবা। মল্লিকা, আমি আছি! আমি তোমায় মরতে দেব না!

মল্লিকা। কেন, আপনি আমার কে?

সেবা। মল্লিকা!

মল্লিকা মুখ নত করিল

সেবা। শোন মল্লিকা, তুমি আমার হৃদয়ের কতখানি স্থান জুড়ে আছ, সে তোমাকে সামান্য কথায় কি জানাব! মল্লিকা, তুমি সম্পূর্ণ ই আমার, আর কারো নও!

মল্লিকা সেবার দিকে অগ্রসর হইল। সেবা সযত্নে তাহাকে ধরিয়া বিছানায় তাহার পার্শ্বে বসিল

সেবা। মল্লিকা, তোমায় বড় ভালবাসি মল্লিকা! ভালবাসা বল্‌লে বড় ছোট কথা বলা হয় মল্লিকা, তোমায় কোনো উচ্চ আসনে বসিয়ে ফুল দিয়ে পূজো কোরতে ইচ্ছে যায়—

নেপথ্যের উন্মাদ। শোন বিশ্বের যত নরনারী

শোন অধীনার কাহিনী!

সেবা। সত্যি মল্লিকা, তুমি বড় স্নিগ্ধ, বড় পবিত্র, মর্ত্ত্যলোকের অধিবাসী যেন তুমি নও! মল্লিকা, মল্লিকা—

মল্লিকা সেবার বুকে মুখ লুকাইল

নেপথ্যের উন্মাদ। ওগো দেখ, দেখ, মরুভূমির মাঝে নদী পথ হারিয়ে ফেললে!

চকিতা হরিণীর মতো মল্লিকা মুখ তুলিল

মল্লিকা। আমায় তুমি এখান থেকে নিয়ে যাও! আমার বড় ভয় করে এখানে থাকতে!

সেবা। ভয় কি মল্লিকা, আমি আছি!

মল্লিকা। না, আমার বড় ভয় করে! সর্ব্বদা আমার যেন মনে হয় কারা সব আমায় মারবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আর তাছাড়া ঐ পাগল, ওর চীৎকারে আমার বড়ই ভয় করে! বল, তুমি আমায় এখান থেকে নিয়ে যাবে!

সেবা মাথা নত করিল

মল্লিকা। বল, আমায় নিয়ে যাবে!

সেবা। (আরক্ত মুখে মাথা তুলিল। প্রায় অস্ফুট স্বরে বলিল)—মল্লিকা যাবে?

মল্লিকা। যাব, যাব, এখনি যাব!

সেবা। এখন নয় মল্লিকা, কাল রাতে একটার সময় আমি তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাব! কিন্তু মল্লিকা, তুমি আমার তো!

মল্লিকা মাথা নত করিল

সেবা। মল্লিকা, তবে তুমি আমার!

আবার মল্লিকা সেবার বক্ষে মাথা লুকাইল

সেবা। মল্লিকা, কাল রাতে একটার সময় যেন ঘুমিয়ে পড়ো না, তাহলে আর নিয়ে যেতে পারবো না!

মল্লিকা। না গো না, আমি কি তেম্‌নি বোকা!

ছোট একটা চামড়ার কালো সুটকেশ হাতে ব্যানার্জ্জীর প্রবেশ। তাহাকে আসিতে দেখিয়া সেবা তড়িতে উঠিয়া দূরে দাঁড়াইল। ব্যানার্জ্জী প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর সুটকেশটি রাখিয়া চেয়ার টানিয়া বসিয়া স্থির দৃষ্টিতে মল্লিকার দিকে চাহিয়া রহিল। পরে সেবার দিকে চাহিয়া বলিল

ব্যানার্জ্জী। ঠিক একই রকম আছে!

সেবা কথা কহিল না

ব্যানার্জ্জী। সেই চাউনি, সেই বসবার ভঙ্গি, সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পন্দন—সব একই রকম আছে! সেই রকম অবান্তর কথাও বোধ হয় বলছিল?

সেবা। অনেক কথা বলেছে!

ব্যানার্জ্জী। (গম্ভীর স্বরে)—হুঁ তা তো বলবেই! প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হয় এ বড় সাধারণ দরের পাগল নয়। এর চিকিৎসা গতানুগতিক প্রথায় কোরলে সুফল ফলবে না। আমি এ রকম case আর দেখিনি। Case-টা খুবই interesting! ডক্টর Pinell এ রকম case-এর দুটো উদাহরণ দিয়েছেন! এ রকম একটা case আমাদের হাত দিয়ে আরোগ্য হলে আমাদের কলেজের কি নাম হবে জান! হ্যাঁ, সেই ওষুধটা, ওষুধটা খাওয়ান হয়েছে?

সেবা ঘাড় নাড়িল

ব্যানার্জ্জী। খাওয়ান হয় নি? দাও খাইয়ে, আর দেরী কোর না, আমার হাতে অনেক কাজ! (মৃদু স্বরে) ওষুধটা আর কিছুই নয়,

একটু ঘুমের ওষুধ মাত্র,—পটাশ ব্রোমাইড, খেলেই ঘুমিয়ে পড়বে। ও ঘুমুলে, ওকে নিয়ে আমি আজ একটু সামান্য গবেষণা কোরবো! (উচ্চে) হাঁ, দাও খাইয়ে, আর দেরী নয়!

ঔষধের গ্লাস লইয়া সেবা মল্লিকার দিকে অগ্রসর হইল

ব্যানার্জ্জী। খাও মা, খাও! লক্ষ্মী মেয়ের মতো ওষুধটি খেয়ে ফেল তো!

সেবা। (মৃদু স্বরে) খাও মল্লিকা!

মল্লিকা। না, আমি খাব না, ও বিষ!

ব্যানার্জ্জী। আ ছি ছি মা, কি বল্লে! ডাক্তার কি কখনো বিষ খাওয়ায়! অ্যাঁ মা, ছি ছি! আমি তোমার বাপের মতো, আমি কি তোমাকে বিষ খাওয়াতে পারি! তোমার ভগ্নিপতি আমায় কত স্নেহ করেন, আমি তাঁকে কত শ্রদ্ধা করি, আমি কি তোমাকে বিষ খাওয়াতে পারি! খাও মা খাও! ওষুধ, ওষুধ কি কখনো বিষ হয়!

মল্লিকা। (সেবার দিকে চাহিয়া)—ঠিক বলছো ও বিষ নয়!

সেবা। না, বিষ নয়!

মল্লিকা। ও খেলে আমার কোনো অপকার হবে না!

সেবা। অহিত হবে না!

মল্লিকা। দাও তবে খাচ্ছি! কিন্তু তোমারই কথায় বিশ্বেস কোরে খাচ্ছি!

সেবার হাত হইতে গ্লাস লইয়া মল্লিকা এক চুমুকে নিঃশেষ করিল। সেবা ও ব্যানার্জ্জী তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া। ব্যানার্জ্জীর চোখে ঈষৎ সয়তান খেলিয়া গেল। সেবা দূরে সরিয়া আসিল

ব্যানার্জ্জী। (সেবাকে মৃদু স্বরে)—Potass Bromide খুব শিগ্‌গীর ফল দেয়!

বলিয়া মল্লিকার দিকে চাহিয়া রহিল। অল্পে অল্পে ঔষধের ক্রিয়া মল্লিকার মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঘুমে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিতে লাগিল, জোর করিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াও সে সফল হইতে পারিল না। ঘন ঘন হাই উঠিতে লাগিল।

মল্লিকা। আমার যেন কেমন ঘুম পাচ্ছে···বড্ড ঘুম!

ব্যানার্জ্জী। ঘুমোও মা, ঘুমোও! ঘুম পেলে ঘুমুবে বৈ কি!

মল্লিকা। কেমন যেন কি সব দেখছি! লাল···সাদা···পাহাড়··· ···অনেক পরী······গান গাইছে···(তাহার স্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। বহুদুর হইতে যেন তাহার কথা ভাসিয়া আসিতে লাগিল) কি সুন্দর গান······অনেক বাজনা······আমি আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছি · ·· সোঁ সোঁ · যাচ্ছি···

ব্যানার্জ্জী। এবার ঘুমিয়েছে! মা মল্লিকা!

মল্লিকা। * * *

ব্যানার্জ্জী। মা মল্লিকা, ঘুমোলে নাকি! (উচ্চে) মল্লিকা, মা ঘুমোলে নাকি!

মল্লিকা। * * *

ব্যানার্জ্জী। (সেবার প্রতি)—ঘুমিয়েছে! এবার তাহলে তুমি যাও!

সেবা। আপনি···একা—!

ব্যানার্জ্জী। হ্যাঁ, আমি একাই থাকবো! গবেষণা করবার সময় আমি একাই থাকি!

নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সেবা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। ব্যানার্জ্জী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কক্ষের বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে সেবা পিছন ফিরিয়া চাহিল। ব্যানার্জ্জীর সহিত তাহার চোখাচোখী হইল। সে চলিয়া গেলে ব্যানার্জ্জী অতি সন্তর্পণে উঠিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া মাথা বাহির করিয়া কি দেখিল। পরে অতি সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া ক্ষিপ্রপদে মল্লিকার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পিশাচের হাসি হাসিয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"এইবার!" বলিয়া ক্ষিপ্রপদে টেবিলের নিকট যাইয়া সেই চামড়ার কালো ব্যাগ খুলিয়া সুতীক্ষ্ণ, চক্‌চকে কয়েকটি অস্ত্র লইয়া অতি সন্তর্পণে মল্লিকার দিকে অগ্রসর হইল।

তৃতীয় দৃশ্য

কলেজ সংলগ্ন মাঠ। সম্মুখে একটা দ্বিতল বাড়ী। একটা জানালা খোলা। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, পশ্চিমের লাল রং এখনও মিলায় নাই। খোলা মাঠ। নির্জ্জন। একটা বালক মুখে আঙুল পুরিয়া লম্বা শীষ দিয়া দৌড়াইয়া গেল। ইহারই পর কলেজের নূতন ও পুরাতন ছাত্রেরা এক দুই করিয়া এই স্থানে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল।

১ম ২য় ও ৩য় ছাত্রের প্রবেশ

১ম। ঠিক ছটায় আসবেন বলেছেন, না?

২য়। হাঁ, ঠিক ছটায়!

৩য়। সামান্যই দেরী!

২য়। ছেলেটার মধ্যে কেমন একটা সৌম্য ভাব সর্ব্বদাই ফুটে বেরোয়!

১ম। একটা স্বর্গীয় জ্যোতি!

৩য়। আমি ভাই দেখেছি, ওর সাম্‌নে দাঁড়ালে মনটা আপনা হতেই কেমন শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে।

১ম। আমি তো ভাই ওর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কোনো কুচিন্তাই কোরতে পারি না!

২য়। নামটা কেমন সুন্দর! সেবাব্রত—সেবাই যার ব্রত!

১ম। গণসেবাই যার ব্রত!

৪র্থ ও ৫ম ছাত্রের প্রবেশ

৪র্থ। কৈ, আসেন নি উনি?

১ম। না, এখনো আসেন নি!

৫ম। উঃ, আমার সেদিন কি উপকারই উনি কোরেছেন। একা রাত জেগে ঔষধ এনেছেন, ঔষধ খাইয়েছেন, পথ্য দিয়েছেন, আবার নার্স্‌ কোরেছেন! এত কেউ করে না! উনি নিশ্চয় আর জন্মে আমার কেউ ছিলেন! উঃ মাইরি, ওঁর কথা মনে হলে—

২য়। আমরা তো ওঁর কথাই বলছিলাম!

৩য়। অদ্ভুত একটা আকর্ষণী শক্তি ওঁর ভেতর আছে!

১ম। ঠিক যেন যাদু কোরে ফেলেন!

৪র্থ। এই অল্পকালের ভেতর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সবাইকে যে কি কোরে বশ কোরে ফেললেন—এ বড়ই আশ্চর্য্য!

৩য়। লোকের উপকার যখন করেন, প্রাণ দিয়ে করেন!

২য়। এই সেদিন বুড়ো বেহারাটা কাঁচের ফানেলটা ভেঙে ফেল্‌লে, আর উনি নির্ব্বিবাদে সে দোষ নিজের ঘাড়ে ডেকে নিলেন। একা পেয়ে ওঁর পা জড়িয়ে ধরে বুড়ো বেহারাটার যে কি কান্না সে না দেখ্‌লে—

নবকুমার, আশাময় ও গণদাসের প্রবেশ

৪র্থ। যোগ্যতা না থাকলে জনসাধারণের নেতা কি কেউ হতে পারে?

৩য়। যোগ্যতা শুধু নয়, ত্যাগ হচ্ছে সব চাইতে বড় কথা !

১ম। ত্যাগ নয়, দরদ ! দরদ দিয়ে সবাইকে দেখা !

২য়। সেটা সেবাব্রতবাবুর খুব আছে !

গণদাস। সেবার কথা বলছেন বুঝি !

২য়। আজ্ঞে হ্যাঁ !

আশাময়। তার মতো ছেলে এ যুগে আর দেখা যায় না !

নবকুমার। কি সরল !

আশাময়। একটুও ষ্টাইল নেই !

৪র্থ। কেমন যেন পাগলের মতো কথাবার্ত্তা বলেন !

১ম। পাগল নয়, ভাবুক খুব উনি !

নবকুমার। ওঁকে তো আমরা রাজা কোরেছি ! ফার্ষ্ট ইয়ার বোল্‌তে সেবাকে বোঝায়, সেবা বল্‌তে ফার্ষ্ট ইয়ার বোঝায় !

দ্বিতলের খোলা জানালাতে ছোট একটা মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। একসঙ্গে এতগুলি ছেলেকে দেখিয়া সে কাহাকে হাত দিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল। অবিলম্বেই আবার ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে আর একটি বয়স্কা মেয়ে। কক্ষে আলো জ্বলিল। আরো দুই তিনটা মেয়ে আসিয়া জানালায় ভীড় করিয়া দাঁড়াইল।

৩য়। শুধু ফার্ষ্ট ইয়ার কেন, সব ইয়ারের ছেলে বল্‌তেই ওঁকে বোঝায় ! কারণ এখন এমন একটিও ছেলে নেই, যে নাকি ওঁর বাধ্য নয় !

২য়। এই উনি আসছেন !

৪র্থ। কি সুন্দর হাসতে হাসতে আসছেন দেখ ঠিক যেন শিশুর মতো হাসি !

১ম। মাইরি, গ্যাখ, গ্যাখ, কেমন একটা জ্যোতিঃ ফুটে বেরুচ্ছে !

৩য়। চুপ এসে গেছে !

সেবার প্রবেশ। ছাত্রেরা একান্তে সরিয়া দাঁড়াইল

সেবা। আপনাদের বুঝি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে! বড্ড কষ্ট হয়েছে তো তবে!

ছাত্রেরা সমস্বরে। না, না!

সেবা। আচ্ছা, তাহলে এখানে বসুন, আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

সকলে বসিল, সেবা দাঁড়াইয়া রহিল। দ্বিতলের সেই জানালা হইতে মাঝে মাঝে টর্চ্চের আলো এখানে পড়িবে

সেবা। এবার তাহলে—

দুই তিনজন সমস্বরে। আজ্ঞে হ্যাঁ, হ্যাঁ!

সেবা। বন্ধুগণ! আজ আমরা এখানে কারো আদেশে বা অনুরোধে পড়ে সমবেত হই নি! আমাদের প্রাণ আজ আমাদের এখানে ডেকেছে, আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রাণ আজ এখানে এনেছে! ঠিক সন্ধ্যায়, সূর্য্য যখন অস্ত গিয়াছে, রাত্রি যখন আসন্ন, ঠিক এম্‌নি শুভ মুহূর্ত্তে, কাল পরিবর্ত্তনের মুহূর্ত্তে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি! কাল পরিবর্ত্তন কোরছে—সন্ধিক্ষণ! মহাকালের এই সন্ধিক্ষণ আমাদেরও যেন সন্ধিক্ষণ! মহাকালের এই কাল পরিবর্ত্তন আমাদেরও যেন যুগ পরিবর্ত্তন—আমরা যেন একটা যুগ পরিবর্ত্তন কোরে যেতে পারি!

ছাত্রদের হাততালি

আপনারা জানেন কি জন্যে আজ আমরা এখানে এসেছি! মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে যারা অভিযান কোরছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করবার জন্য এখানে এসেছি! মানুষ যেখানে মানুষকে ভুলে যায়, মানুষ যেখানে মনুষ্যত্বকে ভুলে যায়, তাকে পীড়ন করে, শোষণ করে, নিষ্পেষিত কোরতে চায়—আমরা তার বিরুদ্ধে অভিযান কোরছি!

বর্ব্বর মানুষ যেদিন সভ্য হল, যেদিন সংস্কৃত হল, সেইদিন তার মনে মানুষকে সেবা করার একটা স্পৃহা জাগলো! বাইরে সে মানুষকে ঈর্ষা কোরতে শিখলো, ঘৃণা কোরতে শিখলো, হত্যা কোরতেও শিখলো, কিন্তু ঘরে সে তাকে অন্ন দিতে শিখলো, সেবা কোরতে শিখলো, মনুষ্যত্বকে পূজো কোরতে শিখলো! পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র খড়ের ঘর আমাদের নাগরিক জীবনে হাসপাতাল হয়ে দাঁড়াল। হাসপাতালে আমরা মানুষকে সেবা করি, সান্ত্বনা দি, ভরসা দি, নবীন জীবন দি, মানুষের কল্যাণ করি, জগতের কল্যাণ কবি! এই হাসপাতালে, এই সেবাসদনে আমরা তাই করি! কিন্তু—

জানালা হইতে টর্চ্চ পড়িল। ছাত্রেরা সকলে নতবদনে বসিয়া

সেবা। কিন্তু কি দেখ্‌ছেন আপনারা! আজকার হাসপাতালে, মানুষের অন্যতম সান্ত্বনার স্থানে কি দেখ্‌ছেন আপনারা? হাজার বিজলী বাতি জ্বল্‌ছে, তবু দেখুন হাসপাতালের কক্ষে কক্ষে অন্ধকার; রাজপ্রাসাদের মতো অট্টালিকা, বিচিত্র বর্ণ এর—কিন্তু দেখুন একফোঁটা গন্ধ নাই! আর আমরা—আমাদের বাক্যে কার্য্যে নিষ্ঠা নাই, হৃদয়ে দরদ নাই, প্রাণ নাই, অনুভূতি নাই, চিন্তাশক্তি নাই—আমরা কি? দানব, না অতিমানব! যন্ত্র, না বিরাট শিলাস্তূপ! এ ভণ্ডামী, না ঈশ্বরকে চোখ টিপে পাপ করা!

পুনরায় টর্চ্চ পড়িল। ছাত্রেরা পূর্ব্ববৎ

সেবা। চিকিৎসা শাস্ত্র পড়তে এসে আমরা নিজেরা কুচিকিৎসিত হচ্ছি! এ কলেজের বয়েস আজ শতবর্ষ হতে চললো কিন্তু গৌরব [illegible] মতো এ কলেজের কি আছে? এ কলেজ থেকে বেরিয়ে পরবর্ত্তী [illegible]নে যাঁরা যশের উচ্চতম শীর্ষে উঠেছেন, ধন্বন্তরী বলে যাঁরা পরিচিত হ[illegible]ন— তাঁদেরই বা গৌরব করবার মতো কি আছে? কি দিয়েছেন তাঁরা?

না লিখেছেন একখানা বই, না কোরেছেন কোনো গবেষণা, না কোরেছেন কোনো ঔষধ আবিষ্কার, না কোরেছেন কিছু! কেবল জীবন নিয়ে ব্যবসা কোরেছেন! দেখুন, গৌরব করবার মতো কি আছে আমাদের? আমরা বিদেশীর লেখা বই মুখস্ত কোরে নিজেকে বিদ্বান মনে করি, বিদেশীর প্রস্তুত অজানা পেটেণ্ট ঔষধ রোগীকে দিয়ে নিজেকে ধন্বন্তরী মনে করি; বিদেশীর বুলি কপ্‌চিয়ে, বিদেশীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞান নিয়ে আমরা গর্ব্ব করি, বিদ্বান বলে পরিচিত হই! ছি ছি, কি হেয়তা!

ছাত্রদের মধ্যে চেষ্টা করিয়া কেহ কেহ কাসিতে চেষ্টা করিল

ততোধিক হেয়তা প্রকাশ করি এই হাসপাতালে! সত্যিকারের যে রোগী, সে পথে মরে থাকে, আমরা ফিরেও চাইনে; কোলাহল করি সুস্থ লোককে নিয়ে! পীড়িতের সেবা, আর্ত্তের সেবা কেউ কখনো করি না, করি কেবল অর্থের সেবা! এ কি চল্‌তে পারে? এ কি সহ্য করা যায়? আমরা যারা জীবনের পথে প্রথম পা বাড়িয়েছি, আলোকের সন্ধানে বেরিয়েছি, তারা কি কোরে এই ভণ্ডামী, এই আত্মপ্রতারণা সহ্য কোরবে? কেউ কি কোরতে পারে, বলুন আপনারা।

ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ। না, না, কেউ না!

সেবা। আসুন তবে আজ এই পরম পবিত্র মুহূর্ত্তে মৃত্তিকা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করি যে, এই অনাচার, এই দুর্নীতিকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেব না!

সেবা তাহার দক্ষিণ হস্ত উচ্চে তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররাও তুলিল। ছাত্রদের পশ্চাতে অন্ধকারে কিছুকাল হইল হেড ক্লার্ক আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার উপর জানালা হইতে টর্চ্চ পড়িল। অমনি হেড ক্লার্ক ক্ষিপ্রপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ছাত্রেরা কেহ ইহা জানিতে পারিল না।

২য় ছাত্র। আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি কি রকম হবে ?

সেবা। প্রথমতঃ, আমরা যত ছাত্র আছি সকলে এক প্রাণ, এক মন হয়ে চলবো! এ কোরতে হলে একটা প্রীতির বন্ধন আনতে হবে! আমরা ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব ছেড়ে দেব, দিয়ে সবাই সবাইকে ভাই বলে মনে কোরবো! আর মনে কোরবো যে, আমরা এই কলেজে পাশ কোরে ডাক্তার হতে আসিনি, মানব সমাজের কল্যাণের জন্য এসেছি, তারা যাতে উপকৃত হতে পারে, সেই উপায়, সেই পন্থা আয়ত্ত কোরতে এসেছি!

Captain ব্যানার্জ্জী ও হেড ক্লার্কের প্রবেশ। হেড ক্লার্ক আঙুল দিয়া সেবাকে দেখাইয়া দিল। তাহারা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

সেবা। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের উপযুক্ত শিক্ষক আমরা বেছে নেব!

কয়েকজন ছাত্র। (সমস্বরে)—আমরা !!

সেবা। হ্যাঁ আমরা! কারণ সেদিন আর নেই যে, শিক্ষক দুর্লভ, এবং যিনি শিক্ষা দেবেন তাঁর কথা বেদ তুল্য! যদি দেখি শিক্ষক ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষার দিকে আদৌ মনোযোগী নন, এবং শিক্ষার্থীকে জ্ঞান দান করার পরিবর্ত্তে ব্যবসাদারী শিক্ষা দেবার প্রতি তিনি অধিক মনোযোগী—তবে সে শিক্ষকের নিকট কেন আমরা শিক্ষা নেব! দৃষ্টান্ত নিন আমাদের Captain ব্যানার্জ্জী! চিকিৎসক হিসাবে এঁর যশ দেশ-বিস্তৃত! কিন্তু দেশের কেউ জানে না যে, ইনি আধ মিনিটে রোগী দেখেন, বিদেশ থেকে পাঠানো সন্দেহজনক নমুনা—ঔষধ দিয়ে কঠিন রোগীর চিকিৎসা করেন, এবং অবসর সময়ে একটা নার্সকে নিয়ে—

দ্রুতপদে ছুটিয়া ব্যানার্জ্জী ঠিক সেবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—

ব্যানার্জ্জী। Stop! I order you to stop! আমার আদেশ—চুপ কর!

সন্ত্রস্ত হইয়া ছাত্রেরা উঠিয়া দাঁড়াইল। কেবল সেবা নির্ব্বিকার।

ব্যানার্জ্জী। (ছাত্রদের প্রতি)—A set of fools! মূর্খের দল! যাও, এখান থেকে!

ছাত্রেরা কে কোথায় দিয়া অদৃশ্য হইল বোঝা গেলনা।
টর্চ্চ পড়িল ব্যানার্জ্জী ও সেবার প্রতি।

ব্যানার্জ্জী। Nonsense! আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আমার কলেজে থেকে! বিদ্রোহী! মূর্খ! কাপুরুষ! জান না তুমি Captain ব্যানার্জ্জীর কি ক্ষমতা! হেড ক্লার্ক, নিয়ে এস একে আমার অফিসে!

রাগে ফুলিতে ফুলিতে ব্যানার্জ্জী প্রস্থান করিল। হেড ক্লার্ক
আসিয়া সেবার কাঁধে হাত দিল। হাত ছাড়াইয়া
সেবা তাহার সহিত অফিসের দিকে চলিল।

দ্বিতলের সেই জানালায় মেয়েদের ভিতর একটু উত্তেজনা দেখা গেল। কথা শোনা যাইতেছেনা, প্রবলবেগে মাথা ও হাত নাড়ানাড়ি হইতেছে। সেবা যেদিকে গিয়াছে, সেইদিকে বার দুই টর্চ্চ পড়িল। একটা মেয়ে জানালা হইতে সরিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে গ্রামোফোনে একটা কনসার্টের বাজনা বাজিয়া উঠিল। জানালা হইতে মেয়েরা অমনি নাচিতে নাচিতে সরিয়া গেল।

দ্রষ্টব্য —তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বড় স্বল্পকালের জন্য হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলেজের একটা কক্ষ। কক্ষে নূতন পুরাতন সকল ছাত্র সমবেত।
হাসপাতালের যাবতীয় কর্ম্মচারী, নার্স প্রভৃতিও আছে।
ছাত্রেরা সকলেই উদ্বিগ্ন মুখে বসিয়া আছে।
কেবল সেবা নির্ব্বিকার।

এখন অপরাহ্ন। পর্দ্দা উঠিতেই দেখা গেল Captain ব্যানার্জ্জী কক্ষে প্রবেশ
করিতেছে। ছাত্রেরা দাঁড়াইল। ব্যানার্জ্জীর জন্য নির্দ্দিষ্ট চেয়ার ছিল,
তিনি তথায় না বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।
টেবিলে একরাশি কাগজ।

ব্যানার্জ্জী। (গম্ভীর স্বরে)—সকলে এসেছ ?

ছাত্রেরা কেহ কথা কহিল না, সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল

ব্যানার্জ্জী। (টেবিল হইতে একতাড়া কাগজ উঠাইয়া পড়িতে লাগিল)—এই কলেজে ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ প্রচার তথা চিকিৎসা বিভাগের নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবার অপরাধে এই কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সেবাব্রত চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হয়েছে। এই কলেজের এবং বিশেষ কোরে চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই বিদ্রোহী ছাত্র সম্বন্ধে বিশেষ বিচার কোরে যে আদেশ দিয়েছেন, তা তোমাদের সবাইকে শোনাবার জন্য এখানে ডাকা হয়েছে। উদ্দেশ্য—এই অসৎ ছাত্রের দৃষ্টান্ত থেকে ভবিষ্যতে তোমরা সাবধান হবে। সেবাব্রতের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এই :—

প্রথম। সে তার duty ছেড়ে স্থানত্যাগ কোরেছে।

দ্বিতীয়। ছাত্রদের ভিতর অসন্তোষের বীজ বপন কোরেছে।

তৃতীয়। এবং তদ্দ্বারা কলেজের নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ কোরেছে।

চতুর্থ। চিকিৎসা বিভাগের নিয়ম ও শৃঙ্খলাও ভঙ্গ কোরেছে।

পঞ্চম। এই কলেজের অধ্যক্ষ Captain S. Banerjee, M. D. F. R. C. P. F. R. C. S. সম্বন্ধে অপমানকর এবং আপত্তিকর উক্তি কোরেছে।

ষষ্ঠ। যার দ্বারা তাঁর সম্মান বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ এই সব গুরুতর অভিযোগ বিশেষ বিচার কোরে এই অভিমত প্রকাশ কোরেছেন যে, আগামী বারো ঘণ্টার মধ্যে এই সেবাব্রতকে এই কলেজ হতে বিতাড়িত কোরতে হবে!

ছাত্রদের মধ্যে ব্যথাকর বিস্ময়। সকলেই সেবার দিকে চাহিল।

কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হয়ে আমি আদেশ কোরছি—আগামী কাল প্রাতে ছয়টার ভিতর এই সেবাব্রতকে আমার কলেজের পরিসীমা ত্যাগ কোরে যেতে হবে!

পূর্ব্বের মতো নির্ব্বিকার হইয়া সেবা কক্ষ পরিত্যাগ করিল। ছাত্রেরা সসম্ভ্রমে তাহার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। সকলে প্রস্থানপর সেবার দিকে চাহিয়া রহিল। সেবা চলিয়া গেলে ছাত্রেরাও এক এক করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল। বাহিরে তাহাদের উত্তেজনা-পূর্ণ কথাবার্ত্তা। কাণ পাতিয়া ব্যানার্জ্জী এই সব কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। তাহার মুখে ক্রূর হাসি ও বিজয়ের সাফল্য। কাগজগুলি গোছাইয়া কক্ষ ত্যাগ করিবে, এমন সময়ে প্রবেশ করিল নবকুমার, আশাময় ও গণদাস। তাহাদের মুখ আরক্ত, চক্ষু রক্তিম, দেহ কাঁপিতেছে।

এই তিন জনেই সমস্বরে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—

স্যর!

ব্যানার্জ্জী। কি?

তাহাদের ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল। কি বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিল না। হতাশ হইয়া তাহারা মাথা নাড়িয়া কক্ষ ত্যাগ করিল। ব্যানার্জ্জী বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ষ্টেজ অন্ধকার হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মল্লিকার কক্ষ। শয্যায় মল্লিকা বসিয়া আছে। নিথর, নিস্পন্দ দেহ। চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত পড়িতেছে না। এখন রাত্রি একটা। ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া নত মুখে সেবা প্রবেশ করিল। মল্লিকার দিকে না চাহিয়াই সেবা বলিয়া যাইতে লাগিল।

সেবা। আমার ডাক্তার হওয়া আর হল না মল্লিকা! আমি যদি চোখ-কাণ বুজে এখানে থাকতে পারতুম, তবে হয়তো কালে একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার হতে পারতুম! তা যখন করিনি, কেউটের গর্ত্তে যখন খোঁচা দিয়েছি, তখন তার ফলভোগ কোরতে হবে বৈ কি? তুমি বোধ হয় শুনে আশ্চর্য্য হবে মল্লিকা যে, আমাকে কাল ভোর ছটার মধ্যে এই কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হবে! এখন একটা বাজে! কেউ কোথাও পাহারায় নেই! চল মল্লিকা, এই অন্ধকারে দুজনে অদৃশ্য হয়ে যাই, এ পাপ—

বলিয়া মল্লিকার মুখের দিকে সে চাহিল। অমনি সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

সেবা। মল্লিকা!

মল্লিকা। * * *

সেবা ছুটিয়া আসিয়া মল্লিকার গা নাড়া দিয়া উন্মাদের মতো চাপা গলায় ডাকিল:— 'মল্লিকা! মল্লিকা!' মল্লিকা পূর্ব্ববৎ। কোনো সাড়া নাই। হতাশ হইয়া সেবা সরিয়া আসিয়া ঠিক মল্লিকার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে স্থির নয়নে চাহিয়া রহিল।

নেপথ্যের উন্মাদ—

> "ভরা কত গত পূর্ণিমা রাতে,
> নীরব চোখে এ উহার পানে চাহিয়া ভাবিত কত কি!
> মাধবী, সে কথা জান কি?"

সেবা উঠিয়া দাঁড়াইল। মল্লিকার ডান হাত উচ্চে তুলিল। হাত গড়াইয়া পড়িয়া গেল। বাম হাত তুলিল, বাম হাত পড়িয়া গেল। নিষ্পন্দ নয়নে মল্লিকার দিকে চাহিতে চাহিতে সেবা এক পা দুই পা করিয়া দ্বারের দিকে পিছাইয়া আসিতে লাগিল। দ্বারের নিকট আসিয়া দ্বার খুলিল। দ্বারের বাহিরে এক পা দিয়া পুনর্ব্বার আকুল নয়নে মল্লিকার দিকে চাহিল। পরে বাহিরে যাইয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া আকুল আর্ত্তনাদ করিয়া Captain ব্যানার্জ্জীকে ডাকিল।

সেবা। Captain ব্যানার্জ্জী!

কক্ষে মল্লিকা সেই অবস্থায় বসিয়া। একটা চুলও নড়িতেছে না। ষ্টেজ অন্ধকার হইয়া আসিল।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বর্ণিত হাসপাতালের সম্মুখস্থ সেই বাগান। এখন গভীর রাত্রি। চাঁদের স্বল্প আলো। এই বাগানের একটি পথ দিয়া সেবা ছুটিয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে আকুল স্বরে বিকম্পিত কণ্ঠে ব্যানার্জ্জীকে ডাকিতেছে। অন্ধকারে এক দিক হইতে ব্যানার্জ্জী আসিয়া একটা ঝোপের আড়ালে পথের মোড়ে দাঁড়াইল।

সেবা। Captain ব্যানার্জ্জী!! Captain ব্যানার্জ্জী!!!

মোড় ঘুরিতেই ব্যানার্জ্জী চাপা গলায় বলিল—

দাঁড়াও!!

সেবা থমকিয়া দাঁড়াইল। পর মুহূর্ত্তেই তাহার বিহ্বলতা কাটিয়া গেল

সেবা। Captain ব্যানার্জ্জী!...আপনি!...(আকুল স্বরে) স্যর মল্লিকা!

অমনি ব্যানার্জ্জী বাম হাতে সেবার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে সেবার নাকে, মুখে, চোখে অজস্র ঘুষি মারিতে লাগিল। গোঙাইয়া সেবা পড়িয়া গেল। ব্যানার্জ্জী তাহাকে এক পদাঘাত করিয়া বলিল :—"Rascal"—বলিয়া সন্তর্পণে চারিদিক চাহিয়া স্থান ত্যাগ করিল। সেবা সেই স্থানে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিল। সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক লাল হইয়া উঠিল। প্রভাত হইতেছে। পাখীরা ডাকিয়া উঠিল। আরো বেলা হইল। প্রথম দিন যেরূপ গেটরক্ষক তাহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ঘড়ী বাজাইয়াছিল, আজও সে বাহির হইয়া ঘড়ী বাজাইতে লাগিল। এক…দুই …সেবা নড়িয়া উঠিল। তিন । সেবা মাথা তুলিয়া সব বুঝিবার চেষ্টা করিল।… চার…। সেবা উঠিয়া বসিল।..পাঁচ.। সেবা দাঁড়াইল। রক্তাক্ত দেহ, মুখের অনেক স্থান কাটা। সে টলিতে টলিতে গেটের দিকে অগ্রসর হইল। সে-ও গেট অতিক্রম করিয়াছে, অমনি ঘড়িতে বাজিল ছয়…। ফোকাশ পড়িল বাহিরের সেই বোর্ডে, যেখানে লেখা :—

HOSPITAL

Silence Please

হাসপাতাল

শব্দ করিবেন না।

যবনিকা।